বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

web : www.rashtriyakhabar.com

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>294 >>23 Sharabon 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ২৯৪ >> << ২৩ শে, শ্রাবণ ১৪৩০>>

মণিপুরে ক্ষমতাসীন বিজেপি জোট থেকে সমর্থন প্রত্যাহার কুকি গোষ্ঠীর

নয়া দিল্লি ঃ জনজাতি দাঙ্গা বিধ্বস্ত ভারতের উত্তরপূর্বের রাজ্য মণিপুরে গত তিন মাস ধরে লড়াই চলছে কুকি ও মেইতেই এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে। সেই বিবাদের জেরে এবার কুকিদের রাজনৈতিক দল কুকি পিপলস অ্যালায়েন্স নিজেদের সমর্থন তুলে নিল রাজ্যে ক্ষমতাসীন বিজেপি জোট থেকে। এর ফলে ফের মণিপুরে কোণঠাসা হয়ে পড়ল বিজেপি সরকার। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ঘটনায় অস্বস্তি বাড়ল মুখ্যমন্ত্রী বীরেন সিংয়ের। এর আগে মণিপুর ইস্যুতে পদত্যাগের কথা বলেও শেষ মুহূর্তে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত বদল করেছিলেন বীরেন, যার ফলে বিরোধী দলগুলির কটাক্ষের শিকার হন তিনি। রবিবার ৬ অগাস্ট রাজ্যপালের কাছে চিঠি দিয়ে নিজেদের এই সমর্থন প্রত্যাহারের কথা জানানো হয়েছে কুকি পিপলস অ্যালায়েন্সের পক্ষ থেকে। জানা গেছে, রবিবার সকালে রাজ্যপাল অনসূয়া উইককে সমর্থন প্রত্যাহারের কথা জানিয়ে চিঠি দেন এই দলের সভাপতি হাওকিপ। প্রসঙ্গত, কুকি পিপলস অ্যালায়েন্স দলের দু'জন বিধায়ক রয়েছেন মণিপুর সরকারে। রবিবার এই ঘটনার পরই আরও ৯০০ কেন্দ্রীয় সেনাবাহিনী পাঠানোর সিদ্ধান্তের কথা জানানো হল কেন্দ্রের তরফে। যদিও বিজেপির দাবি অনুযায়ী এর আগে আরও ৪০ হাজার কেন্দ্রীয় সেনা বাহিনী পাঠানো হয়েছিল মণিপুরে, তবে তাঁদের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তুলেছেন মণিপুরের বাসিন্দারা।

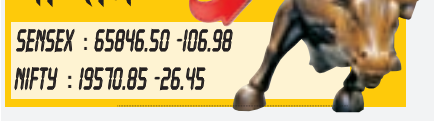

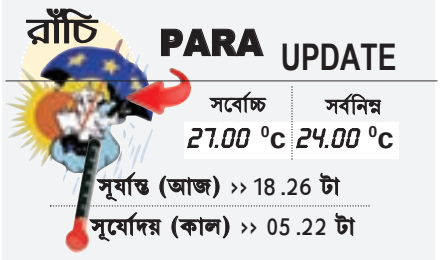

রাষ্ট্রীয় খবর
সংক্ষিপ্ত খবর

রক্ত পরিসঞ্চালন কেন্দ্রে রুশ বিমান হামলার নিন্দা করলেন জেলেন্সকি

খারকিভ ঃ শনিবার দিনের শেষ ভাগে খারকিভের পূর্বাঞ্চলের কুপিয়ানস্ক শহরে একটি রক্ত পরিসঞ্চালন কেন্দ্রে বিমান হামলা চালিয়েছে রাশিয়া। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেন্সকি তার টেলিগ্রাম চ্যানেলে বলেন, (এই হামলায়) বেশকিছু মানুষ আহত ও নিহত হয়েছেন। কুপিয়ানস্ক যুদ্ধরেখার ১০ মাইল মধ্যে অবস্থিত একটি গুরুত্বপূর্ণ রেল যোগাযোগ কেন্দ্র। জেলেন্সকি জানান, উদ্ধারকর্মীরা ঘটনাস্থলে আগুন নেভানোর কাজ করছেন। তিনি এই হামলাকে একটি যুদ্ধাপরাধ হিসেবে অভিহিত করেন। তবে, এ বিমান হামলায় কতজন নিহত বা আহত হয়েছেন, তা তিনি জানাননি। ইউক্রেনের বিরুদ্ধে পূর্ণ মাত্রার রুশ আগ্রাসন শুরুর পর, সেখানে কোনো বেসামরিক ব্যক্তি ও স্থাপনা লক্ষ্য করে পরিকল্পিত হামলা চালানোর বিষয়টি অস্বীকার করে রাশিয়া। ইতোমধ্যে এই যুদ্ধে হাজার হাজার মানুষ নিহত হয়েছেন লাখ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছেন এবং বহু নগর ধ্বংস হয়েছে। রয়টার্স তাৎক্ষনিকভাবে এই প্রতিবেদনের তথ্য যাচাই করতে পারেনি। এর আগে, ২৪ ঘন্টার মধ্যে, ২ রুশ জাহাজের ওপর ইউক্রেনীয় ড্রোন হামলার প্রতিশোধ নেবে বলে অঙ্গীকার করেছিলো রাশিয়া।

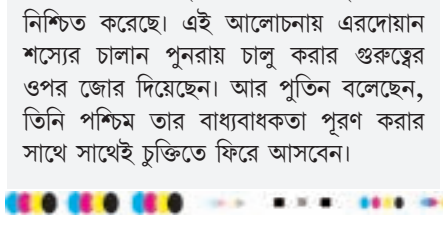

ইজমাইল শস্য ভাণ্ডারে রুশ হামলা

ওডেসা ঃ বুধবার রাশিয়ার ড্রোন হামলায় দক্ষিণ ইউক্রেনের ইজমাইলের দানিউব নদী বন্দর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বন্দরে আগুন লেগেছে এবং আফ্রিকা, চীন ও ইসরাইলের জন্য নির্ধারিত ৪৪ হাজার টন শস্যের ক্ষতি হয়েছে। ইউক্রেনের কর্মকর্তারা একথা জানিয়েছেন। রোমানিয়ার সীমান্তের কাছে ইজমাইলে হামলায় কেউ হতাহত হয়নি। এটি কৃষ্ণ সাগরের বন্দরগুলোর একটি অভ্যন্তরীণ বিকল্প। এটিকে রাশিয়া অবরুদ্ধ করেছে। তবে ইউক্রেনে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ব্রিজেট ব্রিঙ্ক বলেছেন, সাম্প্রতিক দিনগুলোতে দক্ষিণ ইউক্রেনের বন্দর অবকাঠামোর বিরুদ্ধে হামলা ইউক্রেনের বেসামরিক নাগরিকদের প্রতি রাশিয়ার অবহেলা প্রদর্শন করে। বুধবার রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ানের সাথে একটি টেলিফোন কলে কৃষ্ণ সাগর শস্য চুক্তি নিয়ে আলোচনা করেছেন। উভয় দেশই একথা নিশ্চিত করেছে। এই আলোচনায় এরদোয়ান শস্যের চালান পুনরায় চালু করার গুরুত্বের ওপর জোর দিয়েছেন। আর পুতিন বলেছেন, তিনি পশ্চিম তার বাধ্যবাধকতা পূরণ করার সাথে সাথেই চুক্তিতে ফিরে আসবেন।

পার্থের মন্তব্যে জল্পনা, চার শিক্ষক জেলে

কলকাতা ঃ নিয়োগ দুর্নীতিতে জেলবন্দি সাবেক মন্ত্রী আঙুল তুললেন রাজ্য প্রশাসনের দিকে। অন্যদিকে চার শিক্ষক ধৃত।

এক বছরের বেশি সময় নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় জেলবন্দি পশ্চিমবঙ্গের সাবেক শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। তৃণমূলের সাবেক মহাসচিব পার্থকে দল পদ থেকে সরিয়ে দিলেও তিনি বার বার নেতৃত্বের প্রতি আস্থা প্রকাশ করেছেন। নিজেকে নির্দোষও বলেও দাবি করেছেন। সেই পার্থের মুখে ভিন্ন সুর ধরা পড়েছে।

সোমবার পার্থ আলিপুরের বিশেষ সিবিআই আদালতে নিজেই সওয়াল করেন। নিয়োগের প্রশাসনিক প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করেন তিনি। বলেন, দপ্তরের প্রধান সচিব বিষয়টি রাজ্যের মুখ্যসচিবকে জানান। মুখ্যসচিবের কাছ থেকে বিষয়টি যায় মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে।

শিক্ষামন্ত্রীর ভূমিকাকে নির্দোষ দেখাতে এই সওয়াল করলেও পার্থ বলেছেন, ''মুখ্যমন্ত্রী নিয়োগের ক্ষেত্রে সুপারিশকর্তা নন, নিয়োগকর্তাও নন। মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি আমার আনুগত্য ছিল, আছে ও

থাকবে।''

যদিও বিরোধীদের ব্যাখ্যা, আদতে মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরকেই কৌশলে দায়ী বলতে চেয়েছেন পার্থ। সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী বলেন, ''আমরা অনেকবার বলেছি, মাথাদের ধরতে পারছে না কেন্দ্রীয় সংস্থা। সাবেক মন্ত্রী সেই মাথার দিকে আঙুল তুলেছেন।''

বিজেপি মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্যের মন্তব্য, ''মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম যৌথ দায়িত্বের কথা বলেছিলেন। এই দুর্নীতির ক্ষেত্রেও তাই। একসময়ের মন্ত্রী তার সর্বোচ্চ নেতৃত্বের দিকে দায় ঠেলে দিয়েছেন।''

তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ জানিয়েছেন, ''দল ও সরকারের পক্ষ থেকে যে পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে,, তাতে পার্থ চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে মনোভাব স্পষ্ট। তার মন্তব্য নিয়ে নতুন করে কিছু বলার নেই।''

পার্থের মন্তব্যে যেদিন রাজনীতি সরগরম, সেদিন প্রথমবার চার শিক্ষক জেলে গেলেন এই দুর্নীতির মামলায়। মুর্শিদাবাদের বাসিন্দা টাইগার হোসেন, সিমার হোসেন, জাহিরুদ্দিন শেখ ও সৌগত মণ্ডলের নাম রয়েছে সিবিআই চার্জশিটে। তারা সোমবার আলিপুর বিশেষ সিবিআই আদালতে আগাম জামিনের আবেদন জানান। বিচারক তাদের আদালত থেকে সরাসরি ১৪ দিনের জন্য জেল হেফাজতে পাঠান। বিচারক বলেন, চাকরির বিনিময়ে তাপস মণ্ডলকে এরাই টাকা দেন। সেই চাকরি ভোগও করেছেন তারা। তাদের জন্য বর্তমানে পার্থ চট্টোপাধ্যায়রা জেলবন্দি।

সিবিআই সূত্রের খবর, বেসরকারি কলেজ সংগঠনের মাথা তাপস মণ্ডলকে এই শিক্ষকেরা ২৩ লক্ষ টাকা দেন নিয়োগের জন্য। জেলবন্দি সাবেক তৃণমূল যুবনেতা কুন্তল ঘোষের মাধ্যমে এই টাকা তাপসের কাছে পৌঁছয়।

সিবিআই আগামীকাল বাঁকুড়ার সাত জন প্রাথমিক শিক্ষককে তলব করেছে। নিয়োগ সংক্রান্ত নথি নিয়ে তাদের হাজিরা দিতে হবে কলকাতার নিজাম প্যালেসে।

দুর্নীতি মামলায় নেতা মন্ত্রী বিধায়কের গ্রেপ্তার হয়েছেন। জেলে রয়েছেন নিয়োগকারী সংস্থার সাবেক উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। এই প্রথমবার 'অযোগ্য' শিক্ষকদের গ্রেপ্তার করা হল। ওএমআর শিটে কারচুপি থেকে সাদা খাতা জমা দেয়া, নানা অভিযোগ উঠে এসেছে নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে। সন্দেহের ঘেরাটোপে রয়েছেন অনেক কর্মরত শিক্ষক। এবার তাদের গ্রেপ্তারি গোটা শিক্ষক সমাজের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করেছে। শিক্ষানুরাগী ঐক্য মঞ্চের সম্পাদক কিঙ্কর অধিকারী বলেন, ''এরা শিক্ষক সমাজের কলঙ্ক। তবে এদের দিয়ে সব শিক্ষককে বিচার করা যাবে না। নিচুতলায় একদল সুযোগসন্ধানী থাকবে। তাদের দুর্নীতির সুযোগ করে দিচ্ছে কারা?''

বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করবে চীন,আশাবাদী অস্ট্রেলিয়া

পর্থ ঃ অস্ট্রেলিয়া আশা করছে, বেইজিং বার্লির ওপর শুল্ক প্রত্যাহার করে নিলে, চীনের সঙ্গে তাদের বাণিজ্য বিরোধের অবসান ঘটবে। এই বিরোধ পণ্য রপ্তানিতে শত শত কোটি ডলারের ক্ষতি করেছে। চীন অনেকগুলো অস্ট্রেলীয় পণ্যের ওপর কড়াকড়ি আরোপ করেছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে কয়লা, মদ এবং গরুর মাংস এবং আরো কিছু পণ্য। দুদেশের সীমান্ত বিরোধের অংশ হিসেবে এই কড়াকড়ি আরোপ করা হয়। হংকংএ গণতন্ত্র, মানবাধিকার এবং দক্ষিণ চীন সাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরে বেইজিংএর উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিয়ে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দুদেশের মধ্যে কূটনৈতিক দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে। তবে, গত সপ্তাহে চীনের বাণিজ্য মন্ত্রক বলেছে, তারা অস্ট্রেলিয়ার বার্লির ওপর আরোপিত ৮০ দশমিক ৫ শতাংশ শুল্ক প্রত্যাহার করবে।

অস্ট্রেলিয়া জোর দিয়ে বলেছে, বিধিনিষেধগুলো ছিলো শাস্তিমূলক এবং অর্থনৈতিক ভাবে জবরদস্তিমূলক। তবে চীনা কর্মকর্তারা বলেছেন শুল্ক আরোপের যথাযথ ও প্রয়োজনীয় কারণ রয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার বাণিজ্যমন্ত্রী ডন ফারেল আশা করছেন, চীনে অস্ট্রেলীয় মদ রপ্তানির ওপর আরোপিত একই ধরনের নিষেধাজ্ঞা বেইজিং শীঘ্রই তুলে নেবে। অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি অ্যালবানিজ চলতি বছরের শেষের দিকে চীন সফর করবেন বলে আশা করা হচ্ছে। চীনের সাথে অস্ট্রেলিয়ার পণ্য এবং পরিষেবা বাণিজ্যের আকার, দেশটির মোট বাণিজ্যের প্রায় এক তৃতীয়াংশ। চীন-অস্ট্রেলিয়া মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি কার্যকর হয় ২০১৫ সালের ডিসেম্বরে।

ইস্পাত তৈরির প্রধান উপাদান আকরিক লোহাসহ, চীনের প্রধান পণ্য সরবরাহকারী দেশগুলোর একটি হলো অস্ট্রেলিয়া। ক্যানবেরা সরকার ভারত এবং ইন্দোনেশিয়ার মতো দেশকে অন্তর্ভুক্ত করে, চীনের ওপর তার অত্যধিক বাণিজ্য নির্ভরতা দূর করতে চাইছে। এর মাধ্যমে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বৈচিত্র্য আনতে চাইছে অস্ট্রেলিয়া।

অস্ত্র কারখানা পরিদর্শন করেছেন উত্তর কোরিয়ার নেতা, সামরিক প্রস্তুতি এগিয়ে নেয়ার প্রতিশ্রুতি

পিয়ংইয় ঃ উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং উন দেশটির প্রধান অস্ত্র কারখানাগুলো পরিদর্শন করেছেন। এসব কারখানায় আর্টিলারি ব্যবস্থা ও পারমাণবিক অস্ত্র ছুঁড়তে সক্ষম ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের জন্য উৎক্ষেপণ যান তৈরি করা হয়। তিনি তার সামরিক বাহিনীর অস্ত্র এবং যুদ্ধ প্রস্তুতিকে এগিয়ে নেয়ার প্রচেষ্টা ত্বরান্বিত করার প্রতিশ্রুতি দেন। রবিবার রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম একথা জানিয়েছে। শনিবার পর্যন্ত অস্ত্র কারখানা পরিদর্শন করেন কিম। তার তিন দিনের পরিদর্শন এমন এক সময় অনুষ্ঠিত হলো, যখন যুক্তরাষ্ট্র এবং দক্ষিণ কোরিয়া উত্তর কোরিয়ার ক্রমবর্ধমান হুমকি মোকাবেলায়, এই মাসের শেষের দিকে পরিকল্পিত সম্মিলিত সামরিক মহড়ার পরবর্তী দফা শুরু করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। কিছু বিশেষজ্ঞ বলেছেন, কিমের অস্ত্র কারখানা পরিদর্শন, মস্কোর প্রতি সম্ভাব্য সামরিক সহযোগিতার সাথে সম্পর্কিত হতে পারে। আর, এই সহযোগিতায়, উত্তর কোরিয়ার গোলন্দাজ এবং অন্যান্য গোলাবারুদ সরবরাহ প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত থাকতে পারে। কারণ, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ইউক্রেনযুদ্ধে সমর্থন করতে অন্যান্য দেশের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। উত্তর কোরিয়ার সরকারি বার্তা সংস্থা কোরিয়ান সেন্ট্রাল নিউজ এজেন্সি বলেছে, বড় আকারের আর্টিলারি সিস্টেম উৎপাদনকারী একটি কারখানা পরিদর্শন কালে, কিম তার সামরিক বাহিনীর যুদ্ধ প্রস্তুতি আরো জোরদার করার জন্য স্থাপনাটির গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব এবং কর্তব্য এর ওপর জোর দেন।কারখানাটি কোথায় অবস্থিত তা স্পষ্ট নয়। উত্তর কোরিয়া ইউক্রেনযুদ্ধে রাশিয়াকে সমর্থন করছে। দেশটি জোর দিয়ে বলেছে, যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন পশ্চিমা দেশগুলোর আধিপত্যবাদী নীতি মস্কোকে তার নিরাপত্তা স্বার্থ রক্ষায় সামরিক পদক্ষেপ নিতে বাধ্য করেছে। তবে, ইউক্রেনযুদ্ধে সহায়তা করার জন্য রাশিয়াকে অস্ত্র সরবরাহ করছে বলে পিয়ংইয়ং এর বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের যে অভিযোগ করছে, উত্তর কোরিয়া তা অস্বীকার করেছে।

সম্পর্ক

আওয়ামি লীগ ক্ষমতায় না থাকলে পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ হতে পারে

শেখ হাসিনার পাশেই দাঁড়ালো বিজেপি

নয়াদিল্লি ঃ বিজেপি সভাপতি নাড্ডার সঙ্গে দেখা করলেন বাংলাদেশের কৃষিমন্ত্রী আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের আওয়ামি লীগ প্রতিনিধিদল।

বিজেপি কেমন করে কাজ করে তা দলের জাতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডার কাছ থেকে জানলেন আওয়ামি লীগ নেতারা। এই প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বে আছেন কৃষিমন্ত্রী আব্দুর রাজ্জাক। তাছাড়া আছেন তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী হাছান মাহমুদ, সাংগঠনিক সম্পাদক সুজিত রায় নন্দী, কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের সদস্য মেরিনা জাহান কবিতা এবং সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্য আরমা দত্ত।

ভারতের ক্ষমতাসীন দলের এই কর্মসূচির নাম, বিজেপিকে জানো। এর আগে বিজেপির আমন্ত্রণে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিরা দিল্লিতে এসে বিজেপি নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন এবং বিজেপিকে জেনেছেন। এবার বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন দলের পাঁচ সদস্য জানলেন বিজেপি কীভাবে কাজ করে।

তবে আর কয়েক মাস পরেই বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচন। এই পরিস্থিতিতে বিজেপির সদরদফতরে এসে আওয়ামি লীগ নেতাদের নাড্ডার সঙ্গে আলোচনা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। বিশেষজ্ঞদের মতে, এতে একটা বার্তা স্পষ্ট, ভোটের আগে বিজেপি পুরোপুরি আওয়ামি লীগের পাশে আছে।

সূত্র জানাচ্ছে, বিজেপি সভাপতি জে পি নাড্ডা জানিয়েছেন, তাদের সাফল্যের অন্যতম প্রধান কারণ হলো সংগঠন। বিজেপির এই সংগঠন একেবারে বুথ পর্যায় থেকে কেন্দ্রীয় স্তর পর্যন্ত ছড়ানো। বিশ্বের বৃহত্তম দল হলো বিজেপি। খাতায় কলমে তাদের সদস্যসংখ্যা ১৮ কোটির বেশি।

তবে সংগঠনের কাজে নিয়োগ করা হয় দলের পুরো সময়ের কর্মীদের। সেই সঙ্গে থাকেন অন্য কর্মীরাও, যারা পুরো সময় দিতে না পারলেও কাজের পাশাপাশি অনেকটা সময় দেন।

বুথের কর্মীদের মধ্যেও ভাগ থাকে। ভোটার তালিকা অনুসারে তাদের দায়িত্ব দেয়া হয়। তালিকায় তিনপাতায় যে ভোটারদের নাম আছে, তাদের জন্য একজন কর্মী দায়িত্বে থাকেন। এদের বলে পান্না প্রমুখ। এই পান্না প্রমুখ থেকে শুরু হয় সংগঠনের কাজ। তারপর বুথের দায়িত্ব, মণ্ডলের দায়িত্ব, এভাবে ক্রমে উপরের দিকে উঠতে থাকে সংগঠন। প্রতিটি ক্ষেত্রে একজন করে ইনচার্জ থাকেন। দলের বিধায়ক ও সাংসদদের নির্দিষ্ট দায়িত্ব দেয়া হয়। এভাবেই সংগঠনকে সক্রিয় করে ভোটে জয়ের পথ প্রশস্থ করে বিজেপি।

সূত্র জানাচ্ছে, দুই দলের মধ্যে সহযোগিতার বিষয়টিও আলোচনায় খুবই গুরুত্ব পেয়েছে। বিজেপি নেতারা জানিয়ে দিয়েছেন, তারা আওয়ামি লীগের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করতে চান।

বিজেপি বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে, ''আওয়ামি লীগ নেতাদের নাড্ডা বিজেপির সাংগঠনিক কাঠামোর বিষয়ে জানিয়েছেন। তিনি বুঝিয়েছেন, বিজেপি কীভাবে তৃণমূল স্তরে কাজ করে। বিজেপির কাজের ধরণ, ভিশন এবং ভারতের উন্নতিতে তাদের অবদানের কথা নাড্ডা তাদের বলেছেন।''

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ''এছাড়া দুই দলের মধ্যে কীভাবে যোগাযোগ বাড়ানো হবে, তানিয়েও আলোচনা হয়েছে।''

ও পি জিন্দল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্সের অধ্যাপক শ্রীরাধা দত্ত মনে করেন, ''ভারত বরাবরই শেখ হাসিনার পক্ষে।'' শ্রীরাধা বলেছেন, ''ভারত মনে করে, শেখ হাসিনা নিরাপত্তার বিষয়টি ভালো বোঝেন। ব্যবস্থা নেন। আর ভারতের অতীত অভিজ্ঞতা হলো, আওয়ামি লীগের বিরোধীরা বা বিএনপি ক্ষমতায় এলে নিরাপত্তার বিষয়টি বুঝবে, কিন্তু কোনো ব্যবস্থা নেবে না। এই ধারণা থেকেই তারা হাসিনার পাশে থাকে।''

প্রবীণ সাংবাদিক শুভাশিস মৈত্র মনে করেন, ভারত যে বংলাদেশে আওয়ামি লীগ সরকার চায় এটা তো ওপেন সিক্রেট। শুভাশিস বলেছেন, ''আওয়ামি লীগ ক্ষমতায় না থাকলে পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ হতে পারে। যেটা ভারত একেবারেই চায় না। তাই আওয়ামি লীগের সঙ্গে বিজেপি যে সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ করতে চাইবে, ভোটের আগে শেখ হাসিনার দলের পাশে থাকবে সেটাই স্বাভাবিক।''

আরেক প্রবীণ সাংবাদিক জয়ন্ত ভট্টাচার্যও মনে করেন, ''বাংলাদেশের ভোটের আগে স্পষ্ট বার্তা দিলো বিজেপি।'' তিনি বলেছেন, ''বর্তাটা হলো, বিজেপি আওয়ামি লিগের পাশে আছে। শেখ হাসিনাকেই তারা পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দেখতে চায়।''

মালদহের মহানন্দা নদীতে মাছ মারা যাচ্ছে, নদীর জল দূষিত হওয়ার জন্যই এই ঘটনা ঘটেছে জানালেন স্থানীয় জনপ্রতিনিধি

মালদা ঃ অবাক কাণ্ড। নদীতে ভেসে উঠছে বিভিন্ন ধরনের নদীয়ালি মাছ। এই ঘটনা ঘিরে বুধবার সকাল থেকে চাঞ্চল্য ছড়ায় পুরাতন মালদা পৌরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের মহানন্দার ঘাট সহ মহিষবাথানিতে এলাকায় । অনেক মানুষ নদীতে জাল ফেলে মাছ ধরতে শুরু করেন। সেই মাছ কিনতেও ভিড় করেন অনেকে। এই ঘটনার কথা চাউর হলে নদীর মাছ সংগ্রহ করতে দূর থেকেও বহু মানুষ ঘাটের ধারে ছুটে আসেন। ছুটে আসেন স্থানীয় কাউন্সিলরও। নদীর জলে দূষণের জন্যই যে মাছ মরে ভেসে উঠছে, তা নিয়ে নিঃসন্দেহ সবাই।

বুধবার সকালে নারায়ণপুর বিএসএফ ক্যাম্প থেকে মাছ ধরতে চলে এসেছিলেন মহম্মদ মোস্তাকিম। তিনি বলছেন, 'মহানন্দা নদীর জলে কোনও কারণে গ্যাস হয়ে গিয়েছে। গতকাল রাত ন'টা থেকেই নদীতে মাছ লাফালাফি করছে। নদীর কিনারায় মাছ চলে আসছে। গতকাল রাত থেকেই মানুষজন মাছ ধরছে। বিশেষ করে চিংড়ি, আড়, ভ্যাদা, পুঁটি, গুচি, বোয়াল মাছ বেশি দেখা যাচ্ছে। হাত দিয়েই মাছ ধরা যাচ্ছে। এতদিন ধরে নদীতে আসছি। এমন ঘটনা আগে কখনও দেখিনি। নদীর জলে যে গ্যাস হতে পারে, জানতাম না। কিন্তু জলে কোনও গন্ধ নেই। ঠিক কী ঘটেছে, বুঝতে পারছি না।'

পুরাতন মালদা পৌরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বৈশিষ্ঠ্য ত্রিবেদী বলেন, 'মহানন্দা নদীতে বিভিন্ন ধরনের নদীয়ালি মাছ ভেসে উঠছে। গতকাল রাত থেকেই এই ঘটনা ঘটছে। কী কারণে এমনটা হচ্ছে, আমরা ঠিক বুঝতে পারছি না। সকাল থেকে হাজার হাজার লোক মাছ মারছে। তবে নদীর জল দূষিত হওয়ার জন্যই এই ঘটনা ঘটেছে। এই নদীর জল থেকে পানীয় জল সরবরাহ করা হয়। আমরা সরকারকে বিষয়টি জানাব। নদীর জল পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার আবেদন করব।'

ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের ১০৪তম প্রতিষ্ঠা দিবস এবং ইস্টবেঙ্গল ফ্যান ক্লাবের ৭তম প্রতিষ্ঠাতা দিবস উদযাপন

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ি ইস্টবেঙ্গল ফ্যান ক্লাবের তরফে শিলিগুড়িতে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব এর ১০৪ তম এবং ইস্টবেঙ্গল ফ্যান ক্লাবের সপ্তম তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন করা হল।মঙ্গলবার শিলিগুড়ির কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের ইস্টবেঙ্গল রোডকে লাল হলুদ বেলুন এবং ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের পতাকা দিয়ে সজিয়ে তোলা হয়। এদিন প্রথমে প্রদীপ প্রজ্বলন করে ক্লাবের পতাকা উত্তোলন করেন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সমর্থক বাসুদেব ঘোষ। পরবর্তীতে কেক কেটে দিনটি উদযাপন করা হয়। পাশাপাশি ক্লাবের ইতিহাস নিয়ে বক্তব্য তুলে ধরেন শিলিগুড়ি ইস্টবেঙ্গল ফ্যান ক্লাবের সদস্যরা।এদিন শিলিগুড়ি ইস্টবেঙ্গল ফ্যান ক্লাবের কার্যকরী সভাপতি মদন ভট্টাচার্য বলেন, আমাদের লড়াই কলকাতা ফুটবল লিগ দিয়ে শুরু হয়ে গেছে। এবারের ফুটবল টিমও খুব ভালো হয়েছে।

নাবালক খুনের অপরাধীদের গ্রেফতারের দাবিতে কোচবিহারের কালজানি গ্রামে সমাবেশ করেছে আম আদমি পার্টি

কোচবিহার ঃ কালজানি গ্রামের নারীনির্যাতনে মৃত্যুকে ঘিরে প্রতিবাদ চলছেই কোচবিহারে। অভিযুক্তদের উপযুক্ত শাস্তির দাবিতে পুলিশ সুপার অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখায় আম আদমি পার্টি। সংগঠনের দাবি অবিলম্বে ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ নিতে হবে পুলিশ প্রশাসনকে। ঘটনার প্রতিবাদে কোচবিহার শহরে বিক্ষোভ মিছিল করে আম আদমি পার্টি।

প্রেমিকের বিয়ের খবর শুনে প্রেমিকের বাড়ির সামনে ধর্নায় বসেছে প্রেমিকা

কোচবিহার ঃ প্রেমিকের বিয়ের খবর শুনে প্রেমিকের বাড়ির সামনে ধর্নায় বসেছে প্রেমিকা। ঘটনাটি ঘটেছে গুড়িয়াহাটি ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ সংলগ্ন এলাকায়। অভিযোগ ওই যুবক এর সঙ্গে দীর্ঘ এক বছরের প্রেমের সম্পর্ক রয়েছে ওই যুবতীর। প্রেমিকের বিয়ের খবর পেতেই বিয়ের দাবিতে রীতিমত প্রেমিকের বাড়িতে এসে ধর্নায় বসলো যুবতী। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। তবে ওই প্রেমিকা প্রেমিকের বাড়ির সামনে ধর্না শুরুর পর থেকে এলাকা থেকে নিখোঁজ ওই প্রেমিক। কয়েক ঘংটা কেটে যাওয়ার পর আজ সকাল থেকে ঘটনাস্থলে গিয়ে পুলিশ ওই প্রেমিকাকে তুলে নিয়ে যেতে স্থানীয় বাসিন্দারা বাধা দেয় বলে অভিযোগ।

জলপাইগুড়িতে পালিত হল জাতীয় মৌখিক স্বাস্থ্য দিবস

জলপাইগুড়ি ঃ জলপাইগুড়িতে পালিত হল জাতীয় মৌখিক স্বাস্থ্য দিবস। আগস্টের প্রথম দিনটি সারা দেশে জাতীয় মৌখিক স্বাস্থ্য দিবস হিসেবে পালন করা হয়। এই উপলক্ষ্যে জলপাইগুড়ি জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরও মঙ্গলবার বিশেষ কর্মসূচির মাধ্যমে এই দিনটি পালন করেছে। এই উপলক্ষ্যে বিশিষ্ট দন্ত চিকিৎসকদের উপস্থিতিতে জলপাইগুড়ি হাসপাতালের প্রসূতি বিভাগের মায়েদের পাশাপাশি অন্যান্য মায়েদের ডেন্টাল স্বাস্থ্য সম্পর্কে বিশেষভাবে সচেতন করা হয়। এ প্রসঙ্গে জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডাঃ অসীম হালদার জানান, বিশেষ এই দিনে সাধারণ মানুষের মধ্যে দাঁত ও মুখের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি উপস্থিত গর্ভবতী মায়েদের হাতে কিছু উপহার সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়।

নগদ ১৭ লক্ষ টাকা ও ৮৯৩ গ্রাম ব্রাউন সুগার সহ গ্রেপ্তার তিন

শিলিগুড়ি ঃ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বাগডোগরা থানার পুলিশ ও ক্ষক্স টিম এর যৌথ উদ্যোগে কলকাতা শিলিগুড়িগামী ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের বাগডোগরা সংলগ্ন খান্না হোটেলের সামনে একটি চারচাকা বোলেরো গাড়ি আটক করা হয়, এবং সেই গাড়িটি তল্লাশি করার পর গাড়ির ভেতর থেকে ১৭ লক্ষ টাকা নগদ সহ ৯৮৩ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে গাড়িতে থাকা তিন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়, জানা যায় মালদা থেকে শিলিগুড়িতে ব্রাউন সুগার বিক্রি করার উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল ।গোপন সূত্রের খবর পেয়ে sog ও বাগডোগরা থানার পুলিশের যৌথ উদ্যোগে এই সাফল্য। পুলিশ সূত্রে জানা যায় গাড়িতে থাকা তিন ব্যক্তির নাম মোঃ রাজু শেখ, গৌতম মন্ডল, ও ভারত মণ্ডল, তবে এদের অ্যারেস্ট করে বাগডোগরা থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এর পিছনে আর কে বা কারা জড়িত রয়েছে তা তদন্ত শুরু করেছে বাগডোগরা থানার পুলিশ। গাড়ির ভেতর থেকে ৯৮৩ গ্রাম বাউন সুগারের বাজার মূল্য আনুমানিক ৭০ লক্ষ টাকা।

রাজু সেখ এই ব্রাউন সুগার পাচারের মূল পান্ডা এর আগেও তাকে বহুবার পুলিশ ব্রাউন সুগার পাচারের সঙ্গে যুক্ত থাকায় গ্রেফতার করা হয়েছে বলে সূত্রের খবর

রাস্তা মেরামত ও সেতু নির্মাণের দাবিতে আলিপুরদুয়ার ১ ব্লকের বিডিও কাছে ডেপুটেশন প্রদান করল গণসংগ্রাম কমিটি

আলিপুরদুয়ার ঃ আলিপুরদুয়ার সলসলাবাড়ি থেকে ফালাকাটা ফোর লেন রাস্তার কাজ বন্ধ।পাততাড়ি গুটিয়েছে সংস্থা। আলিপুরদুয়ারের সলসলাবাড়ি থেকে ফালাকাটা পর্যন্ত ৪১ কিমি রাস্তার এখন বেহাল অবস্থা।যাতায়াতের অযোগ্য হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন ছোটো বড়ো সেতু বেহাল দশা।

এছাড়া বালুরঘাট চড় তোর্সা পলাশবাড়ি সহ একাধিক সেতুর ভগ্নদশা। রাস্তা মেরামতের দাবিতে ও সেতু নির্মাণের দাবিতে সোমবার আলিপুরদুয়ার এক ব্লকের বিডিও কাছে ডেপুটেশন প্রদান করল গণসংগ্রাম কমিটি।

'সরকারি জমিগুলিকে বাউন্ডারি ওয়ালে ঘিরে দেওয়া হবে' অরুন ঘোষ

শিলিগুড়ি ঃ সরকারি জমিগুলিকে চিহ্নিত করে বাউন্ডারি ওয়াল দিয়ে ঘিরে দেওয়া হবে, বন ও ভূমি সংস্কার মৎস ও প্রাণী সম্পদ বিকাশ স্থায়ী সমিতির সঙ্গে বৈঠকের পর এমনটাই বললেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুন ঘোষ। বুধবার দুপুর ১ টা থেকে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের প্রধান কার্যালয়ে বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠক শেষে বুধবার সাংবাদিকদের মুখোমুখী হয়ে সভাধিপতি অরুন ঘোষ বলেন সরকারি জমি নিয়ে এদিনের বৈঠকে আলোচনা হয়। এদিন তিনি বলেন সরকারি জমি চিহ্নিত করে তা বাউন্ডারি ওয়াল দিয়ে ঘিরে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

ডিভাইডারে ধাক্কা মারে গাড়ি, গুরুতর আহত ২ জন

শিলিগুড়ি ঃ খড়িবাড়ির এশিয়ান হাইওয়ে ২য়ে পথ দুর্ঘটনা।নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডিভাইডারে ধাক্কা মারলো চারচাকার গাড়ি।ঘটনায় আহত ২ জন।খড়িবাড়ির পানিট্যাঙ্কি সংলগ্ন ভারতনেপাল সীমান্ত লাগোয়া ফ্লাইওভারে ঘটনাটি ঘটেছে। জানা গিয়েছে, এদিন একটি নেপাল নম্বরের গাড়ি শিলিগুড়ি থেকে নেপালের দিকে যাচ্ছিল।গাড়ির গতি বেশি থাকায় চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফ্লাইওভারের ডিভাইডারে সজোরে ধাক্কা মারে।গাড়ির সামনে অংশ দুমড়ে মুচড়ে যায়। ঘটনার আহত হন দুজন।পরে স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে আহতদের নকশালবাড়ি হাসপাতালে পাঠায়।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় খড়িবাড়ি থানা ও খড়িবাড়ি ট্রাফিক পুলিশ।গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

গোর্খাল্যান্ড রাজ্যের দাবিতে দিল্লির যন্তর মন্তরে বিক্ষোভ করবে গোর্খা জনমুক্তি মহিলা মোর্চা

শিলিগুড়ি ঃ পৃথক রাজ্য গোর্খাল্যান্ডের দাবিতে দিল্লির যন্তর মন্তরে ধর্ণা কর্মসূচি পালন করতে চলেছে গোর্খা জন মুক্তি মোর্চার নারী মোর্চা। সেই কর্মসূচিতে যোগ দিতে দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা দলের সভাপতি বিমল গুরুং। বুধবার দুপুরে শিলিগুড়ির বাগডোগরা বিমানবন্দর হয়ে তিনি দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা দেন।

হাতিঘিসার টৌল প্লাজার কাছে রেল লাইনে ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু হল এক ব্যাক্তির

শিলিগুড়ি। জানা গেছে বুধবার সকালে স্থানীয়রা দেখতে পান হাতিঘিসার টৌল প্লাজার কাছে রেল লাইনের উপর টেনে কাটা পড়ে মৃত্যু হয় এক ব্যাক্তির। স্হানীয় দের অনুমান শিলিগুড়ি থেকে কাটিহার গামী পেসেঞ্জার ট্রেনে কাটা পড়ে ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়। এরপর ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় নকশাল বাড়ি রেল স্টেশন থেকে রেল পুলিশ। তবে মৃত ব্যাক্তির নাম পরিচয় কিছু জানা যায়নি।

বনদপ্তরের অভিযানে শিলিগুড়ি থেকে উদ্ধার প্রায় লক্ষাধিক টাকার শাল কাঠ, গ্রেপ্তার ১

শিলিগুড়ি ঃ গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে প্রায় লক্ষাধিক টাকার শালকাঠ উদ্ধার করল বৈকুণ্ঠপুর ডিভিশনের অন্তর্গত ডাবগ্রাম রেঞ্জের বনকর্মীরা। ঘটনায় গ্রেপ্তার এক ব্যক্তি। জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার গভীর রাতে শিলিগুড়ি জলপাইমোড় সংলগ্ন গৌড়ীয় মঠের সামনে অভিযান চালিয়ে একটি পিক আপ ভ্যান আটক করে বনকর্মীরা। সেখান থেকেই এই শালকাঠগুলি উদ্ধার হয়। ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তার করে বনকর্মীরা। ধৃত ব্যক্তির নাম পুলক মন্ডল, বাড়ি বাগডোগরা খাসপাড়া এলাকা। বনদপ্তরের অনুমান এই পিক আপ ভ্যানের পাশাপাশি আরো কিছু গাড়ি করে কাঠ পাচারের ছক ছিল পাচারকারীদের। এই ঘটনায় আরো কেউ জড়িত রয়েছে কি না তার তদন্ত শুরু করেছে বনদপ্তর।

শিলিগুড়ির কাওয়াখালী এলাকা থেকে ব্রাউন সুগার সহ এক ব্যক্তি গ্রেপ্তার

শিলিগুড়ি শিলিগুড়ির কাওয়াখালী এলাকা থেকে ব্রাউন সুগার সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল শিলিগুড়ির নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। উদ্ধার হয় নগদ প্রায় ৫ লক্ষ টাকা। ধৃত ব্যক্তিকে বুধবার পাঠানো হল জলপাইগুড়ি আদালতে। ধৃত ব্যক্তির নাম মহম্মদ মুকেশ আলম। সে ফাঁসিদেওয়া এলাকার বাসিন্দা। গতকাল গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে কাওয়াখালি এলাকায় অবস্থিত বিশ্ব বাংলা শিল্পী হাটের সামনে অভিযান চালায় নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। একটি চার চাকার গাড়ি বাজেয়াপ্ত করে।

মোবাইল চোর সন্দেহ এক নাবালককে ধরে গণপিটানিউ দিল এলাকাবাসী

মালদা ঃ মোবাইল চোর সন্দেহ এক নাবালককে ধরে গণপিটানিউ দিল এলাকাবাসী, চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার সকালে পুরাতন মালদার গোয়ালটুলি পুরোবাজারে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় সংশ্লিষ্ট বাজারে বাজার করতে এসেছিলেন এক ব্যক্তি এবং বাজার করার সময় জামার উপরের পকেট থেকে এক নাবালক হাতসাফাই করে মোবাইল চুরি করে নিয়ে পালানোর সময় ওই ব্যক্তি বুঝতে পেরে নাবালককে ধাওয়া করে মোবাইল সমেত ধরে ফেলে ওই চোরকে ,এর পরেই কিছু লোক উত্তেজিত হয়ে মারধর শুরু করে, পরবর্তীতে কিছু বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তির তৎপরতাই বেশি মারধর করতে দেওয়া হয়নি। তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে ছুটে আসে মালদা থানার পুলিশ এবং উত্তেজিত জনতার হাত থেকে মোবাইল চোরকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে থানায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে ধৃত মোবাইল চোরের নাম রাকেশ কুমার (১৭)বাড়ি ঝাড়খণ্ডের তিনপাহাড়ের এলাকার শিবা পাহাড় গ্রামে।জানা গেছে এরা চুরির উদ্দেশ্যেই ভিন রাজ্য থেকে এসে জনবহুল এলাকায় হাত সাফাইয়ের মাধ্যমে চুরি করে, বর্তমানে ধৃত ওই চোর মালদা থানার পুলিশের হেফাজতে রয়েছে।

শিলিগুড়ির এস এস রোডে তৈরি হবে 'স্ট্রীট ফুড লেন', এলাকা পরিদর্শনে গেলেন মেয়র

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ির এস এস রোডে 'স্ট্রীট ফুড লেন', তৈরি করার জন্য অনুমোদন দিয়েছে রাজ্য সরকার। সেই লক্ষ্যে বুধবার এলাকা পরিদর্শনে গেলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। এদিন মেয়রের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, চেয়ারম্যান প্রতুল চক্রবর্তী সহ কাউন্সিলররা। জানা গিয়েছে ওই রাস্তায় স্ট্রীট ফুড লেনের জন্য কীয়কস তৈরি করবে শিলিগুড়ি পুরনিগম। সেখানে বিভিন্ন ধরনের স্ট্রীট ফুড পাওয়া যাবে। এর পাশাপাশি এস এফ রোডের রাস্তাকে চওড়া করা হবে এবং এই কাজ করবে গুচ্ছত্ত্ব পুরো এলাকায় সৌন্দর্যনেরও কাজ করা হবে বলে মেয়র জানান।

দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হলো পুরাতন মালদা পুরসভার সিপিএমের প্রাক্তন কাউন্সিলারের

মালদা ঃ দীর্ঘদিন ধরে রোগভোগের পর দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হলো পুরাতন মালদা পুরসভার সিপিএমের প্রাক্তন কাউন্সিলারের। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসারত অবস্থায় মারা যান পুরাতন মালদা পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলর সন্তোষ ঘোষ। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬২ বছর। বুধবার সকালে সিপিএমের প্রাক্তন কাউন্সিলর সন্তোষ ঘোষের মরদেহ নিয়ে আসা হয় পুরাতন মালদা পুরসভার মঙ্গলবাড়ী খৈহাটটা এলাকার বাড়িতে। তার আগে পুরাতন মালদার মঙ্গলবাড়ী এলাকার সিপিএমের দলীয় কার্যালয়ে মৃত সন্তোষ ঘোষের প্রতি শ্রদ্ধা জানান দলের স্থানীয় নেতৃত্ব এবং নীরবতা পালন করা হয়। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরেই দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসারত ছিলেন সিপিএম নেতা সন্তোষ ঘোষ।

মধুচক্র চালানোর অভিযোগে বাড়ি ভাংচুর, অভিযুক্ত মহিলাকে মারধরের পর পুলিশে সোপর্দ

উত্তর দিনাজপুর ঃ মধুচক্র চালানোর অভিযোগে এক মহিলাকে মারধোর করার পাশাপাশি একটি বাড়িতে ভাঙচুর চালালো উত্তেজিত জনতা। রায়গঞ্জ সৎসঙ্গ কলোনী এলাকার এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। বুধবার দুপুরের এই ঘটনায় অভিযুক্ত মহিলাকে আটকে রায়গঞ্জ থানার পুলিশকে খবর দেয় স্থানীয় বাসিন্দারা। পুলিশ এসে অভিযুক্ত মহিলাকে নিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। বুধবার দুপুরে রায়গঞ্জের সৎসঙ্গ কলোনীতে মধুচক্র চালানোর অভিযোগে এক বাড়িতে ভাঙচুর চালায় উত্তেজিত জনতা। পাশাপাশি বাইরে থেকে এসে এলাকায় মধুচক্র চালানোর অভিযোগে এক মহিলাকে ব্যাপক মারধোর করে তারা। এলাকা বাসীর অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরে স্থানীয় একটি গার্লস স্কুলের পাশের বাড়িতে মধুচক্র চালানো হচ্ছিল বলে অভিযোগ। এলাকায় বহিরাগত মহিলা ও পুরুষদের আনোগোনা বেড়েই চলেছিল। এলাকাবাসী একাধিকবার ওই বাড়ির মালিককে এইসব কাজ থেকে বিরত থাকার কথা বললেও কোনও ফল হয়নি বলে অভিযোগ। এদিন দুপুরে বহিরাগতরা এলাকায় ঢুকতেই ক্ষোভে ফেটে পড়ে এলাকাবাসী। তার ওই বাড়িতে ভাঙচুর চালানোর পাশাপাশি অভিযুক্ত মহিলাকে মারধোর করে।

পরে পুলিশ ডেকে ওই অভিযুক্ত মহিলাকে তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। অভিযোগ আরও মহিলা ও পুরুষরা পরিস্থিতি দেখে গা ঢাকা দেয়।তবে অভিযুক্ত মহিলা তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

স্বাস্থ্য দপ্তরের সহযোগিতায় ও পুরসভার উদ্যোগে সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রের উদ্বোধন

কোচবিহার ঃ দিনহাটা শহরের গোসানি রোডে স্বাস্থ্য দপ্তরের সহযোগিতায় ও পুরসভার উদ্যোগে দিনহাটা পুর সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রের উদ্বোধন হলো।বুধবার এই সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন পুরসভার চেয়ারম্যান গৌরীশংকর মাহেশ্বরী। উপস্থিত ছিলেন হাসপাতালে সুপার রঞ্জিত মন্ডল, পুরসভার স্বাস্থ্য আধিকারিক বিদ্যুৎ কমল সাহা, পুরসভার এক্সিকিউটিভ আধিকারিক অলক সেন,ভাইস চেয়ারম্যান সাবির সাহা চৌধুরী সহ প্রমুখ। এটি পুরসভা এলাকার তৃতীয় সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র বলে পুর প্রধান জানান।

সীমান্তে গরু পাচার করতে গিয়ে বিএসএফের গুলিতে মৃত্যু হলো এক পাচারকারীর

কোচবিহার ঃ সীমান্তে গরু পাচার করতে গিয়ে বিএসএফের গুলিতে মৃত্যু হলো এক পাচারকারীর।ঘটনাটি ঘটেছে ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের বৈরাগীরহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের ইচ্ছাগঞ্জ এলাকায়। মৃত ব্যক্তির নাম মোকলেশ্বর হক(৩৫), ওই মৃত ব্যক্তি দিনহাটার নয়ারহাট এলাকার বাসিন্দা। অভিযোগ ভোর রাতে একদল পাচারকারী বাংলাদেশে গরু পাচারের উদ্দেশ্যে ইচ্ছাগঞ্জ এলাকায় জমায়েত হয়। সেই সময় বিএসএফ জওয়ানরা বাধা দিলে কর্তব্যরত বিএসএফ জওয়ানদের ওপর হামলা চালায় পাচারকারী ওই দল।সেই সময় বিএসএফ গুলি চালালে বিএসএফের গুলিতে মৃত্যু হয় এক পাচারকারীর। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মাথাভাঙ্গা থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ঘটনাস্থল থেকে ৫টি গরু ও ধারালো অস্ত্র উদ্ধার করে। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মাথাভাঙ্গা থানায় নিয়ে আসে।

ফের ডুয়ার্সে বিশালাকার অজগর সাপ উদ্ধার

জলপাইগুড়ি ঃ বুধবার ডুয়ার্সের চালসা সংলগ্ন মহাবারি এলাকার রেল লাইনের পাশে একটি ঝোপের মধ্যে অজগরটিকে দেখতে পায় স্থানীয় জনগণ। খবর দেওয়া হয় চালসার সর্বপ্রেমী দিবস রাইকে। তিনি এসে স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতায় অজগরটিকে উদ্ধার করে। পরে খবর দেওয়া হয় বনদপ্তরের খুনিয়া স্কোয়াডে। সেখান থেকে বনকর্মীরা এসে অজগরটিকে খাঁচা বন্দি করে নিয়ে যায়।অজগরটি সুস্থ থাকায় এদিনই সেটিকে জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বলে জানা যায়।অজগরটি লম্বায় প্রায় ১৭ ফিট। এলাকাটির পাশেই রয়েছে চাপড়ামারী জঙ্গল। ওই জঙ্গল থেকেই অজগরটি ওই এলাকায় আসতে পারে বলে বাসিন্দাদের অনুমান।

কোথাও ধানের চারা রোপন আবার কোথাও বা টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ বাসিন্দাদের

জলপাইগুড়ি ঃ রাস্তায় কাঠের গুড়ি ফেলে পথ অবরোধ বাসিন্দাদের। রাস্তা যেন পুকুরে পরিণত হয়েছে।কোথাও ধানের চারা রোপন আবার কোথাও বা টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ বাসিন্দাদের।ভোট আসে ভোট যায়। রাস্তা সংস্কারের উদ্যোগ নেই কারোরই বলে অভিযোগ।জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ ব্লকের পানিকৌরি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন পানিকৌরি মোড় থেকে মোরগাডাঙ্গী গ্রামীণ হাসপাতালে যাবার দীর্ঘ রাস্তার বেহাল অবস্থা।অভিযোগ দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে বেহাল রাস্তা সংস্কার হয়নি। রাস্তা সংস্কারের দাবিতে পথ অবরোধের শামিল কামারপাড়া এলাকার বাসিন্দারা। বুধবার দীর্ঘ কয়েক ঘন্টা পথ অবরোধ করে রাখে বাসিন্দারা।এরই পাশাপাশি এদিন বেহাল রাস্তা সংস্কারের দাবি তে পথ অবরোধ করে ফাটাপুকুর হাতিমোড় সংলগ্ন মনুয়াগঞ্জ এলাকার বাসিন্দারা।ঘটনাস্থলে পুলিশ।পানিকৌরী গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান অলোক রায় টেলিফোনে জানান, খুব শীঘ্রই বেহাল রাস্তা সংস্কার করা হবে। তবে আমারা পথ অবরোধের বিপক্ষে।আপাতত রাজগঞ্জ বিডিও অফিসের ইঞ্জিনিয়ার এসে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। এরপরে এলাকাবাসীর সঙ্গে কথা বলছেন। এলাকাবাসীর দাবি যতদিন পর্যন্ত রাস্তা কমপ্লিট না হবে ততদিন পর্যন্ত শিল্প তালুকের কোন কোম্পানির গাড়ি এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে পারবে না

লোয়ার ভানুনগর এলাকায় এক পরিচারিকাকে মারধরের অভিযোগ উঠল এক পুলিশ অফিসারের আত্মীয়র বিরুদ্ধে

শিলিগুড়ি ঃ লোয়ার ভানুনগর এলাকায় এক পরিচারিকাকে মারধরের অভিযোগ উঠল এক পুলিশ অফিসারের আত্মীয়র বিরুদ্ধে। দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে শিলিগুড়ির ভক্তিনগর থানার সামনে বিক্ষোভ দেখালো স্থানীয় মহিলারা। জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে লোয়ার ভানুনগর এলাকার এক পুলিশ অফিসারের বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করেন ওই মহিলা। অভিযোগ, মঙ্গলবার বিকেলে কোনো অজানা কারণে তাকে মারধর করে ওই বাড়ির এক মহিলা ও পুলিশ অফিসারের শ্যালক। এমনকি রাস্তায় তাকে বাটাম দিয়ে মারে পুলিশ অফিসারের শ্যালক বলে অভিযোগ। ঘটনার পরেই ভক্তিনগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ওই মহিলা। কিন্তু এখনও পর্যন্ত ঘটনায় কাউকে গ্রেপ্তার করা হয় নি। তারই বিরোধীতা করে বুধবার দুপুরে ভক্তিনগর থানার সামনে বিক্ষোভ দেখায় এলাকার মহিলারা। দোষীদের গ্রেপ্তার করে কঠোর শাস্তির দাবি তোলে বিক্ষোভকারীরা।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

রাজনীতি থেকে অবসরের পথে প্রাক্তন পরিবহনমন্ত্রী মদন মিত্র

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ - রাজনীতি থেকে অবসর নেওয়ার পথে রাজ্যের প্রাক্তন পরিবহনমন্ত্রী তথা বর্তমান তৃণমূল বিধায়ক মদন মিত্র ? রবিবার তারাপীঠে পুজো দিতে এসে তাঁর অবসর প্রসঙ্গে মন্তব্য সেই চর্চা শুরু হয়েছে । যদিও পুরো বিষয়টি দলের সিদ্ধান্তের উপর ছেড়ে দিয়েছেন রাজনীতির বর্নময় চরিত্র মদন মিত্র । রবিবার তার নতুন সিনেমা ওহ লাভলির জন্য তারাপীঠে পুজো দিতে আসেন । তারা মায়ের নৈশ ভোগ তিনি বহন করে নিয়ে যান । হরনাথ চক্রবর্তীর পরিচালনায় ওহ লাভলি ছবিতে মদন মিত্র নিজে অভিনয় করছেন কিন্তু মদন মিত্র তারাপীঠে উপস্থিত থাকবে অথচ রাজনীতি থাকবে না তা কি আর হয় । শুভেন্দু অধিকারীকে গদ্দার বলে দলকে বেচে দেওয়ার অভিযোগ তোলেন । আইএনডি এর সামনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া কোনও উপায় নেই । সেকথা সর্বভারতীয় রাজনীতিবিদরা বুঝতে পেরেছে বলে মদন মিত্র জানিয়ে দেন । তার অনুমান আগামী লোকসভায় ছয় সাতটা আসন পাবে কিনা সন্দেহ । এদিন তিনি তার অবসরের বিষয়ে বলেন । মহেন্দ্র সিং ধোনী,তেন্ডুলকর যেমন অবসর নেয় তেমন তাঁরও মনে হয়েছে কিন্তু দল যা নির্দেশ দেবে তিনি তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে বলে জানান । সিনেমার জন্য এসে বীরভূমে চারদিন চালের গুদামে থেকে কি করে কাটিয়েছেন তার অভিজ্ঞতার কথা বলেন । ওহ লাভলি সিনেমায় কোনও রাজনৈতিক চরিত্র নেই বলে মদন মিত্র জানান । তৃনমূল বিধায়ক মদন মিত্র বলেন, একটি মিষ্টি প্রেমের গল্প ওই লাভলি । আগামী পঁচিশে আগস্ট রিলিজ হবে ।

আনন্দধারা অনুষ্ঠানে কচিকাঁচারা

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ সকাল থেকে হচ্ছে বৃষ্টি সেই বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে সোমবার সিউড়ি সদর চক্রের সিউড়ি চন্দ্রগতি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আনন্দধারা অনুষ্ঠানে মাতলো কচিকাঁচারা । ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মহম্মদ মহিদুল ইসলাম বলেন, কচিকাঁচাদের জড়তা কাটানোর জন্য নাটক,কবিতা পাঠ,পড়ানো স্কিল ছিল অনুষ্ঠানের অঙ্গ । সত্তরজন পড়ুয়া অংশগ্রহণ করেছিল । অভিভাবকরা এসেছিল । দুপুরে সুষম খাবারের ব্যবস্থা ছিল ।

প্রস্তুতি বৈঠক সিউড়িতে

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ আগামী আঠাশে আগস্ট কলকাতা গান্ধীমূর্তি পাদদেশে তৃনমূল ছাত্র পরিষদের সমাবেশের প্রস্তুতি বৈঠক সোমবার দুপুরে সিউড়ি তৃণমূল কার্যালয়ে করা হয় । তৃনমূল ছাত্র পরিষদ রাজ্য সভাপতি তৃনাঙ্কর ভট্টাচার্য,বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন । তৃনমূল ছাত্রপরিষদ রাজ্য সভাপতি তৃনাঙকর ভট্টাচার্য বলেন, বীরভূম জেলা থেকে পাঁচ থেকে সাড়ে পাঁচ হাজার ছাত্র ছাত্রী গান্ধী মূর্তির পাদদেশে জমায়েত সামিল হবে । কেষ্টদার কোনো প্যারালাল সংগঠক নেই । কোভিডের জন্য নির্বাচন বন্ধ আছে । নিশ্চিতভাবেই কলেজ নির্বাচন হবে । বিরোধীদের মধ্যে দ্বিচারিতা আছে । ভারতবর্ষ যেভাবে পিছিয়ে পড়ছে তাতে প্রত্যেকটা রাজ্যে ডিগ্রি কলেজে ভর্তি হওয়ার কমার প্রবনতা দেখা যাচ্ছে । বিশ্বভারতীকে বিজেপির পাটি অফিসে পরিনত করেছে কিছু শিক্ষক শিক্ষিকা । এর প্রতিবাদে আমরা দলগতভাবে লড়াই করবো । নাম না করে বিশ্বভারতীর উপাচার্যকে কটাক্ষ করে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভানেত্রী মীনাক্ষী ভট্টাচার্য বলেন, বিতর্ক করাটাই কাজ । বিশ্বভারতী আবেগের জায়গা ভালোবাসার জায়গা ।

সরকারি অনুষ্ঠানে আমরা ওরা, আমন্ত্রণপত্রে বাদ বিজেপি বিধায়ক

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ ক্ষুদ্র,ছোট ও মাঝারি উদ্যোগ এবং বস্ত্র দপ্তর পশ্চিমবঙ্গ সরকার আযোজনে বীরভূম জেলা প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় শিল্পের সমাধানে মঙ্গলবার আট আগস্ট বীরভূম জেলার তাঁতিপাড়া খাদি ভবনে সকাল দশটা এবং সিউড়ি আইটিআই কলেজে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে রোজগার মেলা । যেখান থেকে বেকার যুবক যুবতীদের হাতে চাকরির নিযোগপত্র তুলে দেওয়া হবে । রোজগার মেলার আমন্ত্রণপত্রে বীরভূম জেলার জেলাশাসক, অতিরিক্ত জেলাশাসক,পুলিশ সুপার সহ প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে নাম রয়েছে বীরভূম জেলার দুইজন সাংসদ এবং দশজন বিধায়কের । এই দুইজন সাংসদ এবং দশজন বিধায়ক তৃনমূলের । দুবরাজপুর বিধানসভাকেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক অনুপ সাহার আমন্ত্রণপত্রে নাম নেই । বিরোধী দলের বিধায়ক বলেই কি বঞ্চিত আমন্ত্রণপত্রে ? - এই প্রশ্নই ঘুরছে সোমবার সন্ধ্যা থেকে বীরভূম জেলার অন্দরে । এরআগে অবশ্য দুবরাজপুর ব্লকের হেতমপুর কৃষ্ণচন্দ্র কলেজের ১২৫ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণপত্রে দুবরাজপুর বিধায়কের নাম ছিল না । সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলো রোজগার মেলার আমন্ত্রণপত্রে ? এই প্রশ্ন যেন তুলে দিলো সমাজের বুকে ।

রোজগার মেলা সিউড়ীতে

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ ক্ষুদ্র,ছোট ও মাঝারি উদ্যোগ এবং বস্ত্র দপ্তর পশ্চিমবঙ্গ সরকার আযোজনে বীরভূম জেলা প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় শিল্পের সমাধানে মঙ্গলবার সিউড়ি আইটিআই কলেজে অনুষ্ঠিত হলো রোজগার মেলা । বেকার যুবক যুবতীদের হাতে চাকরির নিযোগপত্র তুলে দেওয়া হয় । দপ্তরের মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহ বলেন, নি ূসন্দেহে ভালো কাজ মুখ্যমন্ত্রী সবাইকে এক ছাতার তলায় আনতে চাইছেন । জেলাশাসক বিধান রায়, সিউড়ি সদর মহকুমাশাসক অনিন্দ্য সরকার, সিউড়ি বিধানসভাকেন্দ্রের বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন ।

আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে তাই এসেছি সাফাই রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহার

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ ক্ষুদ্র,ছোট ও মাঝারি উদ্যোগ এবং বস্ত্র দপ্তর পশ্চিমবঙ্গ সরকার আযোজনে বীরভূম জেলা প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় শিল্পের সমাধানে মঙ্গলবার সিউড়ি আইটিআই কলেজে অনুষ্ঠিত হলো রোজগার মেলা । বেকার যুবক যুবতীদের হাতে চাকরির নিযোগপত্র তুলে দেওয়া হয় । আমন্ত্রণ পান নি জেলার একমাত্র বিজেপি বিধায়ক অনুপ সাহা । এমনকি আমন্ত্রনপত্রে নাম ছিল না দুবরাজপুর বিধানসভাকেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক অনুপ সাহার । এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোগ এবং বস্ত্র দপ্তরের মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহ বলেন, আমি বলতে পারবো না । আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল তাই এসেছি । জনপ্রতিনিধি সবাই কয়জন এসেছে ? আমার দপ্তরের অনুষ্ঠান তাই আমাকে আসতে হয়েছে । জেলাশাসক বিধান রায়, সিউড়ি সদর মহকুমাশাসক অনিন্দ্য সরকার,সিউড়ি বিধানসভাকেন্দ্রের বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন । মঙ্গলবার সকালে সাংবাদিক সম্মেলন করে বিজেপি বিধায়ক অনুপ সাহা বলেন, সরকারি অনুষ্ঠান রাজনীতির আখড়ায় পরিণত করেছে তৃণমূল । সরকারি মিটিং,সরকারি অনুষ্ঠানে জানানো হয় না । এর দায় এড়াতে পারে না সরকারি আধিকারিকরা ।

নাবালিকা ধর্ষনে গ্রেপ্তার নাবালক

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ চোদ্দো বছরের এক নাবালিকাকে ধর্ষনের অভিযোগ উঠলো এক নাবালকের বিরুদ্ধে । পাঁচ আগস্ট রামপুরহাট থানায় দায়ের করা হয় । ছয় আগস্ট অভিযুক্ত নাবালককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ । পকসো ধারায় মামলা রুজু করা হয় । ধৃত নাবালককে মঙ্গলবার সিউড়ি জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ডে পেশ করা হলে পুলিশের তরফ থেকে পিসির রিমান্ড চাওয়া হয় যেহেতু পুলিশ হেফাজতে নেবার কোন প্রফেশন নেই সেহেতু অভিযুক্ত নাবালককে চোদ্দো দিনের জন্য বহরমপুর আনন্দ আশ্রম হোমে রাখার নির্দেশ দেন মহামান্য বিচারক । জুভেনাইল জাস্টিস কোর্টের পাবলিক প্রসিকিউটর অনিন্দ্য সিংহ বলেন, নির্যাতিতা রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ট্রমার মধ্যে রয়েছে । শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়েছে ।

বেহাল রাস্তা বিডিওর দ্বারস্থ

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ মুরারই বেগুনমোড় দরগাতলা থেকে গ্রামীণ হাসপাতাল পর্যন্ত রাস্তা বেহাল গর্তে ভর্তি । টোটো উল্টে প্রায়শই ঘটছে দুর্ঘটনা । রাস্তা মেরামতের জন্য মঙ্গলবার মুরারই একনং ব্লকের ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিককে স্মারকলিপি দিলো গ্রামবাসীরা । গ্রামবাসী রকি মিঞা,গোপী ভুঁইমালী বলেন, রাস্তা মেরামত, নিকাশি ব্যবসথা করা হয় সেইজন্য বিডিওকে স্মারকলিপি দিলাম । মুরারই একনং পঞ্চায়েতসমিতি তৃণমূল সদস্য সাবিরুল ইসলাম সাদ্দাম বলেন, রাস্তার বেহাল অবস্থা বৃষ্টির জল জমে আছে তারজন্য কিছুটা হলেও আমরাও দায়ী রাস্তার দুইধারে বাড়ী করায় নিকাশি হচ্ছে না ।

পুরাণের একটি অজানা কাহিনী

ড.সূর্য শেখর পাঠক

পৌরাণিক কাহিনি তে বহু ঋষিমুনির উল্লেখ পাওয়া যায় । এমনি এক ঋষি ছিলেন শিবের পরম ভক্ত ঋষি পুরুষমৃগা । পুরুষমৃগার আকৃতি ও প্রকৃতি ছিল বড়ই বিচিত্র । জন্ম থেকেই তাঁর শরীরের উর্ধ ভাগ ছিলো পুরুষ মানুষের মতো আর নিম্ন ভাগ অর্থাৎ পা - দুটি ছিল হরিণের পায়ের আকৃতির । এই ঋষির বিশেষত্ব এটিই ছিল যে তিনি খুব দ্রুত ছুটতে পারতেন। তাঁকে দৌড়ে পরাজিত করবার মত ক্ষমতা কারো ছিল না। এই পুরুষ মৃগার - ই কবলে একবার পড়ে যান স্বয়ং ভীম সেন ।

ঘটনাটি এইরূপ - একদিন দেবর্ষি নারদ পাণ্ডবদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসে বলেন যে স্বর্গলোকে তাঁদের পিতা পান্ডু খুবই দুঃখ এ রয়েছেন । মুনির কথা শুনে জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব যুধিষ্ঠির খুবই বিষণ্ণ হয়ে পড়েন ।তিনি পিতার দুঃখে থাকবার কারণ মুনির কাছে জানতে চান। দেবর্ষি তখন যুধিষ্ঠিরকে বলেন যে , তাঁর পিতা পান্ডু রাজসূয় যজ্ঞ করবেন বলে স্থির করেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তাঁর সেই অভিলাষ পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। নারদ যুধিষ্ঠিরকে শীঘ্র অতি শীঘ্র রাজসূয় যজ্ঞ করবার পরামর্শ দিয়ে প্রস্থান করেন ।

দেবর্ষি নারদের উপদেশ শোনা মাত্র যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ - এর আযোজন শুরু করে দেন। তিনি রাজসূয় যজ্ঞ কে ভব্য করে তোলার জন্য শিবের পরম ভক্ত ঋষি পুরুষ মৃগাকেও আমন্ত্রণ জানাবার সিদ্ধান্ত নিয়ে বসেন । পুরুষ মৃগাকে খুঁজে বের করে তাঁকে সসম্মানে আমন্ত্রণ জানিয়ে হস্তিনাপুরীতে নিয়ে আসবার দায়িত্বটি জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব ভ্রাতা ভীমের ওপর ন্যাস্ত করেন ।

ভীম পুরুষমৃগার বিষয়ে অবগত ছিলেন না । জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আদেশে ভীম যখন পুরুষমৃগার অনুসন্ধানে হস্তিনাপুরী থেকে যাত্রা করতে উদ্যত হন ঠিক সেই মুহূর্তে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে (ভীমকে) সাবধান করে দিয়ে বলেন , ' আপনি যদি পুরুষ মৃগার গতির থেকে অধিক গতিতে ধাবিত হতে না পারেন তবে তিনি আপনাকে খেয়ে ফেলবেন ।'

পুরুষমৃগার খোঁজে ভীম হিমালয়ের পথে যাত্রা শুরু করেন । অরণ্যের মধ্য দিয়ে গমন কালে ভীমের সঙ্গে পবন পুত্র হনুমানের সাক্ষাত হয়ে যায়। ভীম তাঁর হিমালয় গমনের উদ্দেশ্য হনুমানকে জানান এবং পুরুষমৃগার বিষয়ে শ্রী কৃষ্ণের সতর্ক বার্তা র কথাও বলেন । সব কথা শোনার পর হনুমান বলেন , ' বাস্তবে পুরুষমৃগার গতির সঙ্গে কেউ কখনো পেরে ওঠেনি। তবে তাঁর গতিকে বাধা দেবার একটি উপায় আছে ।' হনুমানের কথা শুনে ভীম সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করেন — ' কি ভাবে পুরুষমৃগার গতিকে বাধা দেওয়া যেতে পারে ? '

হনুমান বলেন - ' হে ভীম, পুরুষমৃগা হচ্ছেন শিবের পরম ভক্ত। যেখানেই তিনি শিব লিঙ্গ দর্শন করেন সেখানেই তিনি শিবলিঙ্গের পুজো করবার জন্য অবস্থান করেন । সুতরাং পুরুষ মৃগার গমন পথে যদি স্থানে স্থানে শিবলিঙ্গ নির্মান করে দেওয়া যায় তাহলে পুরুষমৃগা সেই লিঙ্গের পুজো না করে কোনো ভাবেই অগ্রসর হবেন না । '

হনুমান ভীম সেনের হাতে নিজের তিনটি কেশ দিয়ে বলেন যে , হস্তিনা যাবার কালে যখনই মনে হবে যে পুরুষমৃগা তাকে ধরে ফেলবে তখনই একটি কেশ সেখানে ফেলে দিতে হবে । ফেলে দেওয়া একটি কেশ থেকে হাজার শিবলিঙ্গের উৎপত্তি হবে । এবং পুরুষমৃগা সেই হাজার শিবলিঙ্গ একটি একটি করে পুজো না করে অগ্রসর হবে না । এই অবসরে ভীম অনেকটাই পথ এগিয়ে যেতে পারবেন ।

ভীম এক সময় পুরুষমৃগার দর্শন পেয়ে যান । ঋষি তখন শিবের ধ্যানে লীন। ভীম অপেক্ষা করেন এবং পুরুষমৃগার পূজা সমাপন হলে তাঁকে নিজের আগমনের কারণ জানান। ভীম অতি বিনীত ভাবে ঋষিকে রাজসূয় যজ্ঞ - এ অংশ গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানান এবং তাঁর সঙ্গে হস্তিনা তে যাবার অনুরোধ করেন। পুরুষমৃগা ভীম সেনের সঙ্গে হস্তিনাতে যেতে রাজি হন বটে কিন্তু একটি কঠিন শর্ত রাখেন। শর্ত অনুযায়ী ভীম সেনকে পুরুষমৃগার পূর্বেই হস্তিনার রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করতে হবে। যদি ঋষি হস্তিনা যাবার পথে ভীমের নাগাল পেয়ে যায় তবে তাকে খেয়ে ফেলবেন ।

ভীমসেন পুরুষমৃগার শর্তে রাজি হয়ে যান এবং সর্বশক্তি দিয়ে হস্তিনাপুরের পথে ধাবিত হন । কিছুদূর অতিক্রান্ত হবার পর ভীম পেছনে ফিরে দেখেন যে, পুরুষমৃগা মুহূর্ত মধ্যেই তাকে ধরে নেবেন । তখন ভীম হনুমানের দেওয়া একটি কেশ সেখানে ফেলে দেন এবং সেই কেশ থেকে এক হাজার শিবলিঙ্গ তৈরি হয়ে যায় । পুরুষমৃগা এক এক করে সেই শিবলিঙ্গ গুলির পূজাতে ব্রতী হন আর ভীম এই অবসরে ঋষির থেকে অনেকটা পথ এগিয়ে যান।

হস্তিনাপুর পর্যন্ত পৌঁছাবার পথে ভীম এইরূপ ভাবে তিনবার হনুমানের কেশ থেকে হাজার হাজার শিব লিঙ্গের সৃষ্টি করেন এবং পুরুষমৃগা ও এক এক করে প্রতিটি লিঙ্গের পূজা করে তবে অগ্রসর হন । তবুও ভীম যখন হস্তিনাপুরের রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করতে যান তখন তাঁর একটি পা দ্বারের বাইরেই থাকে এবং পুরুষমৃগা ভীমকে ধরে ফেলেন।

পুরুষমৃগা শর্ত অনুযায়ী ভীমকে ভক্ষণ করতে চান । কিন্তু ভীম রাজপ্রাসাদে পৌঁছে শর্ত পূর্ণ করার যুক্তি দেখান । ঠিক সেই সময় সেখানে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠিরের আগমন ঘটে । পুরুষমৃগা যুধিষ্ঠিরকে ভীম সেনের সঙ্গে শর্তের কথা জানিয়ে ন্যায় বিচার প্রার্থনা করেন। সবকিছু শোনার পর যুধিষ্ঠির বলেন যে যেহেতু ভীমের পা দ্বারের বাইরেই ছিল এবং ঋষি তাকে ধরে ফেলেছিলেন সুতরাং পুরুষ মৃগা ভীমের পা ভক্ষণ করতে পারেন ।

যুধিষ্ঠিরের এহেন ন্যায় বিচারে পুরুষমৃগা খুবই প্রীত হয়ে ভীম সেনকে মুক্ত করে দেন । রাজসূয় যজ্ঞ সমাপন হলে পরে পুরুষমৃগা অতি প্রসন্ন হয়ে পাণ্ডবদের আশীর্বাদ করে আপন বাসস্থানের উদ্দেশ্যে প্রত্যাবর্তন করেন ।

আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস ও আদিবাসীদের জল জমি জঙ্গলের অধিকার

সন্ন্যাসী কাউরী

আদিম অধিবাসী হল আদিবাসী, এমনটা মনে করা হলেও , এনিয়ে নানা মতভেদ রয়েছে। একটা স্বতন্ত্র জীবনপ্রণালী বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জাতি গোষ্ঠী হল আদিবাসী। কোনো ভূখণ্ডে সুপ্রাচীন কাল থেকে বসবাস করে আসা এমন জনগোষ্ঠী, যাদের নিজস্ব ইতিহাস ঐতিহ্য সংস্কৃতি রীতিনীতি ভাষা বিশ্বাস ইত্যাদি নিয়ে বয়ে চলছে তাদের জীবন জীবিকা । সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর ৬০কোটির বেশি আদিবাসী মানুষের বসবাস। বিশ্বের ৯০টি দেশে আদিবাসীদের সংখ্যা সর্বাধিক। ভাষার সংখ্যাও কম নয়। গোটা বিশ্বে প্রায় ৭হাজার আদিবাসী ভাষা রয়েছে। আর আদিবাসীদের ৫ হাজার আলাদা আলাদা সংস্কৃতি রয়েছে। ভারতবর্ষে প্রায় ১১ কোটির ওপর আদিবাসী মানুষের বসবাস। পশ্চিমবঙ্গে ৪০টি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ৬০লক্ষের ওপর আদিবাসী বসবাস করেন। ত্রিপুরা, আসাম, মনিপুর, ছত্রিশগড়, উড়িষ্যা, ঝাড়খণ্ড রাজ্য গুলোতে মূলত আদিবাসীদের বসবাস।

জনজাতি গোষ্ঠীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য -কোল, ভিল , মুন্ডা , সাঁওতাল, ভূমিজ, ওঁরাও, খেড়িয়া, গারো, খাসিয়া ইত্যাদি। পশ্চিমবঙ্গের উড়িষ্যা ঝাড়খন্ড লাগোয়া পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম জেলাতে মূলত আদিবাসী সম্প্রদায় মানুষেরা বসবাস করেন । এছাড়া বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, মালদা, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, সহ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষেরা বসবাস করেন ।

বনাঞ্চল বা বনাঞ্চল সংলগ্ন এলাকায় সাধারণত আদিবাসী মানুষদের বসবাস। তাই সুপ্রাচীন কাল থেকে আদিবাসী সম্প্রদায়ের জল জমি জঙ্গলের ওপর অধিকার । বিশ্বব্যাপী আদিবাসী মানুষদের ঐতিহ্য, নিজস্ব সাংস্কৃতিক পরিচয়, ভূমির অধিকার, অঞ্চল বা টেরিটরির অধিকার, প্রাকৃতিক সম্পদের অধিকার ও নাগরিক মর্যাদার স্বীকৃতি দিতে ১৯৯৪ সালের ২৩ শে ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বিশ্ব আদিবাসী দিবস পালনের সিদ্ধান্ত হয়। ৯ ই আগস্ট আদিবাসী দিবস হিসেবে পালন করা হবে এই মর্মে ৪৯২১৪ বিধিমালায় স্বীকৃতি পায়। সেই থেকে বিশ্বের ৯০ টি দেশের আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষজন প্রতি বছর ৯ই আগষ্ট দিনটিকে আদিবাসী দিবস হিসেবে পালন করে আসছে। এর আগে ১৯৯৩ সালকে রাষ্ট্রসঙ্ঘ প্রথমবার আদিবাসী বর্ষ হিসেবে চিহ্নিত করে। ১৯৯৫-২০০৪ এই সময়কালকে আদিবাসী দশক । ২০০৫ - ২০১৪ কে দ্বিতীয় আদিবাসী দশক হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

সাধারণভাবে বলা যায় যে, একটি রাষ্ট্রে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ভাবে আদিবাসীরা প্রান্তিক অবস্থানে থাকে। নিজেদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভিন্নতা নিয়ে প্রান্তিক অবস্থানে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী বিশ্বব্যাপী 'আদিবাসী' হিসেবে চিহ্নিত। এই আদিবাসীদের অধিকাংশই নিজেদের অধিকারের ক্ষেত্রে বঞ্চিত। অনেক দেশে আদিবাসীরা স্বীকৃতিই পায়নি। কোনো দেশে আবার আদিবাসীদের 'উপজাতি' বা কোন 'ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী' বলে অভিহিত করা হয়।

আদিবাসী জনগণের মানবাধিকার, পরিবেশ উন্নয়ন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা সমাধান এবং এ ব্যাপারে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সুদৃঢ় করা ও গণসচেতনতা সৃষ্টি করাই আন্তর্জাতিক আদিবাসী দশক, বর্ষ ও দিবস পালনের মূল উদ্দেশ্য।

কিন্তু সেই গণসচেতনতা কতটা ফলপ্রসূ হচ্ছে ? আদৌ কি আদিবাসী জনজাতির মানুষের জল জমি জঙ্গলের অধিকার সুনিশ্চিত হয়েছে বা হচ্ছে ? ২০১৯ সালকে জাতিসংঘ 'আন্তর্জাতিক আদিবাসী ভাষাবর্ষ' হিসাবে ঘোষণা করে। ওই বছরই সুপ্রিম কোর্ট ভারতবর্ষের প্রায় ১১ লক্ষ আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষকে বনবাসস্থান থেকে উচ্ছেদের নির্দেশ দিয়েছিল । তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৮৫ হাজার মানুষ।

ভারতে বসবাসকারী হাজার হাজার আদিবাসী ও অন্যান্য জনজাতিকে উচ্ছেদ করার পেছনে আপাত কারণ খনি ও কলকারখানা । শিল্পোদ্যোক্তাদের জন্য আরো জমি চাই। জীববৈচিত্র্যকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে শিল্পোদ্যোগীদের হাতে জমি তুলে দেওয়া চাই। ঝাড়খন্ডে কয়েক হাজার বনভূমি এলাকা দখল করে নিয়েছে আদানি কোম্পানি। তাদের হয়ে প্রমাণ ও পুলিশ দুইই জুগিয়েছে সরকার। এই রকমভাবে আদিবাসীদের বনভূমি আবাস কেড়ে নিয়ে খনি হয়েছে, বাঁধ হয়েছে, কারখানা হয়েছে । অশিক্ষিত নিরীহ আদিবাসী মানুষেরা পেয়েছে শুধু অবিচার আর বঞ্চনা । সম্প্রতি বিতর্কিত বন সংরক্ষণ (সংশোধনী) বিল লোকসভায় পাস করিয়ে নেয় কেন্দ্রের মোদী সরকার। অরণ্যের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন জনজাতির মানুষ। স্বাধীনতার ৭৬ বছর পরও দেশের মূলবাসীরাই আজও শোষিত, বঞ্চিত, নির্যাতিত, অত্যাচারিত। মনিপুরে আদিবাসী মহিলার ওপর পাশবিক নির্যাতন ও ধর্ষণের ঘটনা, মেদিনীপুরের ডেবরার প্রতিবাদী আদিবাসী শিক্ষককে পিটিয়ে খুন, বীরভূমের আহমেদপুরে আদিবাসী দম্পতি পান্ডু হেমব্রম ও পার্বতী হেমব্রমকে বাঁশ দিয়ে পিটিয়ে খুন, ওই জেলায় খয়রাশোলে আদিবাসী কিশোরীকে ধর্ষণ করে খুন, মধ্যপ্রদেশে চোর সন্দেহে এক আদিবাসী ব্যক্তিকে পিটিয়ে খুন, সি আর পি এফ এর গুলিতে আদিবাসী মানুষের মৃত্যুর ঘটনা সহ আদিবাসীদের ওপর অত্যাচারের নানান ঘটনা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে।

এরকম পশ্চিমবঙ্গেও বিভিন্ন প্রান্তে আদিবাসী জনজাতি তাদের নানান অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। সাধারণত প্রান্তিক অঞ্চলে বসবাস করা আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মানুষরা । নানান কারণে বিভিন্ন দেশে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর মানুষ এখনো বিভিন্ন মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। জোরপূর্বক আদিবাসীদের ভূমি দখল, পাট্টা সময় মতো না দেওয়া, সামান্য উপঢৌকন দিয়ে আদিবাসীদের ভুল পথে পরিচালনা করা, জল, জমি, বসতবাড়ি থেকে উচ্ছেদ, ছোট জাত বলে ঘৃণার চোখে দেখা, সামাজিক বৈষম্য সহ নানান রকম সমস্যায় আদিবাসী সম্প্রদায় জর্জরিত। আমাদের দেশে এবং রাজ্যে আদিবাসী উন্নয়নের জন্য আলাদা দপ্তর রয়েছে। আদিবাসী উন্নয়নে প্রতিটি অর্থবছরে তাদের জন্য ব্যয় বরাদ্দ করা হচ্ছে । কিন্তু সেই উন্নয়ন একদম প্রত্যন্ত অঞ্চলে অর্থাৎ তৃণমূল স্তর পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর, ঝাড়খন্ড এবং উড়িষ্যার আদিবাসী অধ্যুষিত বহু অঞ্চল এখনো শিক্ষা, স্বাস্থ্য সহ বিভিন্ন দিক থেকে পিছিয়ে রয়েছে। যদিও এ ব্যাপারে পুরোপুরি প্রশাসন দায়ী এমনটা নয়। এর পেছনে রয়েছে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষের সচেতনতার অভাব।

আদিবাসী জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি নিজেদের অধিকার ও নাগরিক মর্যাদা স্বীকৃতির দাবী সহ বিভিন্ন দাবীতে আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস পালিত হয়ে আসছে।

দীর্ঘদিন ধরে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষেরা তাদের নিজস্ব ধর্মীয় স্বীকৃতি আদায়ে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। আদিবাসী সমাজ বলছে, আগে জনগণনার সময়ে তারা নিজেদের ধর্ম উল্লেখ করার সুযোগ পেতেন, কিন্তু স্বাধীনতার পর থেকে শুধুই হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান, শিখ, বৌদ্ধ ইত্যাদি প্রধান ধর্মগুলির মধ্যেই একটাকে বেছে নিতে বাধ্য হন তারা। এই প্রথা বদলের দাবি ঝাড়খন্ড রাজ্যে দীর্ঘদিন থেকেই উঠেছে। আদিবাসী ধর্মগুরু বন্ধন টিগ্গা বলেছিলেন, ভগবান ধর্মেশ, সিংবোঙ্গা, হিল্লা মারাংবুরুর উপাসনা যারা করে, তারাই সার্না বা সারনা ধর্মাবলম্বী। সারনার আরেক নাম হল সৃষ্টি। জল, বায়ু, অগ্নি, ভূমি এবং আকাশ - এই পাঁচটি মূল উপাদানের মাধ্যমে যে সৃষ্টি, তারই উপাসনা করেন আদিবাসীরা। তিনি আরও জানাচ্ছিলেন যে সারনা শব্দটি ওঁরাও জনজাতির মানুষ ব্যবহার করেন। উপাসনাস্থল বোঝাতে কিন্তু সাঁওতাল, হো, মুন্ডারি ইত্যাদি জনজাতির ভাষায় উপাসনাস্থলের আলাদা নাম আছে বলে তিনি জানান। যে উপাসনাস্থলে প্রকৃতিরূপী ভগবানকে আদিবাসীমানুষ অনুভব করেন, সেটাই সার্না - বলেছিলেন ধর্মগুরু টিগ্গা। আধুনিকতার ছোঁয়ায়, সভ্যতার উন্নতির সাথে সাথে আদিবাসী জনজাতি বেশ কিছু গোষ্ঠী এবং তাদের ভাষা প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।নিজেদের সভ্যতা, সাংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য, অস্তিত্ব, ধর্মীয় বিশ্বাস, রীতিনীতি, অক্ষুন্ন রেখে মৌলিক অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে আদিবাসী মানুষেরা গোটা বিশ্বে লড়াই করে যাচ্ছে। আগামী দিনে আদিবাসীরা নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার লড়াই জারি রাখবে। তবেই সার্থক হবে আদিবাসী দিবস পালন।

সম্পাদকীয়

অনাস্থা বিতর্কে রাহুল বনাম মোদী

অনাস্থা বিতর্কে বিরোধী জোট মণিপুর নিয়ে মোদীকে আক্রমণ করলো, আর বিজেপি নিশানা করলো রাহুল সোনিয়াকে। প্রথমে ঠিক ছিল, বিরোধীদের তরফে রাহুল গান্ধী অনাস্থা বিতর্ক শুরু করবেন। কিন্তু শেষমুহূর্তে কৌশল বদল করলো বিরোধীরা। রাহুল মঙ্গলবার বলেননি। বৃহস্পতিবার বলবেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। সেদিন রাহুল বলতে পারেন। সংসদীয়মন্ত্রী প্রহ্লাদ জোশী লোকসভায় প্রশ্ন তোলেন, ''১১টা ৫৫ মিনিটে স্পিকারের অফিসে চিঠি দিয়ে বলা হয়েছিল, রাহুলই বিতর্ক শুরু করবেন। পাঁচ মিনিটের মধ্যে কী এমন হলো যে, রাহুল নয়, গৌরব গগই বিতর্ক শুরু করলেন?'' বিজেপি সংসদীয় দলের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, শেষ বলে তিনি ছক্কা মারবেন। অনাস্থা বিতর্কের জবাব দেবেন প্রধানমন্ত্রী। সেখানেই বিরোধীদের যুক্তি উড়িয়ে পাল্টা আক্রমণ করবেন তিনি। আর অনাস্থা বিতর্ক থেকে এইভাবেই রাজনৈতিক লাভ তুলবে বিজেপি। সূত্র জানাচ্ছে, সেজন্যই রাহুলকে প্রথম দিনের জন্য রাখতে চাননি কংগ্রেস নেতারা। তারা চান, রাহুলও বৃহস্পতিবার বলুন। তাহলে মোদী বনাম রাহুল দ্বৈরথ দেখা যাবে। আর যদি বুধবার বলতে চান রাহুল, তাহলেও লড়াইটা তিনি উচ্চগ্রামে নিয়ে যাবেন। তার আগে দেখে নেবেন, বিজেপি কোন দিক থেকে বিরোদীদের আক্রমণ করতে চাইছে। গৌরব গগই বিতর্ক শুরু করে বলেন, তিনি প্রধানমন্ত্রী মোদীকে তিনটি প্রশ্ন করতে চান। রাহুল গান্ধী, অমিত শাহ মণিপুর গেছেন, প্রধানমন্ত্রী কেন যাননি? প্রধানমন্ত্রী কেন ৮০ দিন পর মণিপুর নিয়ে মাত্র ৩০ সেকেন্ড বলেছেন? এত সহিংসতার পরেও প্রধানমন্ত্রী কেন মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রীকে সরাচ্ছেন না? বিজেপি'র পক্ষ থেকে প্রথমে বলেন নিশিকান্ত দুবে। তার নিশানায় ছিলেন মূলত রাহুল ও সোনিয়া। নিশিকান্ত বলেন, ''সুপ্রিম কোর্ট রাহুলের মামলা নিয়ে কোনো রায় দেয়নি। স্থগিতাদেশ দিয়েছে মাত্র। রাহুল বলছেন, তিনি সাভারকর হবেন না। অনেক চেষ্টা করেও তিনি তা হতে পারবেন না।'' আর সোনিয়ার প্রসঙ্গে নিশিকান্ত বলেন, তিনি একেবারে ভারতীয় মেয়েদের মতো। ছেলে ও জামাইকে আগলে রেখেছেন। তৃণমূলের তরফে বলেন সৌগত রায়। তিনি বলেন, ''মণিপুরে যে ভিডিও সামনে এসেছে, তা কোনো সভ্য দেশে হতে পারে? অথচ, নিশিকান্ত মণিপুর নিয়ে কোনো কথাই বললেন না।'' সৌগত বলেন, ''জিনিসের দাম বাড়ছে। সরকার চাকরি দিতে পারছে না। মোদী সংসদে কোনো প্রশ্নের জবাব দেন না। তিনি সংসদীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাসী নন।''

রাজ্যসভায় বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার পাস করিয়ে নিল দিল্লির অধ্যাদেশ

অভিজিৎ রায়
প্রাবন্ধিক

মহাজোট ইন্ডিয়ার বিরোধিতা শেষ পর্যন্ত ধোপে টিকল না। 'গভর্নমেন্ট অফ ন্যাশনাল টেরিটোরি অফ দিল্লি বিল ২০২৩' সোমবার পাশ হয় রাজ্যসভায়। বিলের সপক্ষে পড়েছে ১৩১ টি ভোট ও বিলের বিপক্ষে পড়েছে ১০২ টি ভোট। ফলে স্বভাবতই রাজ্যসভায় বিরোধী শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে এই বিল রোখার ক্ষেত্রে। গত ৩ অগস্ট লোকসভায় পাশ হয় এই বিল। লোকসভায় পাসের পর রাজ্যসভায় কতটা চ্যালেঞ্জের মুখ পড়ে দিল্লি পরিষেবা বিল, তার দিকে নজর ছিল ওয়াকিবহাল মহলের। শেষপর্যন্ত বিরোধী মহাজোট ইন্ডিয়া সঙ্ঘবদ্ধ থাকলেও রাজ্যসভায় বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার পাস করিয়ে নিল দিল্লির অধ্যাদেশ। যদিও আগেই অঙ্কটি অনুমেয় ছিল। ওয়াইএসআৎ কংগ্রেস আর বিজেডি বিলটিকে সমর্থন করার পর কোনও সংশয় ছিল না বিলটি পাস করানো নিয়ে। সেইমতই ১৩১ জন সাংসদের সমর্থনে বিলটি পাস হয়ে যায় রাজ্যসভায়। রাজ্যসভা থেকে সাসপেন্ড হওয়ায় এই সংক্রান্ত আলোচনা এবং ভোটদানে অংশ নিতে পারেননি আপ সাংসদ সঞ্জয় সিংহ। মায়াবতীর বিএসপি এবং আরও কিছু ছোট দল ভোটদানে অংশ নেবে না বলে আগেই জানা গিয়েছিল। উল্লেখ্য, এই বিল ঘিরে বিজেপি ও আম আদমি পার্টির মধ্যে বহুদিন ধরে ছিল সংঘাত। ২০১৫ সাল থেকে দিল্লির প্রশাসনিক দায়িত্ব কাদের তাই নিয়ে লড়াই চলছে। বর্তমানের সিদ্ধান্তের ফলে এটাই সম্ভবত শেষ কথা হলো জুডিশিয়ারি নয়, লেজিসলেশনই অন্তিম সিদ্ধান্ত নেয়।

সংসদে পাস হওয়া বিলটি এবার রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্যে যাবে। তাঁর অনুমোদন পেলেই বিলটি আইনে রূপান্তরিত হবে। লোকসভা এবং রাজ্যসভায় বিলটি অনুমোদিত হওয়ায় দিল্লি প্রশাসনের ওপর কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের অধিকার আরও কায়েম হলো। দিল্লির আমলা, আইএএস কিংবা আইপিএস অফিসারদের পোস্টিং, বদলি বা অন্যান্য ব্যাপারে দিল্লির নির্বাচিত সরকার আম আদমি পার্টির থেকেও বেশি ক্ষমতাধর হলো কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল বিষয়টিকে আগণতান্ত্রিক এবং বিজেপির গা জোয়ারি বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, সুপ্রিম কোর্টের সুস্পষ্ট রায়ের পরও কেন্দ্র যদি এই আইন প্রবর্তন করে তাহলে তা হবে বিচার বিভাগের প্রতি চূড়ান্ত অবমাননা। সুপ্রিম কোর্ট যেখানে দিল্লির আমলা এবং পুলিশ অফিসারদের নিয়োগ এবং বদলির ব্যাপারে নির্বাচিত আম আদমি সরকারের কর্তৃত্ব থাকবে বলে রায় দিচ্ছে সেখানে আদালত অবমাননা করে কেন্দ্রীয় সরকার আইন প্রণয়ন করছে। গত ৩ অগস্ট লোকসভায় ধ্বনি ভোটে পাস হয় দিল্লি বিল। দীর্ঘ আলোচনার পর কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনা করে অধিবেশনকক্ষ ত্যাগ করেন বিরোধী সাংসদেরা। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশকে পাশ কাটিয়ে দিল্লির প্রশাসনিক ক্ষমতার রাশ হাতে রাখার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যে অধ্যাদেশ (অর্ডিন্যান্স) জারি করেছিল, শীর্ষ আদালতেই তা চ্যালেঞ্জ করেছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টি (আপ)'র প্রধান কেজরীওয়াল। সেই মামলা এখনও আদালতে বিচারাধীন। গত ৩০ জুন দিল্লি সরকারের তরফে সুপ্রিম কোর্টে এ বিষয়ে আবেদন জানানো হয়। কেন্দ্রের অর্ডিন্যান্সের জেরে দিল্লির 'ইলেক্ট্রিসিটি রেগুলেটরি কমিশন'এর চেয়ারম্যান নিয়োগের ক্ষেত্রে অচলাবস্থা দেখা দিয়েছে বলে সরকার পক্ষের তরফে অভিযোগ করায় ১৭ জুলাই 'আলোচনার মাধ্যমে সমাধানসূত্রের সন্ধান করার' কথা বলে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ।

প্রসঙ্গত, গত ১১ মে প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন সুপ্রিম কোর্টের সাংবিধানিক বেঞ্চ জানিয়েছিল, আমলাদের রদবদল থেকে যাবতীয় প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার রয়েছে দিল্লির নির্বাচিত সরকারের। এর পর হঠাৎ গত ১৯ মে গভীর রাতে অর্ডিন্যান্স এনে ১০ পাতার গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে নরেন্দ্র মোদী সরকার। তাতে বলা হয়, 'জাতীয় রাজধানী সিভিল সার্ভিসেস কর্তৃপক্ষ' গঠন করা হচ্ছে। আমলাদের নিয়োগ ও বদলির ব্যাপারে তাঁরাই সিদ্ধান্ত নেবেন। অধ্যাদেশে জানানো হয়, (দিল্লির) মুখ্যমন্ত্রী হবেন এর চেয়ারপার্সন। সদস্য হিসেবে থাকবেন মুখ্যসচিব এবং প্রিন্সিপাল স্বরাষ্ট্রসচিব। নিয়োগ ও বদলি সংক্রান্ত যাবতীয় সিদ্ধান্ত এই কর্তৃপক্ষ ভোটাভুটির মাধ্যমে চূড়ান্ত করবেন। মতবিরোধ হলে শেষ কথা বলবেন উপরাজ্যপাল।

সুপ্রীম কোর্টের এই সিদ্ধান্তটি ছিল মৌলিক যুক্তির ভিত্তিতে যে আমলাতন্ত্রকে একটি ম্যান্ডেট সহ নির্বাচিত সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকতে হবে। জনগণের প্রতিনিধিত্ব ভিত্তিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এটাই স্বাভাবিক। শুধু তাই নয়, সুপ্রীম কোর্ট তার রায়ে ফেডারেলিজমের কোথাও উল্লেখ করেছিল। শীর্ষ আদালতের মতে, দিল্লি বিধানসভার আউতাধীন বিষয়গুলির জন্যও যদি কেন্দ্রীয় সরকারকে তার কার্যনির্বাহী ক্ষমতা প্রযোগে করার অনুমতি দেওয়া হয় তবে এটি ফেডারেলিজমের নীতিগুলির চরম লঙ্ঘন হবে। এই দৃঢ় যুক্তিগুলির উপর ভিত্তি করে সুপ্রীম কোর্টের যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্তকে বাতিল করে, কেন্দ্রীয় সরকার এই অধ্যাদেশ জারি করেছে এবং তাই এটিকে ন্যায়সঙ্গত বলে বিবেচনা করা যায় না।

কথা হল যতদূর ক্ষমতাসীন বিজেপির আশঙ্কা যে দিল্লিতে আম আদমি পার্টির সরকার আমলাতন্ত্রের উপর তার ক্ষমতার অপব্যবহার করতে চলেছে এবং ভাল অফিসারদের নিপীড়ন করতে ব্যবহার করতে চলেছে। এই যুক্তি মেনে নিলেও এই কথা বলা যাবেনা যে জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা আমলাতন্ত্রের অপব্যবহারের কারণে যদি একটি নির্বাচিত সরকারের ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়, তাহলে আমাদের দেশে খুব কমই কোনও সরকারের ক্ষমতা থাকবে।

ভারতে তৈরি 'ভেজাল' কফ সিরাপে আবার বৈশ্বিক সতর্কতা

ভারতের এক কোম্পানির তৈরি 'ভেজাল' কফ সিরাপ সম্পর্কে আবার বৈশ্বিক সতর্কতা জারি করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডাব্লিউএইচও)। এবার ইরাকে রপ্তানি করা কফ সিরাপে মাত্রাতিরিক্ত টক্সিন পাওয়ায় এই সতর্কতা জারি করা হলো।

গত দশ মাসে ভারতে তৈরি কফ সিরাপের ওপর এটি পঞ্চম 'নিষেধাজ্ঞা'। ২০২২ সালে গাম্বিয়া এবং উজবেকিস্তানে অন্তত ৮৯ জন শিশুর মৃত্যুর জন্য দায়ী করা হয় ভারতের মেইডেন ফার্মাসিউটিক্যালসের তৈরি কফ সিরাপকে। তারপর ডাব্লিউএইচও'র সতর্কতার মুখে কফ সিরাপ রপ্তানির বিষয়ে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ সতর্ক হলেও ওষুধের বাজারে ভারতের কিছু কোম্পানির দুর্নাম কাটেনি।

তাই রিমান ল্যাবস নামের আরেকটি ভারতীয় কোম্পানির নাম জড়ায় ক্যামেরুনের শিশুমৃত্যুর ঘটনায়। ক্যামেরুন সরকারের অভিযোগ এবং ডাব্লিউএইচওর সতর্কবার্তার জেরে কফ সিরাপটি পরীক্ষা করে দেখে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ। সিরাপে সত্যি সত্যি অতিরিক্ত টক্সিন পেয়ে কফ সিরাপ রপ্তানির আগে যথাযথ পরীক্ষানিরীক্ষার পর অনুমোদন দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

তারপরও গত মার্চে উজবেকিস্তানে আবার একই অভিযোগ ওঠে। ১৮ জন শিশুর মৃত্যুর জন্য মারিয়ন বায়োটেক কোম্পানির কফ সিরাপকে দায়ী করায় লাইসেন্স বাতিল করে ওই কোম্পানির কয়েকজন কর্মীকে জেলেও পাঠানো হয়।

তা সত্ত্বেও থামানো যায়নি ডাব্লিউএইচওর পঞ্চম সতর্কবার্তা। সেবন করলে 'মারাত্মকভাবে আহত হওয়া বা মৃত্যুর' ঝুঁকি রয়েছে জানিয়ে ভারতে তৈরি কফ সিরাপের বিষয়ে তাই আবার সতর্ক করেছে জাতিসংঘের এই স্বাস্থ্য বিষয়ক সংস্থা।

সোমবারের এই সতর্কতা 'কোল্ড আউট' নামের একটি কফ সিরাপের কারণে।

ফৌর্টস ল্যাবোরেটরিজকে দিয়ে সিরাপটি তৈরি করিয়েছিল ভারতের আরেক কোম্পানি ড্যাবিলাইফ ফার্মা।

ডাব্লিউএইচও জানিয়েছে, ইরাকে রপ্তানি করা এই ঔষধে ০.২৫ ডায়েথিলিন এবং ২.১ ইথাইলিন পাওয়া গেছে। এ দুটি উপাদান সর্বোচ্চ ০.১০ থাকলে তা সহনীয় মাত্রায় আছে বলে ধরে নেয়া হয়। দুটি উপাদানই অনেক বেশি থাকায় 'কোল্ড আউট' সেবনে ''তলপেটে ব্যথা, বমি, ডায়রিয়া, প্রস্রাবে অসুবিধা, মাথা ব্যথা, মানসিক অবস্থার পরিবর্তন, এমনকি কিডনির বড় রকমের ক্ষতি হতে পারে এবং এ কারণে মৃত্যুও হতে পারে'' জানিয়ে ডাব্লিউএইচও এই ঔষধ সেবনের বিষয়ে সবাইকে সতর্ক থাকতে বলেছে।

ভারতের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে উদ্ধৃত করে ব্লুমবার্গ জানিয়েছে, ইরাকের পরীক্ষাগারে 'ভেজাল' ধরা পড়ার পর বাজার থেকে সব ঔষধ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

তবে গত মাসে ড্যাবিলাইফ ফার্মার ভাইস প্রেসিডেন্ট বালা সুরেন্দ্রন ব্লুমবার্গকে জানান, 'সাব কন্ট্রাক্ট'এর মাধ্যমে 'কোল্ড আউট' তৈরির দায়িত্ব এখন নতুন একটি কোম্পানিকে দেয়া হয়েছে। তিনি দাবি করেন, নতুনভাবে পরীক্ষা করে দেখা গেছে 'কোল্ড আউট'এ কোনো উপাদানই প্রয়োজনের অতিরিক্ত নেই।

পেছানো হবে না, ১০০ নম্বরেই এইচএসসি পরীক্ষা

আগামী ১৭ আগস্ট থেকে বাংলাদেশে উচ্চ মাধ্যমিক (এইচএসসি) ও সমমানের পরীক্ষা শুরুর কথা রয়েছে। কিন্তু পরীক্ষার মাত্র দেড় সপ্তাহ আগে পরীক্ষা পিছানোর আন্দোলন শুরু হয়েছে।

আন্দোলনকারী পরীক্ষার্থীদের দাবি, প্রতিটি পরীক্ষা ৫০ নাম্বারের মধ্যে হতে হবে এবং পরীক্ষা কমপক্ষে দুই মাস পিছাতে হবে।

অবশ্য বুধবার শিক্ষামন্ত্রীর সভাপতিত্বে শিক্ষা বোর্ড গুলোর চেয়ারম্যানদের বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে পরীক্ষা পেছানো হবে না, ১৭ আগস্টেই শুরু হবে। আইসিটি ছাড়া সব বিষয়ে ১০০ নাম্বারের পরীক্ষা হবে। আইসিটি পরীক্ষা হবে ৭৫ নাম্বারের মধ্যে প্রশ্নপত্র একই রেখে।

মঙ্গলবার ঢাকার শাহবাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্য এলাকায় পরীক্ষার্থীরা তাদের দাবি নিয়ে অবস্থান কর্মসূচি পালনের চেষ্টা করে। কিন্তু পুলিশের বাধার মুখে তারা বিকাল পর্যন্ত সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের মধ্যে অবস্থান নেয়। আন্দোলনকারীদের দাবি, তাদের সাত জনকে পুলিশ আটক করেছে।

এর আগের দিন সোমবার জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে অবস্থান নিলে পুলিশ তাদের বিকেলের দিকে লাঠিপেটা করে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। তার আগে প্রথমে তারা শাহবাগে অবস্থান নেয়। সেখান থেকে সায়েন্স ল্যাবরেটরি ও নীলক্ষেতে গিয়েও অবস্থান নেয়। সেখান থেকেও পুলিশ তাদের সরিয়ে দেয়।

শিক্ষার্থীদের চার দফা দাবিগুলো হলো ৫০ নাম্বারে পরীক্ষা নেয়া, পরীক্ষা কমপক্ষে দুই মাস পিছিয়ে দেয়া, ডেঙ্গু পরিস্থিতিতে পরীক্ষা স্থগিত করা এবং আইসিটি পরীক্ষা বাদ দেওয়া।

আন্দোলনকারী ছাত্রদের একজন শামীম হাসান দাবি করেন, তারা ঢাকা বোর্ডের পরীক্ষার্থীরা দুইদিন ধরে আন্দোলন করলেও অন্যান্য বোর্ডে আগেই আন্দোলন শুরু হয়েছে। তার কথা,আমরা পুরো দুই বছর পড়ার সুযোগ পাইনি। আর আমাদের আগের ব্যাচকে আইসিটি পরীক্ষা দিতে হয়নি। আমরা কেন দেব? আর পুরো সিলেবাস শেষ না করে আমাদের কেন ১০০ নাম্বারে পরীক্ষা দিতে হবে? আমরা এসএসসি পরীক্ষা করোনার কারণে মাত্র তিন বিষয়ে দিয়েছি। এখন এত চাপ আমরা নেব কীভাবে?

আরেকজন পরীক্ষার্থী মেহেরীন আশা বলেন,আমাদের পরীক্ষা না পেছালে সব পরীক্ষা ৫০ নাম্বারে নিতে হবে। প্রশ্ন একই থাকবে আমরা অর্ধেক প্রশ্নের উত্তর দিব। আর ১০০ নাম্বারে পরীক্ষা নিতে হলে দুই মাস পরীক্ষা পিছিয়ে দিতে হবে।

জিহাদ আহমেদ নামে আরেকজন শিক্ষার্থীর কথা, অনেক প্রতিষ্ঠানে আইসিটির শিক্ষক নেই। আমাদের আইসিটি ঠিকতম পড়ানো হয়নি। আমরা এই পরীক্ষাটি বাতিল চাই। আর এখন ডেঙ্গু মহামারি আকার ধারণ করেছে। অনেক পরীক্ষার্থী ডেঙ্গু আক্রান্ত। তাই পরীক্ষা পেছাতে হবে। শিক্ষার্থীদের এই আন্দোলন কয়েকটি ফেসবুক গ্রুপের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। কোনো কমিটি নেই। আন্দোলনকারীরা জানান,বড় ভাইরা আমাদের সহায়তা করছেন। তারা কয়েকটি ফেসবুক গ্রুপে কর্মসূচি দিচ্ছেন। শিক্ষার্থীরা সেভাবে হাজির হচ্ছেন। আর কোচিং ও গাইড বই প্রকাশের সঙ্গে যুক্ত কয়েকটি প্রতিষ্ঠান তাদের কর্মসূচি ধারাবাহিকভাবে তাদের ফেসবুক গ্রুপে লাইভ করছে।

সাময়িকী

তামিল নাড়ুতে বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় নতুন উদ্যোগ

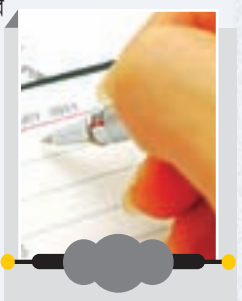

ভুবন
কলামিস্ট

বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বড় একটি ত্রুটি হচ্ছে, এর মাধ্যমে আমাদের তৈরি করা বর্জ্যের কেবল ছোট একটি অংশই পুনর্ব্যবহারযোগ্য করে আবার ফিরিয়ে আনা হয়।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বড় একটি ত্রুটি হচ্ছে, এর মাধ্যমে আমাদের তৈরি করা বর্জ্যের কেবল ছোট একটি অংশই পুনর্ব্যবহারযোগ্য করে আবার ফিরিয়ে আনা হয়। কিন্তু যেসব বর্জ্য পুনর্ব্যবহার করা হয় না, সেগুলোও ল্যান্ডফিলে গিয়ে পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতি করতে পারে। তামিল নাড়ুর এক উদ্যোগ সেই পরিস্থিতিতে পরিবর্তন আনতে চাচ্ছে। নজর না দেয়া বর্জ্যেও যে অনেক কিছুই পুনর্ব্যবহার করা সম্ভব, সেটিই হাতেনাতে দেখিয়ে দিচ্ছে তারা।

তামিল নাড়ুতে একটি বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উদ্যোগ তাদের কাজের মূল লক্ষ্য হিসাবে বেছে নিয়েছে নিম্নমূল্যের বর্জ্যকে। এসব বর্জ্য সাধারণত বেশিরভাগই ল্যান্ডফিলে স্থান পায়। এই উদ্যোগে বর্জ্য উপাদানগুলোকে উৎসেই আলাদা করা হয়। তারপর সেগুলোকে নতুন পণ্যে রূপান্তর করা হয়, বা মেরামত করে বিক্রি করা হয়।

এ যেন আবর্জনার সাগর। যত দূর চোখ যায়, কেবল বর্জ্য।

তামিল নাড়ুর এই সুউচ্চ ল্যান্ডফিলে প্রতিদিন প্রায় পাঁচ হাজার ছয়শ টন বর্জ্য ফেলা হয়। এর ওজন এগারোশ হাতির সমান।

চেন্নাই ভিত্তিক একটি সামাজিক উদ্‌য়োগ ওয়েস্টেড ৩৬০ সলিউশনস এই পরিবেশগত সংকটের সমাধানে এগিয়ে এসেছে। যেসব বর্জ্যকে সাধারণত উপেক্ষা করা হয়, তারা সেগুলো নিয়েই কাজ করে। ওয়েস্টেড ৩৬০ সলিউশনস এর প্রতিষ্ঠাতা আন আনরা বলেন, ''সবাই জানে যে প্লাস্টিক, গ্লাস এবং কাগজ পুনর্ব্যবহার করা যায়। কিন্তু আমি যেসব বর্জ্য নিয়ে কাজ করছি, সেগুলো নিয়ে কেউ কথাও বলে না, গবেষণাও করে না। তারা সেগুলো সংগ্রহও করতে চায় না।'' এই প্রতিষ্ঠান যেসব পণ্য প্রক্রিয়াজাত করে, তার মধ্যে রয়েছে টেট্রাপ্যাক, ব্যবহৃত কাপড়, স্যুটকেস এবং প্লাস্টিক। এসব উপাদান সহজে পঁচে না এবং কয়েক শতক ধরে পরিবেশে থেকে যায়। কিন্তু এগুলোও মূল্যবান হতে পারে।

ওয়েস্টেড ৩৬০ সলিউশনস এসব পণ্যকে পুনর্ব্যবহার উপযোগী করে ব্যবসা এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছে একটা সুযোগ হিসাবে তুলে ধরতে চায়। প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপক আয়েশা আজমল জানান, ''এটি আমাদের বর্জ্য আলাদা করার স্থান। এখানে এসে মানুষ তাদের বর্জ্য ফেলে যায়। এখানে দেখতে পাচ্ছেন কসমেটিকের স্যাম্পলের বোতল। এর নীচের অংশ কাঁচ এবং সেটা পুনর্ব্যবহার যোগ্য। বোতলের ক্যাপ প্লাস্টিকের, সেটিও পুনর্ব্যবহারযোগ্য। আমরা এগুলো আলাদা করি। শুরুতে আমরা বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে বর্জ্য আলাদা করি।'' বর্জ্য থেকে পরবর্তীতে নতুন জিনিস তৈরির জন্য এগুলো আলাদা করা জরুরি। দেখুন টেট্রাপ্যাক থেকে তৈরি চেয়ার। ১০ জন কর্মী শহরে ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও বাড়ি থেকে বর্জ্য সংগ্রহ করেন। প্রতিষ্ঠিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় অনেক ত্রুটির কথা তুলে ধরেন আন আনরা। তিনি বলেন, ''আমি নিজের বাসাতেও আলাদা করে বর্জ্য ফেলতাম। এক মাস পর আমি স্থানীয় বর্জ্য বিক্রেতাকে ডাকি। তিনি এসে আমার আলাদা করা বর্জ্যকে আবার আলাদা করেন। একটা বড় স্তূপে, আরেকটা ছোট স্তূপে। আমি কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, তিনি কেবল ছোট স্তূপের বর্জ্য পুনর্ব্যবহার উপযোগী করতে পারবেন। বড় স্তূপের বর্জ্য তিনি ল্যান্ডফিলে ফেলে দিবেন। তখনও আমি ভাবলাম, আমাকে এই অবস্থায় পরিবর্তন আনতে হবে। এভাবেই আমার যাত্রা শুরু হয়।'' শুরুটা অবশ্য সহজ ছিল না। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এমন এক ব্যবসা যেটির ব্যাপারে অনেক নেতিবাচক ধারণা রয়েছে। পাশাপাশি ভোক্তাদের মানসিকতাতেও পরিবর্তন প্রয়োজন। আনা আনরা বলেন, ''সব বর্জ্যই বর্জ্য নয়। এটি আসলে সম্পদ বা কাঁচামাল। টেকসই হওয়াটা নতুন কোনো ধারণা নয়। আমাদের পূর্বপুরুষেরা, এমনকি ৯০ এর দশক পর্যন্ত সবাই তাদের ভাইবোনের জিনিস ব্যবহার করতো। কেনাকাটাও হতো স্থানীয় পর্যায়ে। ফলে টেকসই জীবনের জন্য আমাদের পেছনে ফিরতে হবে।''

জানা অজানা

ধর্মের নামে বিবাদ করা মূর্খতা

সুনীল কুমার দে

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলেছেন, ধর্মের নামে বিবাদ করা মূর্খতা।এক রাম তার হাজার নাম।ঈশ্বর এক নাম অনেক।একই জল কে কেউ জল,কেউ পানী আবার কেউ ওয়াটার বলে তেমনি একই ভগবান কে কেউ রাম কেউ কৃষ্ণ কেউ দুর্গা কালী কেউ আবার গড আল্লাহ ও বলে।অর্থাৎ ভগবান এক রূপ অনেক। তিঁনিই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। তিনি আবার রাম,কৃষ্ণ, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ, তিঁনিই আর এক রূপে দুর্গা,কালী,লক্ষী,ও সারদা।একই শক্তির প্রকাশ বিভিন্ন সময়ে ,বিভিন্ন নামে ও বিভিন্ন রূপে।ভগবান রামকৃষ্ণ তা সাধনা করে আমাদের দেখিয়ে গেছেন।তাই ধর্ম ও ঈশ্বর কে নিয়ে গোল ও বিবাদ না করাই ভালো।যার যে নামে ভগবান কে ডাকতে ইচ্ছে করে সেই নামে ডাকুন, যে রূপ ভালো লাগে সেই রূপে ভজনা করুন। তাই মাতোয়ার বুদ্ধি করবেন না, ঠাকুরের এই কথা সবসময় আমাদের মনে রাখতে হবে।একজন কে মানতে হবে আর বাকি সব কে শ্রদ্ধা ও সম্মান করতে হবে।আজকাল ধর্ম ও ঈশ্বর কে নিয়ে খুব তর্ক বিতর্ক হচ্ছে,মন কষাকষি হচ্ছে,গাল মন্দ হচ্ছে।কারো ধর্ম নিয়ে ও ভগবান কে নিয়ে গাল মন্দ করা উচিত নয়,ছোটো বড় বলা উচিত নয়।আমাদের সনাতন হিন্দু ধর্মে সকল ধর্ম ও ঈশ্বর কে সম্মান করা হয়েছে,সকল পথ ও মত কে সম্মান দেওয়া হয়েছে।ঠাকুর রামকৃষ্ণ তাই যত মত তত পথ বলেছেন।ঠাকুরের এই উদার ভাব কে না বুঝে কেউ খিল্লি উড়াবেন না ও বিরূপ মন্তব্য করবেন না।একজন কে মানুন আর অন্য সবাই কে শ্রদ্ধা ও সম্মান করুন।ধর্ম ও ঈশ্বর নিয়ে বিবাদ বন্ধ করুন।

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌন্দী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

বিজেপিকে পরাস্ত করার স্বার্থে 'ইন্ডিয়া'কে সমর্থন এআইইউডিএফ সভাপতি তথা সাংসদ মৌলানা বদরুদ্দিন আজমলের

করিমগঞ্জ, ধুবড়ি এবং নগাঁও লোকসভা কেন্দ্র জয় নিশ্চিত বলে ঘোষণা

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ এ যেন জোর করে গলায় ঝুলে পড়া। অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি কিংবা সর্বভারতীয় কংগ্রেস মিত্র জোটের ক্ষেত্রে বারংবার এআইইউডিএফকে খারিজ করে দিয়েছে। কিন্তু এরপরেও নাছোড়বান্দা এআইইউডিএফ। আমন্ত্রণ, চাহিদা কিংবা প্রয়োজন না থাকার পর এআইইউডিএফ কংগ্রেসের পিছু ছাড়ছে না। এবার সর্বভারতীয় পর্যায়ে ২৬ টি রাজনৈতিক দলের যৌথ মঞ্চ 'ইন্ডিয়া'র প্রতি সমর্থন জানালেন এআইইউডিএফ সভাপতি তথা সাংসদ মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল। তিনি বলেন একমাত্র বিজেপিকে পরাভূত করার উদ্দেশ্যে এআইইউডিএফ ইন্ডিয়া'কে সমর্থন জানাবে। তবে তারা এআইইউডিএফ এর সমর্থন নেবে কিনা এটা তাদের কথা। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে করিমগঞ্জ, ধুবড়ি এবং নগাঁও লোকসভা কেন্দ্র জয় নিশ্চিত বলে ঘোষণা করেছেন তিনি।

উল্লেখ্য অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন কুমার বরা মিত্র জোটের ক্ষেত্রে এআইইউডিএফকে খারিজ করে দিয়েছেন। দীর্ঘদিন ধরে তিনি নিজের স্থিতিতে অটল রয়েছেন। এমনকি প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরার নেতৃত্বে ১১ টি রাজনৈতিক দল একত্রিত হয়ে মিত্রজোট গঠন হলেও সেখানেও স্থান পায়নি এআইইউডিএফ। দলটির সভাপতি সহ একাংশ বিধায়ক বহুবার এই মিত্র জোটে শামিল হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেও সেটা সরাসরি খারিজ করে দিয়েছেন অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন কুমার বরা। একইভাবে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমারের তৎপরতায় সর্বভারতীয় পর্যায়ের ২৬ টি রাজনৈতিক দল একত্রিত হয়ে ইন্ডিয়া নামের মিত্রজোট গঠন করলেও সেখানেও ডাক পায়নি এআইইউডিএফ। এই মিত্র জোটে অন্তর্ভুক্তির জন্য এআইইউডিএফ সভাপতি তথা সাংসদ মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল এবং দলটির একাংশ বিধায়ক পাটনায় উপস্থিত হয়ে মুখ্যমন্ত্রী নিতিশ কুমারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। তাছাড়া মহারাষ্ট্রে উপস্থিত হয়ে এনসিপি সভাপতি শরদ পাওয়ারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছে এআইইউডিএফ এর প্রতিনিধি দলটি। কিন্তু বাস্তবে এর সুফল পাওয়া যায়নি। বিরোধী ঐক্য মঞ্চ 'ইন্ডিয়া'তে শামিল হতে পারেনি এআইইউডিএফ।

কিন্তু এরপরেও নাছোড়বান্দা এআইইউডিএফ ইন্ডিয়া'কে নিজস্বভাবে সমর্থন জানানো কথা ঘোষণা করেছে। সোমবার সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে এআইইউডিএফ সভাপতি তথা সাংসদ মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল বলেন একমাত্র বিজেপিকে পরাজিত করার স্বার্থে ইন্ডিয়া'কে সমর্থন জানানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে এআইইউডিএফ এর সমর্থন ইন্ডিয়া' নেবে কিনা সেটা তাদের কথা। কিন্তু এআইইউডিএফ নিজস্বভাবে এই সমর্থন অব্যাহত রাখবে। বিশেষ করে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে প্রতি লক্ষ্য রেখে এআইইউডিএফ এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এক্ষেত্রে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরা কি মন্তব্য করেছেন সেটার তিনি শোনেননি বলে মন্তব্য করেছেন মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল। তিনি বলেন তার সরাসরি সংযোগ সোনিয়া গান্ধী এবং রাহুল গান্ধীর সঙ্গে। ফলে ভূপেন বরা কি বললেন সেটা তিনি জানেন না এবং জানার আগ্রহ তার নেই বলে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন এআইইউডিএফ সভাপতি।

অন্যদিকে আসন্ন ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে এআইইউডিএফ করিমগঞ্জ, ধুবড়ি এবং নগাঁও লোকসভা কেন্দ্র জয় পাওয়া নিশ্চিত বলে মন্তব্য করেছেন সভাপতি মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল। তিনি বলেন রাজ্যের প্রস্তাবিত লোকসভা এবং বিধানসভা কেন্দ্রের সীমানা পুনর্গঠনের পরেও এই তিনটি কেন্দ্রে এআইইউডিএফ এর জয় লাভ নিশ্চিত। এক্ষেত্রে যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করে তোলা হয়েছে। তবে কংগ্রেসের সঙ্গে মিত্র জোট গঠন হলে সম্পূর্ণ প্রেক্ষাপট পাল্টে যাবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। এআইইউডিএফ সভাপতি তথা সাংসদ মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল বলেন কংগ্রেস তাদের সঙ্গে এলে লোকসভা নির্বাচনে বিরোধীর আসনের সংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাবে। এর জন্যই তিনি বারংবার কংগ্রেসের সঙ্গে মিত্র জোট গঠনের পক্ষে রয়েছেন। তবে কংগ্রেস সঙ্গে না থাকলেও কিংবা পুনর্গঠন এর প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলেও এআইইউডিএফ অসমে নিম্নতম তিনটি লোকসভা আসন দখল করতে সক্ষম হবে বলে স্পষ্ট ভাষা ঘোষণা করেছেন দলটির সভাপতি তথা সাংসদ মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল।

মহাবিদ্যালয় এর অধ্যক্ষ, অধ্যাপকদের এবিভিপির সদস্য পদ গ্রহণ করাকে কেন্দ্র করে শিক্ষা মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া

নিজের দায়িত্ব পালন করে এবিভিপির সঙ্গে জড়িত হলে কোনো আপত্তি নেই বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ রাজ্যের একাংশ মহাবিদ্যালয় এর অধ্যক্ষ, অধ্যাপকরা অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের সদস্যপদ গ্রহণ করেছেন। এই বিষয়টি নিজেই জনসমক্ষে তুলে ধরেছে ছাত্র সংগঠনটি। সামাজিক মাধ্যম ফেসবুকে বিভিন্ন মহাবিদ্যালয় অধ্যক্ষ, অধ্যাপকদের ছবি সহ সদস্যপদ গ্রহণ করার বিষয়টি প্রকাশ করেছে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি)। কিন্তু এই তথ্য প্রকাশ পাওয়ার পরেই সারা রাজ্য জুড়ে বিশেষ করে শিক্ষা মহলে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। অন্যান্য ছাত্র সংগঠন এর তীব্র সমালোচনা করেছে। তবে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এক্ষেত্রে খারাপ কিছু দেখছেন না। তিনি বলেন এবিভিপি বিজেপির ছাত্র সংগঠন বলে ভুল ধারণা রয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিজেদের দায়িত্ব পালন করার পর এবিভিপির মত অরাজনৈতিক সামাজিক সংগঠনের সঙ্গে জড়িত হওয়ার ক্ষেত্রে কোন বাধা নেই বলে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রসঙ্গত অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি) সামাজিক মাধ্যম ফেসবুকে প্রকাশ করা তথ্য অনুযায়ী রাজ্যের একাংশ মহাবিদ্যালয়ের বেশ কয়েকজন অধ্যক্ষ, অধ্যাপক ছাত্র সংগঠনটির সদস্যপদ গ্রহণ করে তাদের সঙ্গে জড়িত হয়েছেন। এরমধ্যে কাছাড়ের গুরুচরণ মহাবিদ্যালয় অধ্যক্ষ বিভাস দেব, গুরুজন মহাবিদ্যালয় অধ্যাপক সৈকতেন্দু দেব রায়, যোরহাট জেবি কলেজের অধ্যক্ষ ড০ উৎপল জ্যোতি মহন্ত, জেবি কলেজের অধ্যাপক শুভাশিস শর্মা, উত্তর লক্ষীমপুর কলেজের অধ্যক্ষ ড০ বিমান চন্দ্র চেতিয়া, অসম মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কৌশিক সন্দিকৈ প্রমুখ অধ্যক্ষ অধ্যাপকের নাম জনসমক্ষে প্রকাশিত হয়েছে। রাজ্যের একাংশ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ, অধ্যাপকের নাম একটি ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে জড়িয়ে যাবার পর স্বাভাবিকভাবে এর বিরোধিতা করেছে অন্যান্য ছাত্র সংগঠন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য সারা অসম ছাত্র সংস্থা (আসু) এবং ইন্ডিয়ান স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন। এভাবে মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ কিংবা অধ্যাপক ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে সরাসরিভাবে জড়িত হওয়ার ঘটনাটি অত্যন্ত লজ্জাজনক এবং দুর্ভাগ্যজনক বলে আখ্যা দিয়েছে সারা অসম ছাত্র সংস্থা। ছাত্র সংগঠনটি স্পষ্টভাবে বলেছে যে শিক্ষক সমাজ সরাসরি ভাবে ছাত্র রাজনীতিতে প্রবেশ করা উচিত নয়। রাজ্যে নজির বিহীনভাবে সর্বপ্রথম এভাবে শিক্ষক সমাজ সরাসরি কোনো ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে জড়িত হওয়ার ঘটনা সংঘটিত হয়েছে বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছে সারা অসম ছাত্র সংস্থা (আসু)। একইভাবে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ এবং অধ্যাপকদের মধ্যে সদস্য পদ ভর্তি অভিযানের তীব্র বিরোধিতা জানিয়েছে ইন্ডিয়ান স্টুডে-ট অর্গানাইজেশন অর্থাৎ ভারতীয় ছাত্র সংগঠন। এভাবে এবিভিপির সদস্যপদ গ্রহণ করার মাধ্যমে অধ্যক্ষ এবং অধ্যাপকদের বিজেপির আনুগত্য করা হচ্ছে বলে অভিযোগ জানিয়েছে

এই ছাত্র সংগঠনটি। এবিভিপির সদস্য ভর্তি অভিযানের মাধ্যমে মূলত রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ বিজেপির হাতে তুলে দেওয়ার প্রক্রিয়া বলে মন্তব্য করেছে ইন্ডিয়ান স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন। তবে এক্ষেত্রে অবশেষে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। বিভিন্ন প্রকল্পের উদঘাটন এবং ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের উদ্দেশ্যে সোমবার বোকাখাত পৌঁছে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে তিনি বলেন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ একটি অরাজনৈতিক সামাজিক সংগঠন। তাছাড়া এবিভিপি বিজেপির ছাত্র সংগঠন বলে বিভিন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে ভুল ধারণা রয়েছে। কিন্তু বাস্তবে সেটা নয়। বিজেপির সঙ্গে এবিভিপির মতাদর্শ মিললেও এই ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে দলের কোনো সম্পর্ক নেই বলে স্পষ্ট করে দিয়েছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন একটি অরাজনৈতিক সামাজিক সংগঠনের সঙ্গে যে কোনো ব্যক্তি জড়িত হতে পারেন। শিক্ষানুষ্ঠানের নিজেদের দায়িত্ব পালন করার পর যদি মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ কিংবা অধ্যাপক এবিভিপির সঙ্গে জড়িত হচ্ছেন সেটাতে আপত্তি করার কিছু নেই বলে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন তিনি।

বহুবিবাহ প্রতিরোধে গঠন করে দেওয়া কমিটির প্রতিবেদন সরকারের হাতে জমা পড়ার পরেই বিষয়টি ঘিরে বিরোধীপক্ষের তুলকালাম

বিষয়টি নিয়ে তড়িঘড়ি সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত নয় বলে মন্তব্য দেবব্রত শইকীয়ার, মুখ্যমন্ত্রী মেরু বিভাজন করতে চাইছে অভিযোগ সাংসদ আব্দুল খালেকের

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল। বহুবিবাহ প্রতিরোধে সরকার আইন প্রস্তুত করার প্রক্রিয়া এখনো শুরু না করলেও এই বিষয়টি নিয়ে তৎপর হয়ে উঠেছে বিরোধী পক্ষ। বিশেষ করে কংগ্রেস, এআইইউডিএফ এক্ষেত্রে সরকারের বিরুদ্ধে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। বহুবিবাহ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে গঠন করে দেওয়া কমিটি সবেমাত্র তাদের প্রতিবেদন সরকারের হাতে জমা দিয়েছে। বহুবিবাহ বিরোধী আইনের রূপরেখাও এখনো প্রস্তুত হয়নি। কিন্তু এরপরেও এই বিষয় নিয়ে তৎপর হয়ে উঠেছে রাজ্যের বিরোধীপক্ষ। তবে রাজ্য সরকার বহুবিবাহ প্রতিরোধে যে আইন আনবে সেটা সর্বস্তরে গ্রহণযোগ্য হবে বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

উল্লেখ্য অসমে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করার ক্ষেত্রে সর্বাধিক আগ্রতা প্রকাশ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। এই সংক্রান্তে তিনি বিধানসভায় আইন প্রণয়ন করে রাজ্যে বহুবিবাহ বন্ধ করার পক্ষে রয়েছেন। এই উদ্দেশ্যেই গত ১২ মে প্রাক্তন বিচারপতি রুমি কুমারী ফুকনের নেতৃত্বে চারজন সদস্যের একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করার বিষয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খতিয়ে দেখার দায়িত্ব দিয়েছিলেন তিনি। অবশেষে রবিবার এই বিশেষজ্ঞ কমিটি নিজেদের প্রতিবেদন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার হাতে তুলে দিয়েছে। এই বিশেষজ্ঞ কমিটির প্রতিবেদনের মাধ্যমে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে ইতিবাচক ভাবে রাজ্যের মহিলা সবলীকরণ তথা আত্মনির্ভর হওয়ার পথ প্রশস্ত হয়েছে বলে মন্তব্য করেছিলেন তিনি।

বিভিন্ন প্রকল্পের উদঘাটন এবং ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের উদ্দেশ্যে সোমবার বোকাখাত সফরে ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। সেখানে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় তিনি বলেন বহুবিবাহ প্রতিরোধে অসম সরকার যে আইন প্রণাম করবে সেটা রাজ্যের সর্বস্তরের সাধারন মানুষ গ্রহণ করবেন। এক্ষেত্রে কোথাও কোনো আপত্তি হবে বলে অনুমান হয় না। অন্যান্য রাজ্যের পরিস্থিতির তুলনায় অসম সম্পূর্ণ ভিন্ন। ফলে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে অসমে বহুবিবাহের বিরুদ্ধে সরকারের আইনের সমর্থন জানাবেন প্রতি জন ব্যক্তি বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

তবে বহুবিবাহের বিরুদ্ধে সরকারের প্রস্তাবিত আইনের প্রত্যেকে সমর্থন জানাবেন বলে মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যের পরেই বিরোধীপক্ষ বিশেষ করে কংগ্রেস এবং এআইইউডিএফ এই বিষয়ে সরকারের কঠোর সমালোচনা করেছে। বিধানসভায় বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া বলেন এতো তাড়াহুড়ো করে বাল্যবিবাহ বিরোধী আইন আনার প্রযোজন ছিল না। কেন্দ্রীয় সরকার এই বিষয়ে একটি আইন আনার কথা চিন্তা ভাবনা করছে। এক্ষেত্রে সর্বভারতীয় স্তরে আলোচনা চর্চা অব্যাহত রয়েছে। ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের আইনের পরেই রাজ্যে এই বিষয়ে আইন প্রণয়ন হওয়া উচিত। এই বিষয়টি নিয়ে এতো তাড়াহুড়ো করার পিছনে রাজ্য সরকারের কোনো রহস্য রয়েছে বলে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন কংগ্রেস বিধায়ক দেবব্রত শইকীয়া। কেন্দ্রীয় সরকার বহুবিবাহের বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন করার পর রাজ্য সরকার এক্ষেত্রে পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তিনি।

এই বিষয়টি নিয়ে কংগ্রেস সাংসদ আব্দুল খালেক একইভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন বহুবিবাহের বিরুদ্ধে আইনের প্রস্তাব করে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ধর্মীয় মেরু বিভাজন করতে চাইছেন। তিনি বলেন শুধুমাত্র মুসলমান সম্প্রদায় নয় বিভিন্ন ধর্মে এবং সম্প্রদায়ে বহুবিবাহের প্রথা রয়েছে। কিন্তু রাজ্যের বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার বহুবিবাহ আইনের মাধ্যমে শুধুমাত্র মুসলমানদের টার্গেট করতে চাইছে বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন তিনি। বহুবিবাহ বিরোধী সরকারের প্রস্তাবিত আইন নিয়ে শুধুমাত্র কংগ্রেস নয় এআইইউডিএফ সমানভাবে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। এক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন এআইইউডিএফ বিধায়ক আমিনুল ইসলাম জুনিয়র। তাছাড়া কংগ্রেস থেকে বহিস্কৃত বিধায়ক শেরমান আলীও এই বিষয় নিয়ে নিজের মতামত প্রকাশ করেছেন।

এআইইউডিএফ বিধায়ক আমিনুল ইসলাম জুনিয়র বলেন বহুবিবাহের বিষয়টি একটি ব্যক্তিগত বিষয়। কারো সন্তান জন্ম হয়নি, কারোর স্ত্রী মারা গেছে অথবা কারোর বহু সম্পত্তি রয়েছে তারা সাধারণত বহুবিবাহে লিপ্ত হচ্ছে। অরুণাচল প্রদেশে একেক জন ব্যক্তি ১৬-১৭ টি বিবাহ করছে। সেখানে তো বিজেপি সরকার রয়েছে। ফলে বিজেপি সরকার যদি সাহস থাকে তাহলে অরুণাচল প্রদেশে বহুবিবাহ বন্ধ করে দেখাক বলে মন্তব্য করেন তিনি। এআইইউডিএফ বিধায়ক আমিনুল ইসলাম বলেন অরুণাচল প্রদেশে তো মুসলমান নেই। মূল বিষয় হলো এই এজেন্ডার এর মাধ্যমে মুসলমানকে লক্ষ্য হিসেবে নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ মুসলমানদের বহুবিবাহ বন্ধ করা হলো, তিন তালাক বন্ধ করা হলো, হিজাব বন্ধ করা হলো, গরু খাওয়া বন্ধ করা হলো, সন্তান জন্ম বন্ধ করা হলো। শুধুমাত্র দেখানোর জন্য মুসলমানদের আক্রমণ করার জন্য সরকার এই পলিসি নিয়েছে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

কংগ্রেস থেকে বহিস্কৃত বিধায়ক শেরমান আলী বহুবিবাহ বিরোধী আইনের ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন স্ত্রী যদি অসুখে ভুগছেন এবং স্বামী যদি যুবক হয়ে রয়েছেন অথবা কোনো কারণে সন্তান জন্ম হয়নি সেই পরিস্থিতির ক্ষেত্রে বহুবিবাহের গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। স্ত্রী পাঁচ বছর ধরে অসুখে ভুগছেন অথচ স্বামী নিস্তব্ধভাবে সেটা মেনে নেবেন এই ধরনের বিষয় বাস্তবে হয় না। এটাই মানুষের চরিত্র। তিনি বলেন এমনকি কোরানেও রয়েছে একজন পুরুষ একজন মহিলা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। এবং অত্যন্ত খারাপ বিষয় হলো নিজের স্ত্রীকে ডিভোর্স দেওয়া। দ্বিতীয় বিবাহের ক্ষেত্রে সাংঘাতিক শর্ত রয়েছে। প্রথম কথা হল প্রথম স্ত্রীর থেকে অনুমতি নিতে হবে। দ্বিতীয় হল দুজনের প্রতি সমব্যবহার করতে হবে। ফলে এই শর্তগুলো মানা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার বলে মন্তব্য করেন তিনি। ফলে শর্তসাপেক্ষে এবং পরিস্থিতি অনুসারে বহুবিবাহের ক্ষেত্রে অনুমতি থাকা প্রযোজন বলে মন্তব্য করেছেন বিধায়ক শেরমান আলী।

মুদ্রাস্ফীতি প্রসঙ্গে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোকে পাল্টা জবাব বিজেপির

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ মূল্যবৃদ্ধি এক স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টি নেতৃত্বাধীন সরকার মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম হয়েছে। বিগত দুই বছরে মুদ্রাস্ফীতির হার অস্বাভাবিক ছিল না। তবে মুদ্রাস্ফীতি সংক্রান্তে সরকার নির্লিপ্ত রয়েছে বলে বিরোধী দলগুলোর অভিযোগ উত্থাপন করা শুধুমাত্র রাজনৈতিক অভিসন্ধিমূলক বক্তব্য বলে মন্তব্য করেছেন রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র রূপম গোস্বামী। এই বিষয়ে অন্যতম মুখপাত্র সুভাষ দত্ত একইভাবে বিরোধী দলগুলোর সমালোচনা করেছেন। গুয়াহাটি মহানগরের বৈশিষ্ট স্থিত রাজ্য বিজেপির মুখ্য কার্যালয় অটল বিহারী বাজপেয়ী ভবনে আযোজিত এক সাংবাদিক বৈঠকে মুখপাত্র রূপম গোস্বামী বলেন মূল্যবৃদ্ধি ব্যক্তিগতভাবে সবাইকে স্পর্শ করেছে। কিন্তু বিজেপি সরকার এর মধ্যেও মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়েছে। তিনি বলেন বিজেপি সরকারের শাসন ক্ষমতায় আসার আগে কংগ্রেস সরকারের আমলে ২০০৯ সালে মুদ্রাস্ফীতির হার ছিল ১০.৮৮ শতাংশ। একইভাবে ২০১০ সালে মুদ্রাস্ফিদের হার ছিল ১১.৯৯ শতাংশ, ২০১১ সালে ৮.৮৬ শতাংশ, ২০১২ সালে ৯.৩১ শতাংশ এবং ২০১৩ সালে ১১.০৬ শতাংশ ছিল বলে মন্তব্য করেন তিনি। রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র রূপম গোস্বামী বলেন ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিজেপি সরকার গঠন করার পর থেকে মুদ্রাস্ফীতির হার সেই বছরে ৬.৬৭ শতাংশ পর্যন্ত হ্রাস পেয়েছিল। তার পরবর্তী সময়ে ২০১৫ সালে মুদ্রাস্ফীতির হার ছিল ৪.৯১ শতাংশ, ২০১৬ সালে ৪.৯৫ শতাংশ, ২০১৭ সালে ৩.৩৩ শতাংশ, ২০১৮ সালে ৩.৯৪ শতাংশ, ২০১৯ সালে ৩.৭৩ শতাংশ। ২০২০ সালে কোভিড মহামারীর বিভীষিকা থাকা সত্ত্বেও মুদ্রাস্ফিদের হার ৬.৬২ শতাংশ রাখতে সক্ষম হয়েছিল বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার। ফলে এক্ষেত্রে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর সরকারের সমালোচনা গ্রহণযোগ্য নয়। এটা শুধুমাত্র রাজনৈতিক সমালোচনা বলে মন্তব্য করেছেন রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র রূপম গোস্বামী। অন্যদিকে সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্য বিজেপির অন্যতম মুখপাত্র সুভাষ দত্ত বলেন বিধায়ক অখিল গগৈ মুক্ত বাজার অর্থনীতির সমালোচনা করেছেন। কিন্তু ভারতবর্ষে মুক্তবাজার অর্থনীতির জন্মদাতা ছিল কংগ্রেস। অথচ সেই কংগ্রেসের সাহায্য নিয়ে লোকসভায় যাওয়ার স্বপ্ন দেখছেন তিনি। অখিল গগৈ শিবসাগর বিধানসভা কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদি সরকারের প্রকল্প গুলোর ফিতা কেটে সেগুলি তার সৃষ্টি করা বলে সাধারণ জনতার মুখে বলে বেড়াচ্ছেন। দিনের বেলায় সংবাদ মাধ্যমে বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে সরব থাকলেও রাত হলে মনের পছন্দের ঠিকাদারের তালিকা নিয়ে বিজেপি সরকারের মন্ত্রীর কাছে আর্জি জানান অখিল গগৈ। এরই মধ্যে যদি নিজের মনোকামনা পূর্ণ না হয় তাহলে পরের দিনই বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে সক্রিয় হয়ে উঠেন তিনি। এভাবে বিরোধী রাজনীতি চলছে বলে মন্তব্য করেছেন মুখপাত্র সুভাষ দত্ত। তিনি একইভাবে অসম জাতীয় পরিষদের সভাপতি লুরিনজ্যোতি গগৈর সমালোচনা করেছেন। রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র সুভাষ দত্ত বলেন লুরিনজ্যোতি গগৈ রাজ্যের পরিকাঠামো উন্নয়ন হওয়ার বিষয়টি পছন্দ করছেন না। নির্মাণ সম্পন্ন হওয়া সেতুগুলো উদ্বোধনের সময় বিরোধী দলের বিধায়করা মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে সংবাদ মাধ্যমে মন্তব্য করেছেন। সেই পরিস্থিতিতে সেতু নির্মাণে দুর্নীতি হয়েছে বলে লুরিনজ্যোতি গগৈ দুলু আহমেদকে কাছে বসিয়ে সিন্ডিকেট চলছে বলে সরকারের সমালোচনা করেছেন। এমন মনে হচ্ছে যেন লুরিনজ্যোতি গগৈ দুলু আহমেদ থেকে সিন্ডিকেটের আদিপাঠ শিখছেন বলে মন্তব্য করেন তিনি। রাজ্য বিজেপি মুখপাত্র বলেন কংগ্রেস এবং দুর্নীতি একটি মুদ্রার দুই পীঠ। কংগ্রেসের মুখপাত্ররা বিজেপিকে সমালোচনা করার আগে তাদের সরকারের আমলে অসমকে করা প্রমঞ্চনা গুলো ভালো করে অধ্যায়ন করা উচিত। কংগ্রেসের আমলে সর্বাধিক দুর্নীতি হয়েছিল বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি। মুখপাত্র সুভাষ দত্ত বলেন ড০ মনমোহন সিংহের সরকারের দশ বছরের কার্যকালে কাঁচা তেলের রয়েলটি ৭৭৭০ কোটি টাকা বন্ধ করে করে রেখে কংগ্রেস সরকার অসঙ্কে লুণ্ঠন এবং প্রবঞ্চনা করার রেকর্ড কায়েম করেছিল। বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারের আমলে অসমের মত রাজ্যের উন্নয়নের ধারা প্রবাহিত হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা নেতৃত্বাধীন সরকারের আমলে অসমে তিরিশ হাজার কিলোমিটার পথ পাকা করা সম্পন্ন হয়েছে। এক হাজারের অধিক কাঠের ব্রিজ পাকা করা হয়েছে। অসমে দ্বৈত রেল লাইনের কাজ শুরু হয়েছে। রেলপথ বৈদ্যুতিকরণ হয়েছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিকাঠামো শক্তিশালী হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে বিরোধী দলগুলো প্রকৃত সত্য লুকিয়ে রেখে সাধারণ মানুষের মধ্যে তরল মন্তব্য করে অপপ্রচার চালানোর প্রচেষ্টা করে চলেছে। তিনি বলেন ড০ মনমোহন সিংহের সরকারের আমলে অসমকে ত্রযদেশ আর্থিক আযোগের মাধ্যমে মাত্র ৫৮ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করার বিপরীতে নরেন্দ্র মোদি সরকার চতুর্থদশ আযোগের মাধ্যমে ১ লক্ষ ৫৫ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। এভাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রাজ্যবাসীর প্রতি নিজের আন্তরিকতা প্রকাশ করেছেন বলে মন্তব্য করেন রাজ্য বিজেপি মুখপাত্র সুভাষ দত্ত।

নেইমারের পিএসজি ছাড়ার ইচ্ছার খবরকে 'ভুয়া' বললেন তাঁর বাবা

প্যারিস (ওয়েবডেস্ক) ঃ লিওনেল মেসি পিএসজি ছেড়েছেন। একই পথে আছেন কিলিয়ান এমবাপ্পেও। এ দুজনের বিদায়ে আগামী মৌসুমে পিএসজির দায়িত্ব নেইমারের কাঁধে আসার কথা শোনা যাচ্ছিল। অনেকে এটাকে পিএসজিতে নেইমারের স্বপ্নপূরণের সুযোগ হিসেবেও দেখছিল। এর মধ্যে গত বৃহস্পতিবার দক্ষিণ কোরিয়ায় জিয়নবুক হুন্দাই মোটরসের সঙ্গে প্রাক্‌মৌসুম প্রীতি ম্যাচে পিএসজির হয়ে মাঠে ফিরেই জোড়া গোল করেন নেইমার। তাঁর এই জোড়া গোলকে পিএসজিতে নেইমারের নতুন দিনের সূচনা হিসেবেই দেখছিলেন অনেকে।

কিন্তু গতকাল রাত থেকেই হঠাৎ পরিস্থিতি মোড় নিয়েছে ভিন্ন দিকে। ফরাসি সংবাদমাধ্যম 'লেকিপ' জানায়, নেইমার নাকি পিএসজিকে ক্লাব ছাড়ার কথা জানিয়ে দিয়েছেন। নেইমারের ক্লাব ছাড়ার ইচ্ছার কথা জানানোর এই খবরে নাকি বিস্মিত হয়েছে পিএসজি কর্তৃপক্ষ। যা একই সঙ্গে ইউরোপীয় ফুটবলের দলবদলের বাজারেও নতুন এক অস্থিরতার সূচনা করেছে। ২০১৭ সালে বিশ্বের সবচেয়ে দামি খেলোয়াড় হিসেবে ২২ কোটি ইউরোতে বার্সেলোনা ছেড়ে পিএসজিতে আসেন নেইমার।

নেইমারের ক্লাব ছাড়ার খবর সামনে আসার পর, তাঁর পরবর্তী গন্তব্য হিসেবে বেশ কয়েকটি ক্লাবের নাম শোনা যাচ্ছে। এদিকে তাঁর দলবদল নিয়ে মুখ খুলেছেন তাঁর বাবা নেইমার দা সিলভা সান্তোস, যিনি একই সঙ্গে নেইমারের এজেন্টও বটে। তিনি এই খবরকে গুঞ্জন বলে উড়িয়ে দিয়েছেন এবং সংবাদমাধ্যম লেকিপকে একহাত নিয়েছেন।

নেইমারের পিএসজির ছাড়ার খবর নিয়ে লেকিপের ওপর ক্ষোভ প্রকাশ করে তাঁর বাবা বলেছেন, 'আমি এমন খবর নিশ্চিত করতে পারি না, যা ঘটেইনি। লেকিপ এখন লে'ফেইক।'

এর আগে লেকিপ জানায়, নেইমারের ক্লাব ছাড়ার সিদ্ধান্তের পেছনে ভূমিকা রেখেছে কিছুদিন আগে তাঁর বাসার সামনে হয়ে যাওয়া বিক্ষোভ সমাবেশ। মে মাসের প্রথম সপ্তাহে নেইমারের পিএসজি ছাড়ার দাবিতে তাঁর বাড়ির সামনে এই প্রতিবাদ সভাটি করেছিল পিএসজির কট্টরপন্থী কিছু সমর্থক। চ্যাম্পিয়নস লিগের দ্বিতীয় রাউন্ডে বায়ার্ন মিউনিখের কাছে হারার পর মূলত সমর্থকদের তোপের মুখে পড়েন নেইমার।

কিন্তু তাঁকে নিয়ে হওয়া এই প্রতিবাদ সভা নাকি স্বাভাবিকভাবে নিতে পারেননি নেইমার। যা এখন ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ডকে ক্লাব ছাড়ার পথে চালিত করেছে। লেকিপের এই সংবাদের পেছনেও সেই কট্টরপন্থী সর্মথকদের হাত থাকতে পারে বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন নেইমারের বাবা সান্তোস। তিনি বলেছেন, 'এই খবটির অন্য কোথাও থেকে এসেছে। তাদের উদ্দেশ্য বোঝার চেষ্টা করছি।'

এদিকে নেইমারের ক্লাব ছাড়ার খবর সামনে আসার পর তাঁর ভবিষ্যৎ গন্তব্য নিয়েও শুরু হয়েছে নানা গুঞ্জন। স্কাই স্পোর্টস জানিয়েছে নেইমারের জন্য ৬ থেকে ৯ কোটি ইউরোর মধ্যে যেকোনো প্রস্তাবকে বিবেচনা করবে পিএসজি। কিন্তু এই টাকায় নেইমারকে শেষ পর্যন্ত কারা কিনবে, তা নিয়ে আছে ধোঁয়াশা। দলবদলের শুরু থেকে একাধিকবার শোনা গিয়েছিল বার্সেলোনার কথা। জুনের শুরুতে নেইমারের পিএসজি ছেড়ে বার্সায় আসার সম্ভাবনা নিয়ে জাভি বলেছিলেন, 'আমি নেইমারের এই খবরে বেশ অবাক হয়েছি। সে কখনোই আমাদের পরিকল্পনায় ছিল না।'

এরপর কদিন আগে জানা যায়, দেম্বেলের বদলে নেইমারকেও ধারে বার্সায় পাঠানোর প্রস্তাব দিয়েছিল পিএসজি। কিন্তু তাদের সেই প্রস্তাবে এবারও 'না' করে দেন জাভি। এখন নেইমারের পিএসজি ছাড়ার খবরের পর ফের তাঁর নামের সঙ্গে জড়িয়ে শোনা যাচ্ছে বার্সার কথা। কিন্তু এই মুহূর্তে জাভি নাকি বড় সাইনিং চান না। তা ছাড়া দলের সমন্বয়ে নেইমারের মতো তারকার আগমন বড় কোনো প্রভাব ফেলবে কি না, সেই আশঙ্কাও আছে। তবে দলবদলের বাজারে শেষকথা বলে কিছু নেই। তাই নেইমার বার্সা সমীকরণ নতুন কোনো চমক নিয়ে আসে কি না, সেদিকে চোখ রাখতেই হবে।

পিএসজির হয়ে গোলের পর নেইমারের উদ্‌যাপন নেইমারের গন্তব্যের তালিকায় শোনা যাচ্ছে চেলসির নামও। এর আগে পিএসজিতে চেলসির বর্তমান কোচ মরিসিও পচেত্তিনোর অধীন খেলেছিলেন নেইমার। কিন্তু ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম 'ইভিনিং স্ট্যান্ডার্ড' জানিয়েছে, নেইমারকে দলে টানার কোনো ইচ্ছে নেই পচেত্তিনোর। নেইমারের খেলার ধরন চেলসির খেলার ধরনের সঙ্গে যাবে কি না, তা নিয়ে শঙ্কা রয়েছে পচেত্তিনোর মনে। যে কারণে এই মুহূর্তে নেইমারকে চান না এই আর্জেন্টাইন কোচ। এখন সব মিলিয়ে বেশ অনিশ্চিত এক পরিস্থিতিতেই পড়েছেন নেইমার। শেষ পর্যন্ত তাঁর ভাগ্যে কী ঘটে, তা জানতে আরও কিছু সময় অপেক্ষা করতেই হচ্ছে।

স্মিথকে টিটোয়েন্টি দলে নেওয়া 'লজ্জাজনক' মনে করেন ক্লার্ক

সিডনি ঃ স্টিভ স্মিথকে অস্ট্রেলিয়ার টিটোয়েন্টি দলে নেওয়াটা নির্বাচকদের জন্য 'লজ্জাজনক' বলেছেন মাইকেল ক্লার্ক। দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের জন্য গতকাল ঘোষিত ১৪ জনের দলে রাখা হয়েছে স্মিথকে। এ সিদ্ধান্তের কড়া সমালোচনাই করেছেন সাবেক অধিনায়ক ক্লার্ক। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে গত বছর হয়ে যাওয়া টিটোয়েন্টি বিশ্বকাপে মাত্র একটি ম্যাচ খেলেছিলেন স্মিথ, বাকিগুলোতে বেঞ্চে বসেই কাটাতে হয় তাঁকে। অনেকেই ধরে নিয়েছিলেন, স্মিথের টিটোয়েন্টি ক্যারিয়ারের শেষ সেটিই। তবে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে এ মাসের শেষে শুরু হতে যাওয়া টিটোয়েন্টি সিরিজে মিচেল মার্শের নেতৃত্বাধীন দলে রাখা হয়েছে তাঁকে। অথচ গত বিশ্বকাপের পর থেকে এখন পর্যন্ত টিটোয়েন্টি সংস্করণে কোনো ম্যাচ খেলেনি অস্ট্রেলিয়া।

স্মিথের সাবেক সতীর্থ ও অধিনায়ক ক্লার্ক স্কাই স্পোর্টস রেডিওর দ্য বিগ স্পোর্টস ব্রেকফাস্ট শোতে বলেছেন, 'আমি বুঝতে পারছি না (স্মিথকে দলে নেওয়ার ব্যাপারটা)... আমার কাছে নির্বাচকদের জন্য এটিকে লজ্জাজনক মনে হচ্ছে।'

গত বিশ্বকাপের প্রসঙ্গ টেনে ক্লার্ক বলেন, 'তারা গত বিশ্বকাপের দলে রেখেছিল, কিন্তু একাদশে সুযোগ পায়নি। সে ম্যাচ পায়নি একটিও (আদতে আফগানিস্তানের বিপক্ষে শেষ ম্যাচটি স্মিথ খেলেছিলেন), আমরা বিশ্বকাপে ব্যর্থ হয়েছি।'

ক্যারিয়ারে ৬৩টি আন্তর্জাতিক টিটোয়েন্টি খেলা স্মিথের স্ট্রাইক রেট ১২৫.২১। মিচেল মার্শ, মার্কাস স্টয়নিস, গ্লেন ম্যাক্সওয়েলদের সঙ্গে সেটি বেমানান বলে সমালোচনা করা হয়। অবশ্য সর্বশেষ বিশ্বকাপে সুযোগ না পেলেও বিগ ব্যাশ লিগে আলো ছড়িয়েছিলেন স্মিথ। সিডনি সিক্সার্সের হয়ে ৫৬ বলে ১০১, ৬৬ বলে ১২৫ রানের মতো ইনিংস খেলেছিলেন।

তবে ক্লার্ক সে সবে সন্তুষ্ট হতে পারছেন না। অবশ্য গত বিশ্বকাপে স্মিথকে কেন বসিয়ে রাখা হয়েছিল, ক্লার্ক বুঝতে পারেন না সেটিও, 'গত ১৫ মাসে দল নির্বাচন নিয়ে খুবই ধোঁয়াশা আছে। স্মিথ ওই বিশ্বকাপে খেলেনি। আমার তো এটি বিশ্বাসই হচ্ছিল না।'

সব মিলিয়ে জর্জ বেইলির নির্বাচক কমিটির কড়া সমালোচনাই করেছেন তিনি, 'কোথাও কোনো জবাবদিহি নেই। সমস্যাগুলো চাপা দিয়ে রাখা হচ্ছে। মনে হচ্ছে আমি ভিন্ন কোনো খেলা দেখছি। আমি জানি না তারা স্মিথিকে (স্মিথ) টিটোয়েন্টিতে রেখে কী ভাবছে। বিশ্বের আর কোথাও সে টিটোয়েন্টি ক্রিকেট খেলে বলেও মনে হয় না। আইপিএলেও দল পাচ্ছে না। সে যদিও এখনো খেলতে চায়।'

অ্যারন ফিঞ্চ অবসরে যাওয়ার পর থেকে টিটোয়েন্টিতে কোনো অধিনায়ক ছিল না অস্ট্রেলিয়ার। দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের জন্য সে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে মার্শকে। নির্বাচকদের চেয়ারম্যান বেইলি এটিও বলেছেন, দক্ষিণ আফ্রিকায় ফিঞ্চের জায়গায় ইনিংস ওপেন করবেন স্মিথ।

এ সিরিজে ডেভিড ওয়ার্নারকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে। ফলে স্টয়নিস, ম্যাক্সওয়েল, ট্রাভিস হেড বা ম্যাথু শর্টের সঙ্গে ওপেন করতে দেখা যেতে পারে স্মিথকে। এ সফরে বেশ নতুন চেহারার দলই দিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। ডাকা হয়েছে অভিষেকের অপেক্ষায় থাকা স্পেনসার জনসন, অ্যারন হার্ডি ও ম্যাথু শর্টকে।

অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপ দলে কে এই তানভীর শাওন শেখ

লাহোর ঃ তানভীর সাংহা নামটা শুনেছেন কখনো? উত্তরটা না হলেও খুব বেশি সমস্যা নেই। ক্রিকেটের খবর খুব একটা রাখেন না তা মনে করারও কারণ নেই। কারণ, সাংহা তো এখনো আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলেননি, ঘরোয়া ক্রিকেটেও যে খুব অভিজ্ঞ সেটাও বলা যাবে না।

এরপরও হঠাৎ তিনি কেন আলোচনায়? এই অনভিজ্ঞ সাংহা যে অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপের প্রাথমিক দলে আছেন। অপেক্ষায় আছেন স্পিনার অ্যাডাম জাম্পা, অ্যাস্টন অ্যাগারদের সঙ্গে ভারতের বিমান ধরার।

তানভীর সাংহা প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলেছেন মাত্র আটটি (২৪ উইকেট), লিস্ট 'এ' ক্রিকেটের ম্যাচও খেলেছেন হাতে গোনা মাত্র পাঁচটি (৭ উইকেট)। রমরমা টিটোয়েন্টির বাজারেও এই সংস্করণে সব মিলিয়ে খেলেছেন ২৮টি (৩৭ উইকেট) ম্যাচ।

চোটের কারণে তো গত বছরের আগস্টের পর কোনো পেশাদার ক্রিকেটও খেলেননি। এরপরও নিউ সাউথ ওয়েলসের এই লেগ স্পিনারের ওপর কেন ভরসা রাখল ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া, সে উত্তর অস্ট্রেলিয়ার প্রধান নির্বাচক জর্জ বেইলির মুখেই শুনুন, 'যখন সে ফিট ছিল, সে সময় বিগ ব্যাশে তাঁর ফর্ম আমাদের মুগ্ধ করেছে। তাঁর সম্পর্কে যে কথাটা সবচেয়ে প্রচলিত, সেটা হচ্ছে মাঠে সে অনেক পরিপক্ক।'

বিগ ব্যাশের দুর্দান্ত পারফরম্যান্সই মূলত নির্বাচকদের নজরে এনেছে সাংহাকে। ২০২০-২১ মৌসুমে সিডনি থান্ডারের হয়ে ২১ উইকেট নেওয়ার পরের মৌসুমেই নিয়েছিলেন ১৬ উইকেট। বিগ ব্যাশে খেলার সময়েই আন্দ্রে রাসেলের মতো তারকার কাছ থেকে প্রশংসাও পেয়েছিলেন।

এই স্পিনার সম্পর্কে রাসেল বলেছিলেন, 'তানভীর বেশ ভালো করছে। সে আমার শরীর লক্ষ্য করে গতির তারতম্যে বল করছিল। ওর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।' এর আগে ২০২০ সালে অনূর্ধ্ব১৯ বিশ্বকাপে ৬ ম্যাচে এই স্পিনার শিকার করেছিলেন ১৫ উইকেট।

লেগ স্পিনার হিসেবে নজরে আসা সাংহার ক্যারিয়ারের শুরু অবশ্য একজন পেসার হিসেবে। তবে ১৪ বছর বয়সে লেগ স্পিনের প্রতি ঝোঁক আসে তাঁর। ২১ বছর বয়সী সাংহার আইডল যিনি, তাঁরও বোধ হয় একটু পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন আছে। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ৩ ওয়ানডে ও ২ টিটোয়েন্টি খেলা লেগ স্পিনার ফাওয়াদ আহমেদকেই আদর্শ মানেন সাংহা। পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত ফাওয়াদই বিগ ব্যাশের একটি ফ্র্যাঞ্চাইজির সঙ্গে তাঁকে যোগাযোগ করিয়ে দেন।

নামটা শুনেই কিছুটা আন্দাজ করা যায়, নিউ সাউথ ওয়েলসের এই স্পিনার ভারতীয় বংশোদ্ভূত। তাঁর পূর্বপুরুষের বাড়ি পাঞ্জাবের রহিমপুরে। নব্বইয়ের দশকে সাংহার বাবা উন্নত জীবনের আশায় অস্ট্রেলিয়ায় পাড়ি জমান। প্রথমে উচ্চশিক্ষার জন্য গেলেও পরে সিডনিতে ট্যাক্সি ড্রাইভারের কাজ করেন সাংহার বাবা। পরিবারের সঙ্গে সাংহাও বেশ কয়েকবারই ভারতে বেড়াতে গেছেন। পারিবারিকভাবে কিংবা জন্মসূত্রে ভারতে শেকড় রয়েছে এমন চতুর্থ অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটার সাংহা। প্রথম তিনজন গুরিন্দার সান্ধু, স্টুয়ার্ট ক্লার্ক, ব্রান্সবি কুপার।

এই তিন ক্রিকেটারের মধ্যে স্টুয়ার্ট ক্লার্কই অস্ট্রেলিয়ার হয়ে বেশি ম্যাচ খেলেছেন। অ্যাংলো ইন্ডিয়ান বাবামার সন্তান ক্লার্ক অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ২৪টি টেস্ট, ৩৯টি ওয়ানডে ও ৯টি টিটোয়েন্টি খেলেছেন। ব্রান্সবি কুপারের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ঢাকার নাম। ক্রিকেট ইতিহাসের প্রথম টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার হয়ে খেলা কুপারের জন্ম ১৮৪৪ সালে ঢাকায়। ওই একটি টেস্টই খেলেছেন এই উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান। পেসার সান্ধু ২০১৫ সালে দুটি ওয়ানডে খেলেছেন অস্ট্রেলিয়ার হয়ে। আগামী ২৮ সেপ্টেম্বরের আগে বিশ্বকাপের জন্য চূড়ান্ত দল ঘোষণা করতে হবে অস্ট্রেলিয়াকে। সেই চূড়ান্ত দলে সাংহা থাকবেন কি না, কে জানে। বিশ্বকাপের আগে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ৫ ম্যাচের ও ভারতের বিপক্ষে ৩ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ খেলবে অস্ট্রেলিয়া। সেই দলে আছেন সাংহা। নিজেকে প্রমাণ করতে পারলে ২১ বছর বয়সী এই স্পিনারকে বাবার জন্মভূমিতে প্রথম বিশ্বকাপ খেলতে দেখা যেতেই পারে।

বিদেশি ঋণ শোধের কতটা চাপ আসছে

ঢাকা (ওয়েবডেস্ক)ঃ বাংলাদেশ যদি এখন নতুন করে আর কোনো বিদেশি ঋণ নাও নেয়, তাহলে যা নিয়েছে তা সুদ ও আসলে শোধ করতে ২০৬২ সাল পর্যন্ত লেগে যাবে । আর গত ১০ বছরে বাংলাদেশে ঋণের সুদ ও আসল পরিশোধের পরিমাণ দ্বিগুণ হয়ে গেছে। যতই দিন যাবে এই ঋণ পরিশোধের চাপ বাড়বে। আর বাংলাদেশ নতুন করেও ঋণ নিচ্ছে। ফলে চাপ বাড়তেই থাকবে। বিশ্লেষকরা বলছেন,বিদেশি ঋণে বেশ কিছু প্রকল্প আছে যাতে অতিরিক্ত খরচ করা হয়েছে। ঋণ নিয়ে লুটপাট করা হয়েছে। তার মাশুল গুনতে হবে বাংলাদেশকে।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের হিসাব বলছে, বিদায়ি অর্থবছরে(২০২২-২৩) আগের বছরের তুলনায় ৪৭ শতাংশ বেশি ঋণ পরিশোধ করতে হয়েছে। আর গত ছয় বছরে পরিশোধের পরিমাণ দ্বিগুণ হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ঋণের সুদ এবং আসল শোধ করতে হয়েছে ২৭৪ কোটি ডলার। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ২০১ কোটি ডলার। এক বছরে বেশি শোধ করতে হয়েছে ৭৩ কোটি ডলার।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে ৩২৮ কোটি ডলার শোধ করতে হবে। ছয় বছর পর ২০২৯-৩০ অর্থ বছরে এর পরিমাণ দাঁড়াবে ৫১৫ কোটি ডলার। বাংলাদেশ যদি আর নতুন কোনো ঋণ না নেয় তাহলে ২০৬২ সাল পর্যন্ত ঋণের সুদ এবং আসল পরিশোধ করতে হবে।

২০১২-১৩ অর্থ বছরে বাংলাদেশকে ১১০ কোটিডলার ঋণ পরিশোধ করতে হয়েছিলো। ১০ বছরে ২০২১-২২ অর্থ বছরে তা বেড়ে দাঁড়ায় ২০১ কোটি ডলার। এদিকে ঋণের অর্থনৈতিক সহায়তা ছাড় কমছে। ঋণের প্রতিশ্রুতিও কমছে। তারপর বাংলাদেশের জন্য পাইপ লাইনে ৪০ হাজার কোটি ডলার আছে। তার মধ্যে ৯০ শতাংশের বেশি সহজ শর্তে ঋণ(সফট লোন)।

বর্তমানে বাংলাদেশের মোট বিদেশি ঋণের পরিমাণ সাত হাজার ২২৯ কোটি ডলার। বাংলাদেশি মুদ্রায় সাত লাখ ৫৯ হাজার কোটি টাকার বেশি । আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) ২০২০-২১ সাল পর্যন্ত এই হিসাব প্রকাশ করেছে গত ফেব্রুয়ারিতে। গত ৩০ জানুয়ারি আইএমএফ বাংলাদেশকে ৪৭০ কোটি ডলার ঋণ অনুমোদন করেছে। যার প্রথম কিস্তি ৪৭ কোটি ৬২ লাখ ৭০ হাজার ডলার ছাড় করেছে।

এর মধ্যে বিশ্ব ব্যাংকের কাছে ঋণ এক হাজার ৮১৬ কোটি ডলার, এডিবি এক হাজার ৩২৮ কোটি ডলার, জাপান ৯২৩ কোটি ডলার, রাশিয়া ৫০৯ কেটি ডলার এবং চীনের কাছ থেকে ঋণ নিয়েছে ৪৭৬ কোটি ডলার।

বাংলাদেশ ব্যাংক জুলাই মাসে তার সর্বশেষ প্রতিবেদনে বলেছে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ ১৬.১৪ লাখ কোটি টাকা। দেশে মাথাপিছু ঋণের পরিমাণ ৯৫ হাজার ১৯ টাকা। বাংলাদেশের বৈদেশিক ঋণ মোট জিডিপির ১৭ শতাংশ। আর সরকারের মোট ঋণের মধ্যে বৈদেশিক ঋণ ৪৩.৫ শতাংশ।

দেশে ঋণ-জিডিপির অনুপাত ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। ২০১৪ সালে ঋণ-জিডিপির অনুপাত ছিল ২৮.৭ শতাংশ, যা এখন ৪২. ১ শতাংশ।

সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিংয়ের (সানেম) নির্বাহী পরিচালক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. সেলিম রায়হান বলেন, আমরা বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য দীর্ঘ মেয়াদের তুলনায় স্বল্প মেয়াদে ঋণ নিয়েছি। এগুলোর সুদের হার বেশি এবং অল্প সময়ের মধ্যে পরিশোধ করতে হয়। এর এগুলো রাশিয়া, জাপানসহ কয়েকটি দেশ থেকে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ভিত্তিতে নেয়া হয়েছে।

এইসব ঋণে বিশ্বব্যাংক বা আইএমএফ-এর চেয়ে মনিটরিং কম। ফলে হয়তো সরকার সেদিকে ঝুঁকেছে। এখন যদি এইসব প্রকল্প থেকে রিটার্ন আসতে শুরু করে তাহলে চাপ সামলানো যাবে। নয়তো চাপটা অনেক বেশি হবে। এটা আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা ও রিজার্ভের ওপর আরো চাপ বাড়াবে।

তিনি বলেন, আমার বিবেচনায় এইসব ঋণ রিভিউ করা দরকার। এর শর্ত, প্রকল্প সব কিছু। পুরো প্রক্রিয়াই রিভিউ করা দকার। আর এই ধরনের ঋণ ভবিষ্যতে নেয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সাবেক সভাপতি এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সাবেক শিক্ষক অধ্যাপক ড. মইনুল ইসলাম বলেন, ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে বাংলাদেশের ঋণের কিস্তি পরিশোধেরপরিমাণ চার বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যাবে। ফলে ২০২৪-২৫ থেকে ২০২৯-৩০ অর্থ বছর পর্যন্ত বাংলাদেশ ঋণ পরিশোধের বড় চাপে থাকবে।

তিনি বলেন, এই ঋণ নেয়া হয়েছে বড় বড় প্রকল্পে। সেখানে বাস্তবায়নের সময় বাড়ানো হয়েছে। ঋণের পরিমাণ বেড়েছে। ঋণও বেশি নেয়া হয়েছে। এখানে লুটপাট হয়েছে বলে আমি মনে করি। প্রতিটি প্রকল্প থেকে বড় ধরনের মার্জিন কর্তা ব্যক্তিরা নিয়েছে। ফলে এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে।

তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেন,রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পে১২ বিলিয়ন ডলার রাশিয়ান ঋণ নেয়া হয়েছে। এর উৎপাদন ক্ষমতা দুই হাজার ৪০০ মেগওয়াট। অথচ ভারতের তামিলনাড়ুতে ছয় বিলিয়ন ডলার দিয়ে দুই হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের একটি প্রকল্প করা হয়েছে। এখান থেকেই আমাদের বিষয়টি বোঝা যায়। আর রাশিয়াও খরচ বেশি দেখিয়ে আমাদের এখান থেকে বেশি ডলার নিয়ে যাবে।

সরকার পতনের আন্দোলনে সমন্বয়হীনতা

ঢাকা (ওয়েবডেস্ক)ঃ বিএনপির সরকার পতনের এক দফা আন্দোলনের কর্মসূচি নিয়ে নানা টানাপোড়েন চলছে। এটা তাদের সঙ্গে যুগপৎ আন্দোলনের শরিকরা যেমন স্বীকার করছেন তেমনি বিএনপির নেতারাও অস্বীকার করছেন না।

ফলে এখন নতুন কোনো কর্মসূচি নেই। আর আগস্ট মাসে বড় কোনো কর্মসূচিতে যাওয়ার সম্ভাবনাও কম। সেপ্টেম্বরে আন্দোলন চাঙ্গা করতে তাই বিএনপি যুগপৎ আন্দোলনের শরিকদের সঙ্গে ধারাবাহিক বৈঠক করছে।

শরিকরা মনে করছে, কর্মসূচিতে সমন্বয়হীনতা আন্দোলকে কিছুটা হলেও গতিহীন করেছে। আর তারা ২৯ জুলাই ঢাকার প্রবেশ মুখে অবস্থান কর্মসূচিকে এরজন্য দায়ী করছেন। তারা বলছেন, কোনো আলোচনা না করেই বিএনপি একক সিদ্ধান্তে মহাসমাবেশের পরদিন ওই কর্মসূচি দেয়, যার কোনো প্রস্তুতি ছিল না। আর তার সুবিধা নিয়েছে সরকার। যুগপৎ আঃেদালনের নেতারা মনে করেন, ওই কর্মসূচির সিদ্ধান্ত বিএনপিও দলীয়ভাবে নেয়নি। কোনো এক জনের একক সিদ্ধান্তে হয়েছে। তার ফল ভালো হয়নি। আগস্টে আন্দোলন যে চূড়ান্ত পর্যায়ে নেয়ার পরিকল্পনা ছিল তা ভেস্তে গেছে।

তারা আরো মনে করেন, বিএনপির দলীয় সিদ্ধান্ত নেয়ার ব্যাপারে সংকট আছে। তাদের মূল নেতৃত্ব দেশের বাইরে থাকায় কোনো কোনো সিদ্ধান্ত বাস্তবমুখী হয়না। সে কারণে সবার সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেয়া দরকার।

এই বিষয়গুলো নিয়ে যুগপৎ শরিকরা এরই মধ্যে বিএনপির সঙ্গে কথা বলেছে। বিএনপিও তাদের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে। এই আলোচনার মাধ্যমে তারা আন্দোলন পুনর্গঠন করতে চায়। এক মাস পিছিয়ে সেপ্টেম্বরে আবারো জোরের সঙ্গে সরকার পতনের আন্দোলন শুরু করতে চায়।

বিএনপির যুগপৎ আন্দোলনের শরিক বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক বলেন, ''বিএনপির ভিতরে সিদ্ধান্ত গ্রহণে কিছু সমস্যা আছে। তাদের প্রধান নেতৃত্ব এখন দেশের বাইরে থাকেন। স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্যরা দেশে থাকেন। তাদের সমন্বয়ে কিছু সমস্যা আছে বোঝা যাচ্ছে। আমরা তাই জোর দিয়েছি যারা দেশে আছেন , মাঠে আছেন তাদের চিন্তা ভাবনাকে অগ্রাধিকার দেয়া দরকার। কারণ তারা যেভাবে বাস্তবতাকে বিবেচনা করবেন, বাইরে থেকে যে কারুর পক্ষে সেটা বিবেচনা করা কঠিন। আঃেদালনের এই পর্যায়ে আমাদের বড় কেনো ভুল করার সুযোগ নেই। তাই সবার সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে সিদ্ধান্তের কথা আমরা বলছি।''

তার কথা, ''২৯ তারিখের কর্মসূচি(ঢাকার প্রবেশ মুখে অবস্থান) আমাদের আন্দোলন কিছুটা শ্লথ করেছে। আগস্টে আমাদের একটা টার্গেট ছিলো। তবে এখন আমরা আরো একটু সংগঠিত হয়ে আর একটু পিছিয়ে বড় আন্দোলনের কথা ভাবছি। এনিয়ে আমাদের মধ্যে কথা হচ্ছে। আলাপ আলোচনা হচ্ছে।''

তিনি আরো বলেন, ''২৯ জুলাইয়ের কর্মসূচিতে আমাদের সমন্বয়ের ঘাটতি ছিলো। আর এটা তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তে হয়েছে সেটা একটা বিষয়। এখন আমরা নতুন কর্মসূচি এবং আন্দোলন পুনর্গঠন নিয়ে কাজ করছি।''

ন্যাশনাল পিপলস পার্টির (এনপিপি) চেয়ারম্যান ফরিদুজ্জামান ফরহাদ বলেন, ''২৯ জুলাই কর্মসূচি আগের দিন রাতে হঠাৎ করে নেয়া হয়। ফলে আগের দিনের সমাবেশের মতো সফল হয়নি। প্রস্তুতির অভাব ছিলো। সাধারণভাবে কোনো কর্মসূচি নেয়ার আগে আমাদের বলা হয়। এরপর চূড়ান্ত হলে আমাদের জানিয়ে দেয়া হয়। আমরা ৩৬টি দল এভাবেই কাজ করি। তবে এখন আমরা আঃেদালন আরো বেগবান করার জন্য বৈঠক করছি। এই মাসটা একটু শ্লো যাবে। পরের মাসে আবার কঠোর কর্মসূচিতে যাবো।''

নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না বলেন, ''এই যে আমরা আমরা বলছি, কিন্তু আন্দোলনের কর্মসূচি আমরা ঠিক করছি না, ওনারা (বিএনপি) ঠিক করছেন। আর তাদের সিদ্ধান্তও এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত। উনি(তারেক রহমান) যা বলছেন তাই 'ইয়েস ইজ ইয়েস, নো ইজ নো' আন্দোলনে তো হয় না। আপনি ইয়েস ভেবে মাঠে গেছেন, গিয়ে দেখেন নো হয়ে গেছে। নো ভেবে গেছেন, ইয়েস হয়ে গেছে।''

তার কথা, ''আন্দোলনের কৌশল নিয়ে যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব আছে সেটা স্পষ্ট। তবে আমি যদি জোটের মধ্যে থেকে এরকম কথা বলি তাহলে আমি হয়তো আরো প্রশ্নের মধ্যে পড়ে যাবো। যে প্রশ্নের জবাব আমি টেকনিক্যাল কারণে দিতে পারবনা। ২৮ জুলাই যা করেছেন (মহাসমাবেশ) ২৯ তারিখে তো তার কিছুই হয়নি(ঢাকার প্রবেশ মুখে অবস্থান)। গয়েশ্বর বাবু মার খেয়েছেন, পুলিশ কতটা নৃশংস ছিলো, আওয়ামী লীগের পান্ডারা কী রকম হামলা করেছিলো এগুলো দিয়ে একটা কাভারআপ করা গেছে। তারপরে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে যে সমাবেশ করেছেন সেখান থেকে কোনো কর্মসূচি দেননি। পরে যেটা দিয়েছেন সেটা তারেক রহমান ও জুবায়দা রহমানের মামলার রায়ের প্রেক্ষিতে। যে এক দফা আন্দোলন করছেন সেটার ধারাবাহিকতা তো নাই এখন। কিন্তু আন্দোলন যদি গণঅভ্যুত্থানের দিকে, বিজয়ের দিকে নিতে চান, যদি এক দফার আন্দোলন হয় তাহলে তাহলে একটার পর একটা কর্মসূচি দিতে হবে। মাঝখানে এক দুইদিন গ্যাপ হতে পারে। কিন্তু ধারাবাহিকতা থাকতে হবে।''

তার কথা, ''পুলিশ প্রশাসনের অনুমতি নিয়ে সরকার পতনের আন্দোলন হয়না। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে মির্জা ফখরুল বললেন আমরা শান্তিপূর্ণ আঃেদালন করতে চাই, এতে বাধা দেবেন না। অ্যাপ্রোচটা ঠিক ক্ষমতার সঙ্গে পাঞ্জা লড়ার যে অ্যাপ্রোচ সেটা এখনো গড়ে ওঠেনি।''

তবে বিএনপি মনে করে ঢাকার প্রবেশ মুখে অবস্থান কর্মসূচি হঠাৎ নেয়া হলেও এর মধ্য দিয়ে সরকারের আগ্রাসী রূপ প্রমাণ করা গেছে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় সরকারের চরিত্র দেখতে পেরেছে। তারা ওই দিনের ঘটনার ভিডিও তাদের দেখিয়ে বুঝাতে পেরেছে যে কীভাবে এখানে সরকার গণতান্ত্রিক আন্দোলন দমন করছে। আর আঃেদালনের কৌশল সব সময় এক থাকেনা। বদলাতে হয়। এখন কৌশল পদলানোর পর্ব চলছে।

বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান আহমেদ আজম খান বলেন, ''আন্দোলনের নানা কৌশল আছে। কখনো এক পা পিছিয়ে দুই পা এগোতে হয়। আবার কখনো দুই পা এগিয়ে এক পা পিছাতে হয়। আমরা এখন যারা আমাদের সঙ্গে যুগপৎ আন্দোলনে আছেন তাদের সঙ্গে ধারাবাহিক বৈঠক প্রায় শেষ করে ফেলেছি। এখন আমরা আরো কঠোর আন্দোলনে যাব। সেটার সময় নির্ধারণ একটি বিষয়। তবে আমরা আগেই মাঠে নেমে গেছি। সরকার পতনের আন্দোলনে মাঠে আছি।''

এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ''শরীকদের মতো আমরাও মনে করি আন্দোলন আরো একটু পরিকল্পিত হওয়া উচিত। সেই কাজই আমরা এখন করছি। কীভাবে যুগপৎ কর্মসূচি ঘোষণা করা যায়। কীভাবে আরো জনগনকে সম্পৃক্ত করা যায় তার পরিকল্পনা হচ্ছে। যেকোনো আন্দোলনেই নতুন কৌশল লাগে। সেটা আমরা করছি।''

তার কথা, ''আমরা ২৮ জুলাই মহাসমাবেশ করেছি। এরপর ২৯ জুলাই আমাদের কর্মসূচিতে পুলিশ হামলা করেছে। তারপরও সমাবেশসহ আমরা দুইটি কর্মসূচি পালন করেছি। আমরা কর্মসূচি বন্ধ করিনি। নতুন কর্মসূচি দেয়া হবে।''

টুকরো খবর

নুহতে বুলডোজার দিয়ে বাড়ি ভাঙা বন্ধ করলো কোর্ট

নুহ ঃ হরিয়ানার নুহতে সম্প্রতি ব্যাপক সহিংসতা হয়েছে। তারপর সেখানে পৌঁছে গেছিল প্রশাসনের বুলডোজার।

সেই বুলডোজার দিয়ে হোটেল ভাঙা হয়েছে। সাড়ে তিনশর মতো ঝুপড়ি ভাঙা হয়েছে। ৫০টির মতো পাকা বাড়িও বুলডোজার দিয়ে ভেঙে দেয়া হয়েছে। শেষপর্যন্ত পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছে, অবিলম্বে বুলডোজার দিয়ে বাড়ি ভাঙা বন্ধ করতে হবে। ডেপুটি কমিশনার ধীরেন্দ্র খাড়গাতা জানিয়েছেন, ''আদালতের নির্দেশের পরই বাড়ি ভাঙা বন্ধ রাখা হয়েছে। '' বিরোধী রাজনীতিকদের দাবি, প্রশাসন শুধুমাত্র মুসলিমদের বাড়িই ভেঙা হয়েছে। আর যাদের বাড়ি ভাঙা হয়েছে.তারা দাবি করেছেন, কোনোরকম নোটিশ না দিয়েই বাড়ি ভাঙা হয়েছে। প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, যেগুলি বেআইনি নির্মাণ সেগুলিই ভাঙা হয়েছে। কোনো ব্যক্তিকে টার্গেট করা হয়নি। খাড়গাতা বলেছেন, ''আমাদের একটাই লক্ষ্য, শান্তি প্রতিষ্ঠা করা।'' এর আগে বিজেপি শাসিত উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশে সহিংসতার পর এভাবেই বাড়ি ভাঙা হয়েছে। দিল্লিতেও হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে তা বন্ধ হয়েছিল। এখন হরিয়ানাতে সেই একই ঘটনা ঘটলো। কংগ্রেস বিধায়ক আফতাব আহমেদ বলেছেন, ''আমরা সরকারের কাছ থেকে জানতে চাই, তারা কি কাউকে দোষী সাব্যস্ত করেছে? কোন আইনে তারা এই কাজ করছে? কী করে তারা এভাবে বুলডোজার ব্যবহার করছে? ধর্মস্থান জ্বালানো হয়েছে, তার বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নিয়েছে প্রশাসন?''

এআইএমআইএম নেতা আসাদুদ্দিন ওয়েইসি বলেছেন, ''একটি সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। হরিয়ানায় খাট্টার সরকার তো বিচারবিভাগের ক্ষমতা নিজের হাতে নিয়ে নিয়েছে।'' হরিয়ানার মন্ত্রী অনিল ভিজ বলেছেন, ''পরিকল্পনামাফিক সহিংসতা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।''

কর্মসূত্রে গুজরাটের আমদাবাদে গিয়ে নিখোঁজ সন্দেশখালীর যুবক

সুন্দরবন ঃ কর্মসূত্রে ভিন রাজ্যে গিয়ে নিখোঁজ সুন্দরবনের যুবক। বসিরহাটের সন্দেশখালি থানার কোরাকাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের কোরাকাটি গ্রামেরই বাসিন্দা সুব্রত মন্ডলের ছেলে বছর তেইশের যুবক তপোব্রত মণ্ডল। বেশ কিছুদিন আগে সে আইটিআই পাশ করে। তারপর চলতি মাসের ১৮ তারিখে গুজরাটের আমেদাবাদে একটি নামী বহুজাতিক বেসরকারি সংস্থায় চাকরির সুবাদে বাড়ি থেকে রওনা দেয় সে। কুড়ি তারিখ গুজরাটের আমেদাবাদ গিয়ে পৌঁছায় ঐ যুবক। তারপর থেকেই তার মোবাইল ফোন বন্ধ। তার আর কোনরকম খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। যুবকের খোঁজ না পেয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে গোটা পরিবার। স্থানীয় জনপ্রতিনিধি প্রণব রায় সহ ওই যুবকের জেঠতুতো দাদা কৌশিক মন্ডল সহ মোট তিনজন আমেদাবাদ গিয়ে পৌঁছায়। সেখানে পৌঁছে ওই বেসরকারি কোম্পানির সাথে যোগাযোগ করা হলেও তারা ওই যুবকের ব্যাপারে কোন সদুত্তর দিতে পারেননি। এমনকি আমেদাবাদের সংশ্লিষ্ট থানায় তপোব্রত মণ্ডলের খোঁজে অভিযোগ করতে গেলে সেই থানাও পরিবারের সদস্যদের নিখোঁজের অভিযোগ গ্রহণ করেনি। স্থানীয় জনপ্রতিনিধি সহ পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ, একটার পর একটা থানায় তাদের ঘোরানো হয় কিন্তু তাদের অভিযোগ গ্রহণ করা হয় না। এমনকি তাদের কাছে মোটা অর্থেরও দাবি করা হয়। বাধ্য হয়ে সেখান থেকে ফিরে আসে তার পরিবারের সদস্যরা। ফিরে এসে অবশেষে নিখোঁজের অভিযোগ দায়ের করে সন্দেশখালি থানায়। নিখোঁজ যুবকের বাবা সুব্রত মন্ডল বলেন, আমরা ইতিমধ্যে সন্দেশখালি থানায় অভিযোগ দায়ের করেছি। আমরা চাইছি পুলিশ তদন্ত করে অবিলম্বে আমার ছেলেকে ফেরানোর ব্যবস্থা করুক।

কাশ্মীর সীমান্তে অনুপ্রবেশ, নিহত হিজবুল সদস্য

পুঞ্চ ঃ কাশ্মীরের পুঞ্চ সেক্টরে থার্মাল ক্যামেরায় অনুপ্রবেশের ছবি ধরা পড়ে বলে সেনা জানিয়েছে। তারপরেই গুলির লড়াই শুরু হয়। ভারতীয় সেনার তরফে একটি ভিডিও প্রকাশ করা হয়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে পুঞ্চ সেক্টরে ভারত-কাশ্মীর সীমান্তে গভীর জঙ্গলের ভিতর দিয়ে দুই ব্যক্তি ভারতে প্রবেশ করার চেষ্টা করছে। খালি চোখে এই ঘটনা দেখতে পাওয়া প্রায় অসম্ভব। থার্মাল ক্যামেরার সাহায্যে ওই দৃশ্য ধরা পড়েছে বলে সেনার তরফে দাবি করা হয়েছে। সেনা জানিয়েছে, যে দুই ব্যক্তি সীমান্ত পার করে ভারতে ঢোকার চেষ্টা করছিল, তারা দুইজনেই হিজবুল মুজাহিদিনের সদস্য। ক্যামেরায় তাদের দেখতে পাওয়ার পর সেনার সঙ্গে তাদের গুলির লড়াই শুরু হয়। তাতে একজনের মৃত্যু হয়েছে। নিহত হিজবুল সদস্য একজন কম্যান্ডার বলে জানিয়েছে সেনা। তার নাম মুনির হুসেন। পুঞ্চেই তার বাড়ি। ১৯৯৩ সালে মুনির পাকিস্তানের কাশ্মীরে গিয়েছিল অস্ত্র প্রশিক্ষণ নিতে। ১৯৯৬ সালে সে ফিরে আসে। ১৯৯৮ সালে সে আবার পাকিস্তানে চলে যায় বলে ভারতীয় সেনার দাবি করেছে। হিজবুল মুজাহিদিনের প্রতিষ্ঠাতার সঙ্গে মুনিরের অত্যন্ত ভালো সম্পর্ক ছিল বলে সেনা জানিয়েছে। সোমবার সকালে পুঞ্চে আসার আগে ইসলামাবাদে হিজবুলের গুরুত্ব বৈঠক হয়েছে বলে সেনা সূত্র জানিয়েছে। ওই বৈঠকের পরেই মুনির ভারতে প্রবেশের চেষ্টা করছিল বলে মনে করা হচ্ছে। মুনিরের বিরুদ্ধে একাধিক বিস্ফোরণ এবং সন্ত্রাসী হামলার অভিযোগ আছে ভারতে। মুনিরের সঙ্গে আর যে ব্যক্তিকে ক্যামেরায় দেখা গেছিল, তার বিষয়ে এখনো পর্যন্ত কোনো তথ্য সেনার তরফে দেওয়া হয়নি। জম্মু কাশ্মীরের পুঞ্চ সেক্টর বরাবরই গুরুত্বপূর্ণ সীমান্ত। এই সীমান্ত দিয়ে এর আগেও অনুপ্রবেশ হয়েছে বলে সেনার অভিযোগ। সীমান্তের গভীর জঙ্গলে এর আগেও অনুপ্রবেশকারীদের সঙ্গে সেনার তীব্র গুলির লড়াই হয়েছে।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
বুধবার
8
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
09:08:2023

দেশের দশের কথা
রাজনীতির তোলপাড়

'মানহানি হলো আমার, আর ক্ষতিপূরণ পেলো রাষ্ট্র এটা তো ন্যায় বিচার হলো না'

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ বাংলাদেশে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের পরিবর্তে সাইবার নিরাপত্তা আইন২০২৩ নামে যে আইনটি মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত হয়েছে সেটি আসলে প্রায়োগিক ক্ষেত্রে খুব বেশি পরিবর্তন আনবে না বলে মনে করছেন মানবাধিকারকর্মী এবং আইন বিশেষজ্ঞরা। আইন বিশেষজ্ঞরা বলছেন, শাস্তি কমানোর মতো বিষয়টি নতুন আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হলেও এটি আসলে খুব একটা তাৎপর্যপূর্ণ নয়। বরং যেসব ধারা নিয়ে বিতর্ক ছিল সেগুলো এখনো বহাল তবিয়তেই রয়েছে। মানবাধিকারকর্মীরা বলছেন, ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টের যে জায়গাগুলো নিয়ে তাদের আপত্তি ছিল সে জায়গাগুলো সাইবার নিরাপত্তা আইনেও রয়ে গেছে। যার ফলে এটি অপপ্রয়োগেরও সুযোগ রয়েছে এবং এটি দিয়ে নিবর্তনমূলক কার্যক্রম করারও সুযোগ রয়ে গেছে। বাংলাদেশে সোমবার মন্ত্রিসভার বৈঠকে বিতর্কিত ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন পরিবর্তন করে তার জায়গায় সাইবার নিরাপত্তা আইন নামে ভিন্ন একটি আইন আনার সিদ্ধান্তে অনুমোদন দেয়া হয়। আইনমন্ত্রী আনিসুল হক জানান, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের বেশ কয়েকটি ধারায় পরিবর্তন এনে এই আইনটি করা হচ্ছে।

লন্ডনে ব্রিকলেনের দেয়ালে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির শ্লোগান নিয়ে তুমুল বিতর্ক

লন্ডন (এজেন্সী) ঃ লন্ডনে দেয়াল লিখন শিল্পের জন্য সুপরিচিত ব্রিকলেনের একটি দেয়ালে চীনের কম্যুনিস্ট পার্টির মতাদর্শের শ্লোগান দেখা যাচ্ছে, যা ব্যাপক আলোচনা ও বিতর্কের জন্ম দিয়েছে।

অনলাইনে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, সপ্তাহের শেষ দিনে একদল লোক ব্রিকলেনের সাদা দেয়ালে লাল রঙ্গের স্প্রে দিয়ে চীনা ভাষায় বড় বড় করে শ্লোগানগুলো আঁকছে।

সেখানে ১২টি করে দুই অক্ষরের শব্দ দিয়ে গঠিত চীনের 'মূল সমাজতান্ত্রিক মূল্যবোধ' লেখা হয়েছে, যা চীনের বর্তমান প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের শাসনামলের সবচেয়ে প্রচলিত রাজনৈতিক শ্লোগান।

ব্রিকলেনের দেয়ালে এই শ্লোগান দেখা যাওয়ার পর অনলাইনে বিতর্ক শুরু হয়েছে যে এগুলোকে আসলে 'স্ট্রিট আর্ট' বা দেয়াল লিখন শিল্প হিসাবে গণ্য করা হবে কি না এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতার সঙ্গে কীভাবে রাজনৈতিক প্রচারণাকে মিলিয়ে ফেলা হয়।

তবে এই শ্লোগান দেখা যাওয়ার পর ব্রিকলেনের দেয়ালটি ভিন্ন মতাদর্শের শ্লোগান লেখার একটা জায়গা হিসাবে তৈরি হয়েছে। ওই শ্লোগানের পাল্টা হিসাবে চীনের সরকারের সমালোচনা করে নতুন গ্রাফিতি আঁকা হয়েছে। আবার কেউ কেউ সেসব শ্লোগানের সামনে একটি 'না' যুক্ত করে দিয়েছেন। বিভিন্ন ধরনের বার্তা লিখেছেন অনেকে। কেউ কেউ বিরক্তি প্রকাশ করেছেন যে, দেয়ালে থাকা আগের গ্রাফিতিগুলো ঢেকে দিয়েছে চীনা শ্লোগান। এসব গ্রাফিতির মধ্যে একজন বিখ্যাত শিল্পীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন হিসাবে আঁকা কিছু গ্রাফিতি ছিল, যিনি মারা গেছেন। চীনের রাজনৈতিক শ্লোগান ব্যবহারের রীতি চালু হয়েছিল শি জিনপিংয়ের পূর্বসূরি হু জিনতাও এর সময় থেকে। তখন প্রকাশিত সমাজতান্ত্রিক শ্লোগানগুলোর মধ্যে রয়েছে সমৃদ্ধি, গণতন্ত্র, সভ্যতা, সম্প্রীতি, স্বাধীনতা, সাম্য, ন্যায়বিচার, আইনের শাসন, দেশপ্রেম, উৎসর্গ, অখণ্ডতা এবং বন্ধুত্ব।

যদিও ওই শ্লোগানগুলোর কারণে অনেক নেতিবাচক মন্তব্য এসেছে, কিন্তু যারা এগুলো এঁকেছেন, তারা কি গুরুত্বের সঙ্গেই সেটা করেছেন নাকি মজা করেছেন, তা পরিস্কার নয়।

শিল্প জগতে ই কুই নামে পরিচিত নির্মাতা ওয়াং হ্যানঝেং মনে করেন, এগুলোর আসলে তেমন একটা রাজনৈতিক অর্থ নেই।

ইনস্টাগ্রামের একটি পোস্টে মি. ওয়াং চীনা ভাষায় লিখেছেন, যারা এগুলো লিখেছে, তারা আসলে নানা ধরনের পরিবেশে আলোচনা সৃষ্টি করার জন্য রাজনৈতিক উপাদানগুলোকে ব্যবহার করছে। তবে এই দেয়াল লিখন চীনের ভাষাভাষীদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে।

চীনে যারা বসবাস করেন, যাদের বেশিরভাগ চীনা সরকারের পক্ষাবলম্বন করে থাকেন, তার যুক্তি দিচ্ছেন যে ব্রিকলেনে যা করা হয়েছে, তা মত প্রকাশের স্বাধীনতার একটি উদাহরণ এবং সেটা রক্ষা করা উচিত। কেউ কেউ বলেছেন, এভাবে সংস্কৃতি ছড়িয়ে দেয়ায় তারা গর্ব বোধ করেন।

কিন্তু কোন কোন জাতীয়তাবাদী এটাও প্রশ্ন করেছেন যে, এটা কি 'হাই লেভেল ব্ল্যাকের' একটি নমুনা কিনা? যারা কমিউনিস্ট পার্টির শাসনের সমালোচনা এবং ব্যাঙ্গ করে তাদের বর্ণনা করার জন্য চীনের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম ও সামাজিক মাধ্যম 'হাই লেভেল ব্ল্যাক' কথাটি ব্যবহার করে।

ব্রিকলেনের দেয়ালে লেখাটির বিষয়ে চীনের ব্যাপক সমালোচনা হচ্ছে।

জেলে যাওয়ার পর ইমরান খানের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ কি শেষ হয়ে গেছে?

পেশাওয়ার (এজেন্সী) ঃ পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান কয়েক মাসের ব্যবধানে দ্বিতীয়বারের মতো গ্রেফতার হলেন, তবে এবারে এই গ্রেফতারের পর দেশটিতে একেবারেই ভিন্ন প্রতিক্রিয়া হয়েছে। এর পরে কী ঘটতে পারে?

তেহরিক ই ইনসাফ বা পিটিআই এর নেতা মি. খান এবছরের ৯ই মে গ্রেফতার হওয়ার পর সারা দেশে যে ধরনের প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, এবার ৫ই অগাস্টের গ্রেফতারের পর হওয়া প্রতিক্রিয়া একেবারেই বিপরীতধর্মী।

ইমরান খানের প্রথমবার গ্রেফতার হওয়ার প্রতিবাদে পেশাওয়ার থেকে করাচি দেশজুড়ে ব্যাপক বিক্ষোভ ও সহিংসতা ছড়িয়ে পড়েছিল। অগ্নিসংযোগ করা হয়েছিল বিভিন্ন ভবনে ও গাড়িতে। এমনকি তার সমর্থকরা সামরিক বাহিনীর স্থাপনাতেও হামলা চালিয়ে ছিল।

কিন্তু সবশেষ যেদিন গ্রেফতার হলেন সেই শনিবার রাত পাকিস্তানের অন্যান্য সাধারণ রাতের চেয়ে কোনো ভাবেই আলাদা ছিল না।

পাকিস্তানের এই বিরোধী নেতা বর্তমানে কারাগারে আটক রয়েছেন। রাষ্ট্রীয় উপহার বিক্রি করে অর্জিত অর্থ তোষাখানায় জমা না দেওয়ার কারণে তাকে তিন বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। এই সাজার কারণে মি. খান আসন্ন নির্বাচনে অংশ নিতে অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। মি. খান তার সমর্থকদের শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদে অংশ নেওয়ার আহবান জানিয়ে বলেছিলেন তারা যেন চুপ করে ঘরে বসে না থাকেন। কিন্তু তার এই ডাকে লোকজন এখনও পর্যন্ত তেমন কোনো সাড়া দেয়নি।

সরকারের মন্ত্রীদের জিজ্ঞেস করা হলে তারা বলবেন এর কারণ হচ্ছে মানুষ এখন আর ইমরান খান অথবা তার দল পিটিআইকে চায় না। তার যেসব সমর্থকরা আগের বারের সহিংসতার জন্য দায়ী, তারা এখন আর ওই ধরনের ঘটনা ঘটাতে আগ্রহী নন। তবে মি. খানের সমর্থকরা এধরনের কথা বলেন নি।

ইসলামাবাদ থেকে ক্যারোলাইন ডেভিস বলছেন পাকিস্তানের এস্টাবলিশমেন্ট, আরো সহজ করে বললে রাজনৈতিকভাবে শক্তিশালী সামরিক বাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থার সঙ্গে ইমরান খানের সম্পর্ক এক বছরেরও আগে থেকে তিক্ত হতে শুরু করে। বিশ্লেষকদের মধ্যে এই ধারণা প্রবল যে এস্টাবলিশমেন্টের সাহায্য সহযোগিতা নিয়েই মি. খান ক্ষমতায় এসেছিলেন এবং পরে এই সম্পর্কের অবনতি ঘটার কারণেই তাকে ক্ষমতা হারাতে হয়েছে।

ক্ষমতা হারানোর পর থেকেই ইমরান খান চুপ করে বসে থাকেননি। আগামী নির্বাচনের জন্যে অপেক্ষা না করে তিনি সেনাবাহিনীর নেতৃত্বের কড়া সমালোচনা করে গেছেন।

বিবিসির ক্যারোলাইন ডেভিস বলছেন, মে মাসে তাকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে সেনাবাহিনীর বিভিন্ন ভবনে হামলা ও অগ্নিসংযোগের পর সামরিক বাহিনীর পক্ষ থেকে স্পষ্ট করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যারা এর জন্য দায়ী তাদেরকে ছাড় দেওয়া হবে না।

এর পরেই ইমরান খানের দলের বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান চালানো হলে দলটি অনেকাংশেই দুর্বল হয়ে পড়ে।

ইমরান খানের সমর্থকরা রাজপথে নামতে সক্ষম হবেন কি না সেটা একটা বড় প্রশ্ন।

এই ধরপাকড় অভিযানে তার হাজার হাজার সমর্থককে গ্রেফতার করা হয়। বিভিন্ন মানবাধিকার গ্রুপের আপত্তি ও সমালোচনা সত্ত্বেও এদের কারো কারো বিচার হবে সামরিক আদালতে। মানবাধিকার কর্মীরা মনে করেন বেসামরিক ব্যক্তিরা সামরিক আদালতে ন্যায়বিচার পাবেন না। পাকিস্তানে মিডিয়ার সাথে জড়িত অনেকে বিবিসিকে জানিয়েছেন যে মে মাসে ইমরান খান গ্রেফতার হওয়ার পর টেলিভিশন চ্যানেলের মালিকরা সামরিক বাহিনীর নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন। এসময় সাংবাদিকদেরকে টেলিভিশনে ইমরান খানের নাম না নিতে, ছবি না দেখাতে, এমনকি টিকারেও তার নাম না লিখতে নিষেধ করে দেওয়া হয়।

এছাড়াও মি. খানকে প্রথমবার গ্রেফতার করার পর তার যেসব সমর্থক প্রতিবাদে সোশাল মিডিয়াতে সোচ্চার হয়েছিলেন তাদের কেউ কেউ বিবিসিকে জানিয়েছেন যে এবার তারা পিটিআই এবং তাদের নেতার সম্পর্কে পোস্ট দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন। যারা কিছু পোস্ট করেছিলেন তারাও সেগুলোও ডিলিট করে দিচ্ছেন। টেলিভিশনেও তার গ্রেফতারের খবর চোখে পড়ছে না। কেউ হয়তো তাদের ওপর নজর রাখছেন এই ভয়েই তারা সেটা করছেন।

সরকার অবশ্য বিবিসিকে বলেছে যে তারা কোনো শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকারীকে গ্রেফতার করে না।

তবে বিবিসি উর্দু বিভাগের সাংবাদিকরা দেখেছেন পিটিআই সমর্থকরা শনিবার দুপুরের পর লাহোরে ইমরান খানের বাড়ির সামনে জড়ো হলে পুলিশ তাদের সেখান থেকে তুলে নিয়ে গেছে। তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছে কি না সেটা পরিস্কার করে জানা যায়নি। তবে নাম গোপন রাখার শর্তে পুলিশের একজন কর্মকর্তা বিবিসিকে জানিয়েছেন যে ১০০ জনের মতো পিটিআই সমর্থককে গ্রেফতার করা হয়েছে। তিনি আরো জানিয়েছেন ইমরান খানের সমর্থকরা যাতে কোথাও জড়ো হতে না পরেন সেজন্য তাদেরকে সতর্ক থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আমার মনে হয় ব্যাপক ধরপাকড়ের কারণে ইমরান খানের সমর্থকরা ভয় পেয়ে গেছে, যার ফলে তারা চুপ করে আছে, বলছেন ওয়াশিংটনে গবেষণা প্রতিষ্ঠান উইলসন সেন্টারের সাউথ এশিয়া ইন্সটিটিউটের পরিচালক মাইকেল ক্যুগেলম্যান। ৯ই মে আমরা যেমনটা দেখেছিলাম, এবারে তার সমর্থকরা নিজেদেরকে সেই ঝুঁকিতে ফেলতে চাইছে না, বলেন তিনি।

একদিক থেকে বলতে গেলে সামরিক বাহিনী এই খেলাটাই খেলেছে। তারা যে নিষ্ঠুর কৌশল গ্রহণ করেছিল, মি. খানের সমর্থকদের ওপর তার ব্যাপক প্রভাব পড়েছে, বলেন মি. ক্যুগেলম্যান।

ইমরান খানের আইনজীবীরা পরিস্কার করে জানিয়ে দিয়েছেন যে তারা মি. খানের কারাদন্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপিল করবেন।

আমেরিকায় বিরাট আকারের অজগর সাপ মারার বিচিত্র প্রতিযোগিতা

নিউ ইয়র্ক (এজেন্সী) ঃ যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যের জলাভূমিতে বার্মিজ পাইথন জাতীয় অজগর সাপের সংখ্যা এত বেড়ে গেছে যে এক দশক আগেই সেখানে এই সাপ মারার জন্য শিকারীদের উৎসাহিত করতে বছরে একবার একটি পাইথন নিধন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এতে অংশ নিয়ে এই বিরাটকায় সাপ মারতে আসেন হাজার হাজার লোক - শুধু যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নয়, তার বাইরের নানা দেশ থেকেও । তাদেই নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতার গল্প এই রিপোর্টে। ফ্লোরিডার নেপলসের বাসিন্দা জেক ওয়ালেরি। ওহাইও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এব ২২ বছর বয়স্ক তরুণ এবছর গ্রীষ্মের ছুটিতে পরিকল্পনা করেছেন - তিনি সাপ মারবেন।

স্থানীয় লোক হওয়ায় তিনি এই পাইথন সমস্যার কথা আগে থেকেই জানতেন। আর টেলিভিশনের মাধ্যমে তিনি জেনেছেন 'ফ্লোরিডা পাইথন চ্যালেঞ্জের' কথা, সেখানে দেখেছেন কিভাবে পেশাদার সাপ শিকারীরা ১৯-২০ ফুট লম্বা বার্মিজ অজগর শিকার করছে।

তখন থেকেই তার মাথায় ঢোকে এই সাপ শিকারী হবার ভাবনা। গত দু'বছর ধরে তিনি নিজেই সাপ শিকার করছেন।

এখন তার লক্ষ্য ফ্লোরিডা পাইথন চ্যালেঞ্জে বিজয়ী হওয়া। গত বছরও তিনি এ প্রতিযোগিতায় ঢোকার চেষ্টা করেছিলেন - কিন্তু তখনও সাপ শিকারের ক্ষেত্রে তার র‍্যাংকিং যথেষ্ট ভালো ছিল না, তাই সুযোগ পাননি। পেয়েছেন এবার। এ বছর আমি এই শিরোপা জিততে চাই - বলছেন জেক।

বার্মিজ পাইথন নামের এই অজগরের আবাস ফ্লোরিডার দক্ষিণাঞ্চলের 'এভারগ্লেড' নামে জলজ তৃণভূমিতে।

বিশাল আকারের এই সাপ পূর্ণবয়স্ক অবস্থায় ১৯-২০ ফুট পর্যন্ত লম্বা এবং ওজনে ৯০ কেজি পর্যন্ত হতে পারে। একটা টেলিফোনের খাম্বার মতো চওড়া বার্মিজ পাইথন একটা আস্ত ঘড়িয়াল বা এ্যালিগেটর পর্যন্ত গিলে ফেলতে পারে বলে শোনা যায়।

এভারগ্লেড অঞ্চলে এই সাপের সংখ্যা এত বেড়ে গেছে যে তাদের খিদে মেটাতে অনেক প্রজাতির প্রাণী বিলুপ্তির মুখে।

প্রাণবৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ এই এভারগ্লেড নামের জায়গাটিকে বলা যায় জলজ ঘাসের নদী - যাতে বহুধরনের উদ্ভিদ ও প্রাণী বাস করে। এই এভারগ্লেডকে বলা হয় যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় সাবট্রপিক্যাল বনভূমি, আর পশ্চিম গোলার্ধের সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ অঞ্চল।

এখানকার র‍্যাকুন, খরগোশ এবং পোসুমের মত প্রাণীর ৯০এর বেশি এই বার্মিজ পাইথনের পেটে গেছে বা প্রায় সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গেছে ।

নামেই বোঝা যাচ্ছে - এই বার্মিজ পাইথন এখানকার স্থানীয় সাপ নয়।

বিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে সাপ পোষা যখন জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল তখন এই সাপ ফ্লোরিডায় আসে। ক্রমান্বয়ে তা ছড়িয়ে পড়ে সেখানকার বনভূমিতে - এবং হুমকি হয়ে ওঠে স্থানীয় প্রাণীর জন্য।

স্থানীয় প্রাণী সংরক্ষণবিদরা বলছেন, এই বার্মিজ পাইথন বিশেষ করে এভারগ্লেড এলাকার প্রাণীবৈচিত্রের গুরুতর ক্ষতি করেছে এবং এর সংখ্যা কমানোর জন্যই এই বার্ষিক অজগর নিধন প্রতিযোগিতা দরকার।

এই বার্মিজ পাইথন ঘাস, জলাভূমি ও গাছে লুকিয়ে থাকে। এরা খুব ভালো সাঁতার কাটতে পারে, জলের নিচে থাকতে পারে ৩০ মিনিট পর্যন্ত।

এদের খাবারের তালিকায় পাখী, ইঁদুরজাতীয় প্রাণী, খরগোশ, আর অন্য সরীসৃপ তো আছেই - এমনকি হরিণ ও ঘড়িয়াল (এ্যালিগেটর) পর্যন্ত খেয়ে ফেলতে পারে এই সাপ।

ফ্লোরিডার প্রকৃতিতে এর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই যেই অজগর খেয়ে এদের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণে রাখবে - ফলে এদের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটেছে ব্যাপক হারে।

তা ছাড়া এরা কিছু ক্ষতিকর পরজীবী শরীরে বহন করে - যা এখানকার অন্য প্রজাতির সাপের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছে।

মার্কিন ফেডারেল কর্তৃপক্ষ ২০১২ সালে বার্মিজ পাইথন আমদানি নিষিদ্ধ করে। কিন্তু ততদিনে যা ক্ষতি হবার তা হয়ে গেছে। এর এক বছর পর শুরু হয় পাইথন চ্যালেঞ্জ নামে এই সাপ মারার প্রতিযোগিতা।

এখন এ রাজ্যে 'ওপেন সিজন' ঘোষণা করা হয়েছে - যার মানে হলো বছরের যে কোন সময় পাইথন নিধন করা যাবে। এ জন্য কোন পারমিট লাগবে না, একজন কতগুলো পাইথন মারতে পারবে তার ওপরও কোন বিধিনিষেধ নেই।

কিছু প্রাণী অধিকার সংগঠন অবশ্য এর সমালোচনা করেছে। তারা চায় মানবিক উপায়ে এবং শুধু পেশাদার শিকারীদের দিয়ে এর সংখ্যা কমানো হোক।

তবে এই নিধনপ্রক্রিয়ার কি ফল হচ্ছে তাও এখন খুব স্পষ্ট নয়।

এবছর প্রতিযোগিতা শুরুর এক মাসে আগে থেকেই মি. ওয়ালেরি এই জলাভূমিতে সাপ খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন।

তার সাথে আছে বুকসমান জলের মধ্যে দিয়ে চলার সরঞ্জাম, সাপের মুখ আটকানোর জন্য টেপ, স্থানীয় বিষাক্ত সাপ তাড়ানোর জন্য লাঠি।

অভ্যস্ত না হলে সাপের মাথাটা ঠিকমত হাতে ধরা মুশকিল, বলছিলেন জেক। সাপের মাথাটা ঠিকমত নিয়ন্ত্রণ করা খুবই জরুরি, যাতে এটা কামড়াতে না পারে বা আপনাকে পেঁচিয়ে ধরার চেষ্টা করতে না পারে। আপনি যদি ইতস্তত করেন তাহলে আপনার হাতটা পড়বে সাপের মুখের ঠিক সামনে, আর তখনই সাপ আপনাকে কামড় দেবে। সাথে ছিলেন তার বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই বন্ধু - যারা এসেছিলেন ওহাইও আর ইলিনয় থেকে।

তাদের জংলী সাপ ধরার কোন অভিজ্ঞতাই ছিল না।

তারা কিছুক্ষণের মধ্যেই ১৯ ফুট লম্বা একটি বিরাট পাইথন পেয়ে গেলেন।

সাপটা রাস্তার ওপর উঠে এলো, আমি দেখলাম ওটা কত বিশাল। বুঝতে পারলাম আমরা একটা বড় রকমের লড়াইয়ে নামতে যাচ্ছি - বলেন জেক ওয়ালেরি। সাপটা ধরার পর এটাকে রাজ্যের ইতিহাসের বৃহত্তম বার্মিজ পাইথন বলে ঘোষণা করা হলো।

আমি মনে করেছিলাম ওটা একটা গাছ

এ বছর তৃতীয়বারের মত পাইথন ধরতে এসেছেন ব্র্যান্ডন কল।

তিনি শ্রবণপ্রতিবন্ধী একজন স্কুল শিক্ষক। ২০২১ সালে তিনি সবচেয়ে বড় পাইথন ধরে ১৫০০ ডলার পুরস্কার জিতেছিলেন। সেই সাপটা এত বড় ছিল যে আমি মনে করেছিলাম ওটা একটা গাছ - বলেন তিনি। এ বছর তিনি তার সাথে আরেকজন বিজ্ঞান শিক্ষককে নিয়ে এসেছেন যিনিও শ্রবণপ্রতিবন্ধী।

তাদের শিকার করা সাপগুলো কখনো কখনো তার স্কুলে নিয়ে যাওয়া হয়। ব্র্যান্ডনের ছাত্ররাও শ্রবণপ্রতিবন্ধী। কখনো কখনো জীববিজ্ঞানের ক্লাসে সেই সাপের ব্যবচ্ছেদও করা হয়।

তিনি বলেন, শ্রবণশক্তি না থাকায় তার চোখের ক্ষমতা অনেক জোরালো - যা লুকিয়ে থাকা চিহ্নিত করতে সহায়ক হয়।

ফ্লোরিডার এভারগ্লেড বনভূমিতে এই বার্মিজ পাইথন সাপের সংখ্যা কত তা সঠিকভাবে জানা নেই - তাই এই নিধনপ্রক্রিয়ার কি ফল হচ্ছে তাও এখন খুব স্পষ্ট নয়।

রাজ্যের সংরক্ষণ কর্মকর্তা ও প্রতিযোগিতার আয়োজকদের একজন কার্লি সেগেলসন বলেন, তারা এভাবে দেখেন যে একটি বার্মিজ পাইথন মারা হলেও তা একটি বিজয়।

পাইথন বেশির ভাগ সময়ই স্থির হয়ে শুয়ে থাকে । খাওয়ার উপযোগী প্রাণী কাছে না আসা পর্যন্ত এটা প্রায় কোন নড়াচড়া করে না। এমনভাবে তা পরিবেশের সাথে মিশে থাকে যে তাদের উপস্থিতি টের পাওয়া খুব কঠিন।

ফ্লোরিডা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক মেলিসা মিলার বলছেন, কোন একটি নির্দিষ্ট এলাকায় যদি ১০০টি পাইথন থাকে এবং আপনি কাউকে তাদের ধরতে পাঠান, তারা হয়তো পাইথন পাবে মাত্র একটি।

ফ্লোরিডায় পাইথন নিধন শুরু হবার পর থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ১৭,০০০ পাইথন মারা হয়েছে।

এর মধ্যে প্রতিযোগিতার সময় মারা পড়েছে খুবই সামান্য। কারণ এভারগ্লেডের ৯৭ এলাকাই দুর্গম এবং নৌকা ও হেলিকপ্টারের মত বিশেষ ধরনের সরঞ্জাম ছাড়া প্রতিযোগীরা গভীর বনে ঢুকতে পারে না।

প্রতিযোগীদের ২৫ ডলার দিতে হয়, ৩০ মিনিটের একটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি শেষ করতে হয়। এখানে তাদের শেখানো হয় পাইথন কিভাবে চিহ্নিত করতে হবে এবং কিভাবে তাদের দ্রুত ও মানবিক উপায়ে হত্যা করা যায়।

সাধারণত সাপটিকে ওজন করার পর তার মাথায় ছুরিকাঘাত করে স্পাইনাল কর্ড কেটে দিয়ে এবং মস্তিষ্ক ধ্বংস করে তাদের মারা হয়। গুলি করেও মারা যায়, তবে তা শুধু বিশেষ কিছু এলাকায়।

এ ছাড়া এখন একটি কর্মসূচির অধীনে পুরুষ পাইথনের দেহে রেডিও সিগন্যাল যন্ত্র বসিয়ে দেয়া হচ্ছে যাতে তাকে অনুসরণ করে স্ত্রীজাতীয় সাপ কোথায় আছে তা চিহ্নিত করা যায়। এদের বলা হয় স্কাউট পাইথন। একটি স্ত্রী পাইথন বছরে প্রায় ১০০টি ডিম দিয়ে থাকে।

প্রতিযোগীদের জন্য এই স্কাউট সাপ হত্যা করা নিষিদ্ধ। সাপটি মারার পর তা বিক্রি করা যায় বা নিজের কাছেও রাখা যায়।

প্রতিযোগীদের নিরুৎসাহিত করা হয় যাতে তারা পাইথনের মাংস না খান - কারণ তাদের দেহে উচ্চ মাত্রায় পারদের উপস্থিতি আছে।

তবে কিছু শিকারী এগুলো উপেক্ষা করে 'পাইথন জার্কি' বা সাপের ডিমের কুকির মত খাবার বানিয়ে থাকেন।